সূত্রপিটকের

অঙ্গুত্তর-নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

(চতুর্থ নিপাত)

পরিবেশনায়

বনভন্তে প্রকাশনী

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূত্রপিটকের
অঙ্গুত্তর-নিকায়
দ্বিতীয় খণ্ড
(চতুর্থ নিপাত)

প্রথম প্রকাশকাল ঃ পূজ্য বনভন্তের ৯২তম শুভ জন্মদিন
২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ ৮ই জানুয়ারি ২০১১ খৃষ্টাব্দ
২৫ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় প্রকাশকাল ঃ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ২৯ অক্টোবর
২০১২ খৃষ্টাব্দ ১৪ কার্তিক ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ
অনুবাদকবৃন্দ ঃ ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির,
ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু,
ভদন্ত সীবক ভিক্ষু

দ্বিতীয় প্রকাশনায় ঃ আনন্দমিত্র স্থবির ও সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

কম্পোজ ঃ ভদন্ত আনন্দজগৎ ভিক্ষু,
বিপুলানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত ভাবনাসিদ্ধি ভিক্ষু

সহযোগিতায় ঃ ভদন্ত করুণাময় ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

প্রুফ সংশোধনে ঃ ভদন্ত সুভূতি ভিক্ষু,
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বনভন্তে প্রকাশনী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশ-ভারত
এই উপমহাদেশের বর্তমানসময়ে
বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভিক্ষুকূল
গৌরবরবি, বুদ্ধপুত্র, মহান শ্রাবকবুদ্ধ, দুঃখমুক্তির
পথপ্রদর্শক, আমাদের পরম কল্যাণমিত্র, পারমার্থিক গুরুদেব
সর্বজনপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
মহোদয়ের ৯২তম শুভজন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে
এবং
বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক,
লেখক, পণ্ডিতপ্রবর, সুদেশক, আমাদের
পালি শিক্ষাদাতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের
দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গিত হল।

অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ নিপাত বঙ্গানুবাদের
ভূমিকা

বাংলার মাটির পরম সৌভাগ্য বৌদ্ধবিশ্বের পণ্ডিত মহাপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সাধনানন্দ মহাথেরো মহোদয় কর্তৃক অনুপ্রাণিত শিষ্যসঙ্ঘ এবং আমার প্রয়াত দীক্ষা ও শিক্ষাচার্য ব্রহ্মচর্য জীবনের একান্ত সুহৃদ বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর মানসপুত্র প্রজ্ঞাবংশ কর্তৃক পালিভাষা শিক্ষাদান ও অনুবাদসহায়তার ফসল **"অঙ্গুত্তর-নিকায় চতুক্কনিপাত"**-এর বঙ্গানুবাদ এই প্রথম প্রকাশের মুখ দেখলো। বাংলাভাষীদের কাছে বুদ্ধবচনকে জানার ও বুঝার ক্ষেত্রে এ অনুবাদের অবদান বাংলায় অনূদিত অপরাপর পিটকীয় গ্রন্থগুলোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই অনুবাদে শ্রম স্বীকারের জন্যে তাই প্রিয়ভাজন ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, সুমন স্থবির, বঙ্গিস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু এই অনুবাদকসঙ্ঘকে জানাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা। মহান বুদ্ধের ৪৫ বছরের শিক্ষা-উপদেশকে ধর্ম এবং বিনয় (ধর্ম-বিনয়) এই দুই নামে শিক্ষা ও আচরণ করা হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতি (সংগ্রহসভা)তে এই ধর্ম ও বিনয়কে পুন বিচার বিশ্লেষণ করে ধর্ম অংশটিকে সুত্ত ও অভিধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত করত সমগ্র বুদ্ধবচনকে 'ত্রিপিটক' (তিনটি আধার) নামে অভিহিত করা হয়। অঙ্গুত্তর-নিকায় পালি ত্রিপিটকের (সুত্ত, অভিধর্ম ও বিনয় পিটক) মধ্যে সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত। এই সুত্তপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত, যথা–দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, খুদ্দকনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং সংযুক্তনিকায়। সুত্তপিটকভুক্ত এই পঞ্চমনিকায়ের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায়ের স্থান চতুর্থ। এই অঙ্গুত্তরনিকায় সর্বমোট **১১**টি নিপাত তথা অধ্যায়ে বিভক্ত। দেখা যায় যেই নিপাত-এর নাম 'একোনিপাতো' বা 'একনিপাত' ইহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি সুত্তে 'এক' শব্দটি সবিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। যেখানে 'দুকনিপাত' বা 'দ্বিতীয় অধ্যায়' তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে 'দুই' শব্দটি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এভাবে একাদশনিপাত পর্যন্ত এই সংখ্যা গণনানুযায়ী প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের নিপাত তথা অধ্যায় বিভাজনের এই বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত উদ্বৃতি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে। যেমন–'একনিপাত'এর 'রূপবর্গ' নাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিভাগে বুদ্ধ দুঃখমুক্তিকামীদের উদ্দেশ্যে বলছেন–

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক রূপও দেখছি না, যা এভাবে পুরুষের চিত্তকে ব্যাপকভাবে অধিকার করে থাকে, যেমন, স্ত্রীরূপ। স্ত্রীরূপই, ভিক্ষুগণ! পুরুষের চিত্তকে ব্যাপকভাবে অধিগ্রহণ করে স্থিত হয়।”

নীবরণ বর্গে উক্ত হয়েছে–

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য একধর্মও দেখছি না, যৎপ্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ (কাম্যবস্তু সেবন ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কামচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয়, যেমন–হে ভিক্ষুগণ! শুভনিমিত্ত।”

দুকনিপাত তথা দুই অধ্যায়ে এবার দেখুন প্রত্যেকটি বিষয়ে দুই শব্দটির গুরুত্বারোপ কিভাবে রক্ষিত হলো–

‘বজ্জসুত্তং’টি দিয়ে শুরু হলো ‘কম্মকরণ বগ্গো’। তাতে বুদ্ধ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ! বর্জনীয় কর্ম দ্বিবিধ। সেই দুই কি কি? যাহা ইহজীবনেই ফল প্রদান করে এবং যাহা ভবিষ্যতজীবনে ফল প্রদান করে।”

‘পধানসুত্তে’ বলা হলো–“হে ভিক্ষুগণ! জগতে এই দুই প্রচেষ্টা খুবই কঠিন। সেই দুই কি কি? গৃহে বসবাসরত গৃহীদের অন্ন, বস্ত্র, আবাস এবং চিকিৎসা–এই চারি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য অর্জনের প্রচেষ্টা। অপরদিকে গৃহত্যাগী প্রব্রজিতদের উপরোক্ত চারিপ্রত্যয় পরিত্যাগের প্রচেষ্টা। এই দুই প্রচেষ্টার মধ্যে শেষোক্তটিই প্রধান। কারণ ইহা পুন পুন জন্ম নিয়ে দুঃখের কারাগারে প্রবেশ বন্ধ করে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের সমগ্র আলোচনা এভাবেই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট ধারণ করে একে একে অগ্রসর হয়েছে। সর্বমোট এগারোটি অধ্যায় বা নিপাতে বিভক্ত হয়ে ২৩০০টি সুত্তকে ধারণ করে। এই নিপাতগুলো আবার কোন কোন সময়ে পন্নাসকং এবং একাধিক উপবর্গেও বিভক্ত হতে দেখা যায়। সুত্তপিটকের অন্যান্য নিকায়গ্রন্থগুলোতে যেমন ক্ষুদ্র, বৃহৎ আকারের সুত্তের সন্নিবেশ আছে; অঙ্গুত্তরনিকায়েরও একই সমাবেশ বিদ্যমান। একই সুত্তে গদ্য ও পদ্য দুই রীতির ব্যবহারও সমভাবে ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন সুত্তপিটকের অন্যান্য অংশের আলোচ্য বিষয়ের বিষয়বস্তু এমনকি হুবহু উদ্বৃতির বিদ্যমানতা দেখা যায় এই অঙ্গুত্তরনিকায়ে। যেমন– দীর্ঘনিকায়ের কোন কোন সুত্ত (সঙ্গীতি দসোত্তরং), খুদ্দকনিকায়ের থেরোগাথা, থেরীগাথা, ইতিবুত্তক, এ সকল গ্রন্থের অনেক আলাচ্য বিষয় অঙ্গুত্তরনিকায়ে পরিদৃষ্ট হয়। এমনকি অভিধর্মপিটকের পুদ্গলপঞ্ঞত্তিকে অঙ্গুত্তরনিকায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে প্রাচীন ভারতের ‘মিলিন্দপঞ্হ’ গ্রন্থে অঙ্গুত্তর নিকায়কে ‘একোত্তরনিকায়’ নামেও অভিহিত হতে দেখা যায়। সর্বাস্তিবাদী ত্রিপিটকের চৈনিক সংস্করণেও ‘একোত্তর’ এবং ‘অঙ্গুত্তর’ শব্দদ্বয় এই অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুর্থ নিপাত-এর উপর কিছু আলোচনায় এবার আসা যাক। এখানে প্রথম পঞ্চাশকে রয়েছে—ভণ্ডগ্রাম বর্গ, বিচরণ বর্গ, উরুবেলা বর্গ, চক্রবর্গ এবং রোহিতাশ্ব বর্গ। দ্বিতীয় পঞ্চাশকে রয়েছে— পুণ্যফল বর্গ, প্রাপ্তকর্ম বর্গ, সম্যক বর্গ, অচল বর্গ এবং অসুর বর্গ। তৃতীয় পঞ্চাশকে রয়েছে—বলাহক বর্গ, কেসি বর্গ, ভয় বর্গ, পুদ্গল বর্গ এবং আভা বর্গ। চতুর্থ পঞ্চাশকে রয়েছে—ইন্দ্রিয় বর্গ, প্রতিপদা বর্গ, সঞ্চেতনীয় বর্গ, ব্রাহ্মণ বর্গ, মহাবর্গ। পঞ্চম পঞ্চাশকে রয়েছে—সৎপুরুষ বর্গ, পরিষদ বর্গ, দুশ্চরিত বর্গ, কর্ম বর্গ, আপত্তিভয় বর্গ, অভিজ্ঞা বর্গ, কর্মপথ বর্গ এবং রাগপেয়্যাল বর্গ। এভাবে সর্বমোট ২৮টি বর্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে অঙ্গুত্তর-নিকায়ের চতুর্থ নিপাত তথা অধ্যায়টিকে।

উপরোক্ত ২৮টি বর্গের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে আবার একাধিক সুত্ত। যেমন :

ভণ্ডগ্রাম বর্গে রয়েছেঃ ১) অনুবুদ্ধ সুত্ত, ২) প্রপতিত সুত্ত, ৩) প্রথম ক্ষত সুত্ত, ৪) দ্বিতীয় ক্ষত সুত্ত, ৫) অনুস্রোত সুত্ত, ৬) অল্পশ্রুত সুত্ত, ৭) শোভন সুত্ত ৮) বৈশারদ্য সুত্ত, ৯) তৃঞ্চা উৎপন্ন সূত্র এবং ১০) যোগ সূত্র। এভাবে ৩৪০ বা প্রায় সাড়ে তিনশো সুত্তের ধারক এই অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুর্থ নিপাত গ্রন্থটি।

প্রথম পঞ্চাশক

১. ভণ্ডগ্রাম বর্গঃ অনুবুদ্ধ সূত্রে বুদ্ধ ভব-ভবান্তরে জন্মগ্রহণের কারণ এবং মুক্তির চারটি ধর্ম ব্যাখা করেছেন। প্রপতিত সূত্রে ধর্ম-বিনয় কিভাবে প্রপতিত এবং অপতিত হয় তা ব্যক্ত করেছেন। প্রথমও দ্বিতীয় ক্ষত সূত্রে মূর্খ, অনভিজ্ঞ অসৎপুরুষ চার ধর্মে সমন্বিত হয়ে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে অবস্থান করে এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত, বর্জিত হয়; পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ চার ধর্মে সমন্বিত হয়ে নিজেকে অক্ষত, অবনিষ্ট রাখে; পণ্ডিতগণের কাছে নিষ্পাপ, অনিন্দিত বলে পরিগণিত হয়—এ উভয় চার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। অনুস্রোত সূত্রে চার প্রকার পুদ্গলের ব্যাখ্যা করেছেন। অল্পশ্রুত সূত্রে চার প্রকার পুদ্গল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। শোভন সূত্রে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হলে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি পায় বলেছেন। বৈশারদ্য সূত্রে তথাগতের চার বৈশারদ্য, উৎপন্ন সূত্রে চার প্রকারে উৎপন্ন তৃষ্ণা, যোগ সূত্রে চার প্রকার যোগ সম্বন্ধে বলেছেন।

২. বিচরণ বর্গঃ বিচরণ বর্গে বিচরণ সূত্রে বলেছেন— বিচরণ, স্থিতি, উপবিষ্ট, শায়িত এ চারি সময়ে ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বির্তক উৎপন্ন হয়; আর ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করত পরিত্যাগ, অপনোদন সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপ ভয়হীন, পাপচারণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়। শীল সূত্রে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণকে প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবর সংযত আচার গোচরসম্পন্ন এবং অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করার জন্য বলেছেন। উদ্যম সূত্রে চার প্রকার উদ্যম, সংবরণ সূত্রেও চার উদ্যমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জ্ঞাপন সূত্রে চার প্রকার অগ্র জ্ঞাপনীয় পুদ্গল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুক্ষতা সূত্রে চার প্রকার সুক্ষতা, প্রথম অগতি সূত্রে চার প্রকার অগতিগমন, দ্বিতীয় অগতি সূত্রে চার প্রকার গতিগমন, তৃতীয় অগতিগমন সূত্রে অগতিগমন ও গতিগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভোজন উদ্দেশক সূত্রে সমন্বিত ভোজন উদ্দেশক চার ধর্মে সমন্বিত হলে নরকে পতিত হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. উরুবেলা বর্গঃ উরুবেলা বর্গে প্রথম উরুবেলা সূত্রে বুদ্ধ নিজের চেয়ে জ্ঞানী না দেখে নিজেকে গুরু মেনে, স্বীয় উপলব্ধিজাত ধর্মকে আশ্রয় করে অবস্থান করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় উরুবেলা সূত্রে চার প্রকার স্থবিরকরণ ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। লোক সূত্রে তথাগতের চার বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কালকারাম সূত্রে ও তথাগতের চার বিষয় সম্পর্কে বলেছেন। ব্রহ্মচর্য সূত্রে চার অর্থে ব্রহ্মচর্যকে বলা হয়নি তা ব্যাখ্যা করেছেন। অসৎ সূত্রে, অসৎ নির্দয়, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, অহংকারী এবং অস্থির ও তদ্বিপরীত ভিক্ষু সম্পর্কে বলেছেন। সন্তুষ্টি সূত্রে চার প্রত্যয়, আর্যবংশ সূত্রে চার আর্যবংশ, ধর্মপদ ও পরিব্রাজক সূত্রে চার প্রকার ধর্মপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪. চক্র বর্গঃ চক্রবর্গে চক্রসূত্রে চার প্রকার চক্র, সংগ্রহ সূত্রে চার প্রকার সংগ্রহ বিষয়, সিংহ সূত্রে সিংহের সাথে বুদ্ধের মিল ব্যাখ্যা করেছেন। অগ্রপ্রসাদ সূত্রে চার প্রকার অগ্রপ্রসাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ষকার সূত্রে বর্ষকার ব্রাহ্মণ এবং ভগবান চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মহা প্রজ্ঞা, মহাপুরুষকে প্রকাশ করার কথা বলেছেন। দ্রোণ সূত্রে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মানবের ঊর্ধ্বে ভগবানের অবস্থান করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। অপরিহানীয় সূত্রে ভিক্ষুর পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে থাকার চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। উচ্ছিন্নকারী সূত্রে কিভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী, সর্ব স্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। উজ্জয় ও উদায়ী সূত্রে প্রকৃত যজ্ঞের ব্যাখা প্রদান করেছেন।

৫. রোহিতাশ্ব বর্গঃ রোহিতাশ্ব বর্গে সমাধিভাবনা সূত্রে চার প্রকার সমাধিভাবনা, প্রশ্ন ব্যাখ্যা সূত্রে চার প্রকার প্রশ্ন ব্যাখ্যা, প্রথম ক্রোধপরায়ণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্গল, দ্বিতীয় ক্রোধপরাণ সূত্রে চার প্রকার অসদ্ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রোহিতাশ্ব সূত্রে রোহিতাশ্ব দেবপুত্রকে "পদব্রজে নির্বাণে খাওয়া যায় কিনা প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন। দ্বিতীয় রোহিতাশ্ব সূত্রের মত শুধুমাত্র রোহিতাশ্ব দেবপুত্রের সাথে যা আলোচিত হয়েছে এ'সূত্রে তা ভিক্ষুগণকে প্রকাশ করেছেন। দুর্জ্ঞেয় সূত্রে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারটি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। বিশাখ সূত্রে ধর্মকথায় উত্তেজিত করার বিশাখকে ভিক্ষুগণকে প্রশংসা করেছেন। বিকৃত সূত্রে চার প্রকার চিন্তার সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। উপক্লেশ সূত্রে চন্দ্রসূর্যের এবং শ্রমণ-বাহ্মণের চার প্রকার উপক্লেশ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. পুণ্যফল বর্গঃ পুণ্যফল বর্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পুণ্যফল সূত্রে চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার স্বর্গসুখ, সুখজনক যান, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরণার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবতিত হয় সেই চার প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মিলন সূত্রে স্বামী-স্ত্রির চার প্রকার মিলন সম্পর্কে বলেছেন। প্রথম সমজীবি সূত্রে নকুলমাতা ও নকুলপিতাকে উপলক্ষ করে স্বামী-স্ত্রি কিরূপে এ'জন্মের মত পরজন্মও একসাথে অবস্থান করতে পারবে সে'বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় সমজীবি সূত্রে ও প্রথম সমজীবি সূত্রের বিষয় ভিক্ষুগণকে জ্ঞাত করিয়েছেন। সুপ্রবাসা, সুদত্ত ভোজনদাতা প্রতিগ্রাহককে চারটি বিষয় দান করে, সেই চারটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন গৃহীপ্রতিপদা সূত্রে আর্যশ্রাবক গৃহীজীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশকীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষ লাভী হবার চারটি ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

৭. প্রাপ্তকর্ম বর্গঃ প্রাপ্তকর্ম বর্গে প্রাপ্তকর্ম সূত্রে অনাথপিণ্ডিককে উপলক্ষ করে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। ঋণমুক্ত সূত্রে কামভোগী গৃহীর চার প্রকার সুখের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্মা সূত্রে মাতা-পিতার বিষয়ে বলেছেন। নিরয় সূত্রে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। রূপ এবং সরাগসূত্রে চার প্রকার পুদ্গলের কথা বলেছেন। অহিরাজ সূত্রে চার প্রকার অহিরাজকুলের ব্যাখ্যা করেছেন। দেবদত্ত সূত্রে দেবদত্তের লাভ-সৎকার সম্বন্ধে বলেছেন। প্রধান সূত্রে চার প্রকার প্রধানের কথা বলেছেন। অধার্মিক সূত্রে রাজগণ ধার্মিক এবং অধার্মিক হবার দরুন পৃথিবীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়ায় তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৮. সম্যক কর্মঃ সম্যক বর্গে প্রধান সূত্রে এবং সম্যকদৃষ্টি সূত্রে ভিক্ষুর চারটি সমন্বিত হবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। চার ধর্মে সমন্বিত কথা বলেছেন সৎপুরুষ সূত্রে। অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষের প্রথম শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সূত্রে চার প্রকার শ্রেষ্ঠের কথা বলেছেন। কুশীনগর সূত্রে পরিনির্বাণ মঞ্চে বুদ্ধের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছেন। অচিন্তনীয় সূত্রে চারটি অচিন্তনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। দাক্ষিণ্য সূত্রে চার প্রকার দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন। বাণিজ্য সূত্রে বাণিজ্যের চার অবস্থার কথা এবং কারণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কম্বোজ সূত্রে আনন্দ ভন্তের প্রশ্নে ভগবান কি কারণে কোন স্ত্রীলোকে সভায় উপস্থিত হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না, কর্মে নিয়োজিত হয় না এবং কম্বোজে গমন করে না তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৯. মচল বর্গঃ মচল বর্গে প্রাণিহত্যা সূত্রে নিরয়ে পতিত এবং চারটি ব্যাখা করেছেন। মিথ্যাবাক্য, নিন্দাযোগ্য এবং ক্রোধপরায়ণ সূত্রে ও নিরয়ে পতিত এবং স্বর্গে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম ব্যাখা করেছেন। তমোতমপরায়ণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্‌গলের কথা বলেছেন। সংযোজন সূত্রে শ্রমণাচলাদি চার প্রকার পুদ্‌গলের ব্যাখা করেছেন স্কন্ধ এবং সম্যকদৃষ্টি সূত্রে ও শ্রমণাচলাদি চার প্রকার পুদ্‌গলের ব্যাখ্যা করেছেন, তবে সংযোজন সূত্র থেকে একটু ব্যতিক্রম।

১০. অসুর বর্গঃ অসুর সূত্রে অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুরাদি চার প্রকার পুদ্‌গল: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাধি সূত্রে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয় ইত্যাদি চার প্রকার পুদ্‌গলের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে। চিতার পোড়া কাষ্ঠ সূত্রে, রাগ ধ্বংস, সত্বর মনযোগী, আত্মহিত, শিক্ষাপদ সূত্রে আত্মহিতে তৎপর কিন্তু পরিহিতে নয় ইত্যাদি পুদ্‌গলের ব্যাখা প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পোতলিয় সূত্রে কোন পুদ্‌গল নিন্দনীয়কে নিন্দা করে কিন্তু প্রশংসাযোগ্যকে প্রশংসা করে না চার প্রকার পুদ্‌গলের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চাশক

১১. বলাহক বর্গঃ বলাহক বর্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বলাহক সূত্রে চার প্রকার বলাহকূপম পুদ্‌গল সম্বন্ধে বলেছেন। কুম্ভ সূত্রে চার প্রকার কুম্ভ সদৃশ পুদ্‌গল, হ্রদ সূত্রে চার প্রকার হ্রদ সদৃশ পুদ্‌গল, আম্র সূত্রে চার প্রকার আম্র সদৃশ পুদ্‌গল, মুষিক সূত্রে চার প্রকার মুষিক সদৃশ পুদ্‌গল, ষাঁড় সূত্রে চার প্রকার ষাঁড় সদৃশ পুদ্‌গল, বৃক্ষ সূত্রে চার প্রকার বৃক্ষ সদৃশ পুদ্‌গল, আশীবিষ সূত্রে চার প্রকার সর্প সদৃশ পুদ্‌গল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২. কেসি বর্গঃ কেসি বর্গে কেসি সূত্রে অশ্বদমন এবং পুরুষদমন এ'দুই বিষয় নিয়ে অশ্বদমনকারী সারথি কেসির সাথে ভগবানের আলাপ হয়েছে। দ্রুতগতি সূত্রে ভদ্র আজানেয়ের চার প্রকার গুণ এবং ভিক্ষুর চার প্রকার গুণ তুলে ধরা হয়েছে, যে চার গুণে সমন্বিত হলে ভদ্র আজানেয় রাজার যোগ্য রাজভোগ্য, রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত এবং ভিক্ষু অহ্বানের যোগ্য, পূজা, দক্ষিণা অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকে অনুত্তর পুণ্যেক্ষেত্র হয়। চাবুক সূত্রে চার প্রকার ভদ্র আজানেয়ের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। হস্তী সূত্রে চার প্রকার গুণে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত; সেই চার প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয় সূত্রে চার প্রকার বিষয়, অপ্রমাদ সূত্রে চারটি বিষয়ে অপ্রমত্ত হওয়া সমন্ধে, রক্ষা সূত্রে চারটি বিষয়ে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা নিয়ে, আবেগজনক সূত্রে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের চারটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবেগজন, দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ভয় সূত্রে জন্ম ভয়াদি চার প্রকার ভয় দ্বিতীয় ভয় সূত্রে অগ্নি ভয়াদি চার প্রকার ভয় সম্বন্ধে বলেছেন।

১৩. ভয় বর্গঃ ভয় বর্গে ভয় সূত্রে আত্মনিন্দাদি চার প্রকার ভয়, ঊর্মি ভয় সূত্রে ঊর্মি ভয়াদি চার প্রকার ভয় সম্বন্ধে আলোতপাত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় নানাকরণ সূত্রে চার প্রকার পুদ্‌গলের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মৈত্রী সূত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা সহগত চিত্তে অবস্থান করা নিয়ে চার প্রকার পুগ্দল সম্বন্ধে বলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় তথাগত আশ্চর্য সূত্রে তথাগতের আবির্ভাবে চার প্রকার অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভাব হবার বিষয়, উল্লেখ করেছেন। আনন্দ আশ্চর্য সূত্রে এবং চক্রবর্তী আশ্চর্য সূত্রে আনন্দের এবং চক্রবর্তী রাজার আশ্চর্য অদ্ভুত চার প্রকার ধর্ম বা গুণ সম্বন্ধে বলেছেন।

১৪. পুদ্‌গল বর্গঃ পুদ্‌গল বর্গে সংযোজন সূত্রে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্‌গল সম্পর্কে বলেছেন। উদ্ঘাটিতজ্ঞ সূত্রে উদ্ঘাটিতজ্ঞাদি চার প্রকার পুদ্‌গল, উত্থানফল সূত্রে উত্থানফলোপজীবি কিন্তু কর্মফলোপজীবি নয় প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্‌গল, সদোষ সূত্রে সদোষযুক্ত পুদ্‌গল প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্‌গল, প্রথম ও দ্বিতীয় শীল সূত্রে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞানুশীলন নিয়ে চার প্রকার পুদ্‌গল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। উন্নত সূত্রে উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন প্রভৃতি চার প্রকার পুদ্‌গল, ধর্মকথিক সুত্রে চার প্রকার ধর্মকথিক, বক্তা সূত্রে চার প্রকার বক্তা, সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

১৫. আভা বর্গঃ আভা সূত্রে চার প্রকার আভা, প্রভা সূত্রে চার প্রকার প্রভা, আলো সূত্রে চার প্রকার আলো, জ্যোতি সূত্রে চার প্রকার জ্যোতি এবং রশ্মি সূত্রে চার প্রকার রশ্মির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম সময় সূত্রে চার প্রকার সময়, দ্বিতীয় সময় সূত্রে চার প্রকার যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ আচরণ দ্বারা অনুক্রমে আসবসমূহ ক্ষয় করা সম্ভব বলেছে। সেই চার প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। দুশ্চরিত সূত্রে চার প্রকার বাক দুশ্চরিত, সুচরিত্র সূত্রে চার প্রকার বাক সুচরিত, সার সূত্রে শীল সারাদি চার প্রকার সার সম্পর্কে বলেছেন।

চতুর্থ পঞ্চাশক

১৬. ইন্দ্রিয় বর্গঃ ইন্দ্রিয় সূত্রে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়াদি চার প্রকার ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল সূত্রে শ্রদ্ধাবলাদি চার প্রকার বল, প্রজ্ঞাবল সূত্রে প্রজ্ঞাবলাদি চার প্রকার বল, স্মৃতিবল সূত্রে স্মৃতিবলাদি চার প্রকার বল, সতর্কতা বল সূত্রে সতর্কতা বলাদি চার প্রকার বল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কল্প সূত্রে কল্পের চার অসংখ্যেয় কাল, রোগ সূত্রে প্রব্রজ্যিতের চার প্রকার রোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। পরিহানি সূত্রে ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর স্বীয় পরিহানি ও অপরিহানি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন। ভিক্ষুণী সূত্রে আনন্দ ভন্তে ভিক্ষুণীকে উপদেশ প্রদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুগতবিনয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্রে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধানের এবং সদ্ধর্মের স্থিতি, উন্নতির চার প্রকার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. প্রতিপদা বর্গঃ প্রতিপদা বর্গে সংক্ষিপ্ত সূত্রে ও বিস্তার সূত্রে চার প্রকার প্রতিপদা, অশুভ সূত্রে ও চার প্রকার প্রতিপদা, প্রথম ক্ষমাশীল সূত্রে অক্ষমা প্রতিপদাদি চার প্রকার প্রতিপদা, দ্বিতীয় ক্ষমাশীল সূত্রে অক্ষমা প্রতিপদাদি চার প্রকার প্রতিপদা। উভয় সূত্রে সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞাদি চার প্রকার প্রতিপদা শারীপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়ন সূত্রে দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞাদি চার প্রকার প্রতিপদা সুসংস্কার সূত্রে ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভী চার প্রকার পুদ্‌গল সুসামঞ্জস্য সূত্রে অরহত্ব প্রাপ্তির বিনয় নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৮. সঞ্চেতনীয় বর্গঃ সঞ্চেতনীয় বর্গে চেতনা সূত্রে কায়-বাক-মনের কারণে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সঞ্চেতন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় বলেছেন। বিভঙ্গ সূত্রে অর্থ, ধর্ম নিরুক্তি, প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা লাভ সম্পর্কে শারীপুত্র ভন্তের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মহাকোট্‌ঠিক সূত্রেও আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিকের প্রশ্নে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের উত্তর নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আনন্দ সূত্রও মহাকোট্‌ঠিক সূত্রের ন্যায়। উপবাণ সূত্রে কেউ চার প্রকারে অন্তসাধনকারী হয় কিনা? এভাবে আয়ুষ্মান উপবাণের জিজ্ঞাসায় আয়ুষ্মান শারীপুত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রার্থনা সূত্রে চার প্রকার প্রার্থনা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাহুল সূত্রে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ধাতুতে অনাত্মভাব দর্শন করা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরিষ্কার পুষ্করিণী সূত্রে চার প্রকার পুদ্‌গল সম্পর্কে বলেছেন। নির্বাণ সূত্রে কি কারণে কোন সত্ত্ব ইহজন্মে পরিনির্বাপিত হয় না, কি কারণে পরিনির্বাপিত হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। মহাসঙ্গতি সূত্রে চার প্রকার মহাসঙ্গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৯. ব্রাহ্মণ বর্গঃ ব্রাহ্মণ বর্গে যোদ্ধা সূত্রে চার প্রকার গুণে/অঙ্গে যোদ্ধা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিত সূত্রে চার প্রকার ধর্ম, শ্রুত সূত্রে ভগবান সমস্ত দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা উচিত নয় বলেছেন। অভয় সূত্রে মরণধর্মে ভীত ও শঙ্কিত হওয়া নিয়ে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সত্য সূত্রে চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্য, উন্মার্গ সূত্রে লোক বা জগত সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ষকার সূত্রে অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপক সূত্রে নিন্দা করা বিষয়ে বলা হয়েছে। উপলব্ধি যোগ্য সূত্রে চার প্রকার উপলব্ধি যোগ্য ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপোসথ সূত্রে দেবত্ব প্রাপ্ত, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত, আনেঞ্জা প্রাপ্ত, আর্য প্রাপ্ত ভিক্ষু সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

২০. মহাবর্গঃ মহাবর্গে শ্রোতানুগত সূত্রে চার প্রকার আনিশংস নিয়ে বলা হয়েছে। বিষয় সূত্রে চার প্রকার বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভদ্দিয় সূত্রে কোন মতবাদ আন্দাজে গ্রহণ না করার জন্য বলেছেন। সামুগিয় সূত্রে শীল, চিত, দৃষ্টি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বপ্প সূত্রে কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও অবিদ্যার কারণে আস্রব ও পরিদাহ উৎপন্ন হয় বলেছেন। সাল্হ সূত্রে শীলবিশুদ্ধি ও তপস্যা অপরিহার এ উভয় ব্যতীত ওঘ উত্তীর্ণ হতে পারে না বলা হয়েছে। মল্লিকাদেবী সূত্রে স্ত্রীলোকের চার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আত্মন্তপ সূত্রে আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্তাদি চার প্রকার পুদ্গল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তৃষ্ণা সূত্রে বিবিধ তৃষ্ণা নিয়ে বলা হয়েছে। প্রেম সূত্রে চার প্রকারে প্রেম উৎপন্ন হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চাশক

২১. সৎপুরুষ বর্গঃ সৎপুরুষ বর্গে শিক্ষাপদ সূত্রে অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অশ্রদ্ধা সূত্রে, সপ্তকর্ম সূত্রে, দশকর্ম সূত্রে, অষ্টাঙ্গিক সূত্রে, দশমার্গ সূত্রেও অসৎপুরুষ এবং সৎপুরুষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি সূত্রে ভিন্নভাবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পাপধর্ম সূত্রে পাপধর্ম এবং কল্যাণধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২২. পরিষদ বর্গঃ পরিষদ বর্গে পরিষদ সূত্রে চার প্রকার অপরিশুদ্ধ পরিষদ এবং চার প্রকার পরিশুদ্ধ পরিষদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দৃষ্টি সূত্রে কায়দুশ্চরিতাদি চার প্রকার ধর্ম, কায়সুচরিতাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার কারণে নিরয়ে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হতে হয়। অকৃতজ্ঞতা সূত্রও প্রায় দৃষ্টিসূত্রের ন্যায়, শুধুমাত্র মিথ্যাদৃষ্টির জায়গায় অকৃতজ্ঞতা বলা হয়েছে। প্রাণিহত্যা সূত্রে প্রাণিহত্যাদি থেকে বিরত থাকার চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, যার কারণে নিরয়ে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হতে হয়। প্রথম মার্গ সূত্রে, দ্বিতীয় মার্গ সূত্রে, প্রথম বোহার পথ সূত্রে, দ্বিতীয় বোহার পথ সূত্রে, অহি সূত্রে, দুঃশীল সূত্রে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হবার এবং স্বর্গে উৎপন্ন হবার চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে প্রত্যেকটি সূত্রে ভিন্নভাবে।

২৩. দুশ্চরিত বর্গঃ দুশ্চরিত বর্গে দুশ্চরিত সূত্রে মিথ্যাবাক্যাদি চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত এবং সত্যবাক্যাদি চার প্রকার বাক্য সুচরিত সম্পর্কে বলা হয়েছে। দৃষ্টি সূত্রে কায় দুশ্চরিতাদি চার প্রকার, কায় সুচরিতাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। অকৃতজ্ঞতা সূত্রও দৃষ্টি সূত্রের ন্যায়। শুধুমাত্র মিথ্যদৃষ্টির স্থলে অকৃতজ্ঞতা বলা হয়েছে। প্রাণিহত্যাকারী সূত্রে প্রাণিহত্যাদি চার প্রকার ধর্ম, প্রাণিহত্যাদি থেকে বিরতাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। প্রথম মার্গ সূত্রে মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম, সম্যকদৃষ্টি প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মার্গ সূত্রে মিথ্যাজীবিকাদি চার প্রকার ধর্ম, সত্যজীবিকাদি চার প্রকার ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রথম লক্ষণ সূত্রে ও দ্বিতীয় লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম এবং অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি, দৃষ্টে দৃষ্টবাদী চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। নির্লজ্জ সূত্রে ও দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্রে অশ্রদ্ধাদি চার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার ধর্ম, শ্রদ্ধাদি চার প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কবি সূত্রে চার প্রকার কবি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৪. কর্ম বর্গঃ কর্ম বর্গে সংক্ষিপ্ত সূত্রে চার প্রকার কর্ম, বিস্তার সূত্রে চার প্রকার কর্ম, শোণকায়ন সূত্রে অকুশলকর্মে অকুশল বিপাকাদি চার প্রকার কর্ম, প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাপদ সূত্রে, আর্যমার্গ সূত্রে, বোধ্যঙ্গ সূত্রে চার প্রকার কর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হিংসাযুক্ত সূত্রে হিংসা বা ব্যাপাদ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, অহিংসা বা অব্যাপাদ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অব্যাপাদ সূত্রে হিংসাযুক্ত কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, অহিংসাযুক্ত কায়কর্মাদি চার প্রকার বলা হয়েছে। শ্রমণ সূত্রে চার প্রকার শ্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সৎপুরুষের আনিশংস সূত্রে আর্যশীলাদি চার প্রকার আনিশংস সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৫. আপত্তিভয় বর্গঃ আপত্তিভয় বর্গে সঙ্ঘভেদ সূত্রে চারটি কারণে পাপী ভিক্ষু সঙ্ঘভেদ ইচ্ছা করে। সেই চারটি কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপত্তিভয় সূত্রে চার প্রকার আপত্তিভয়, শিক্ষানিশংস সূত্রে শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞা, বিমুক্তিসার ও প্রধান মনযোগিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। শয়ন সূত্রে চার প্রকার শয্যা, স্মৃতিস্তম্ভ সূত্রে চার প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে বলেছেন। প্রজ্ঞাবৃদ্ধি সূত্রে চার প্রকার প্রজ্ঞাবৃদ্ধির জন্য সৎপুরুষের সেবাদি চার প্রকার ধর্ম তুলে ধরা হয়েছে। দেব-মানবের বহু উপকারক চার প্রকার ধর্ম বলা হয়েছে বহু উপকার সূত্রে। প্রথম লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার অনার্য লক্ষণ, দ্বিতীয় লক্ষণ সূত্রে অদৃষ্টে অদৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার আর্য লক্ষণ, তৃতীয় লক্ষণ সূত্রে দৃষ্টে অদৃষ্টবাদী চার প্রকার অনার্য লক্ষণ এবং চতুর্থ লক্ষণ সূত্রে দৃষ্টে দৃষ্টবাদী প্রভৃতি চার প্রকার আর্যলক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৬. অভিজ্ঞা বর্গঃ অভিজ্ঞা বর্গে অভিজ্ঞা সূত্রে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্মাদি চার প্রকার ধর্ম, পর্যবেক্ষণ সূত্রে চার প্রকার অনার্য পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ বস্তু বা বিষয় সূত্রে চার প্রকার সংগ্রহ বস্তু, মালুক্যপুত্র সূত্রে চার প্রকারে উৎপন্ন তৃষ্ণা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুল সূত্রে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হবার চারটি কারণ এবং চিরস্থায়ী হবার চারটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আজানেয় সূত্রে আজানেয় অশ্ব এবং ভিক্ষুর চারটি গুণ সম্পর্কে বলেছেন। বল সূত্রে বীর্যবলাদি চার প্রকার বল, অরণ্য সূত্রে অরণ্যে থাকার অনুপযুক্ত ভিক্ষু এবং উপযুক্ত ভিক্ষুর চারটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, কর্ম সূত্রে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষের নিন্দার্হ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম এবং পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষের নির্দোষ কায়কর্মাদি চার প্রকার ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৭. কর্মপথ বর্গঃ কর্মপথ বর্গে প্রাণিহত্যাকারী সূত্রে নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হবার 'নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম এবং নিঃসন্দেহে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বর্গে উৎপন্ন হবার 'নিজে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অদত্তবস্তু গ্রহণকারী সূত্রে 'নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম, 'নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত হয়' প্রভৃতি চার প্রকার ধর্ম তুলে ধরেছেন। মিথ্যা আচারী সূত্রে মিথ্যাকামাচারী হওয়া প্রভৃতি চারটি ধর্ম ও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হওয়া প্রভৃতি চারটি ধর্ম, মিথ্যাবাদী সূত্রে 'নিজে মিথ্যাবাদী হয়' প্রভৃতি চারটি ধর্ম, 'নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়' প্রভৃতি চারটি ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, সম্প্রলাপবাক্য, লোভী, হিংসাচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি সূত্রেও তদ্রুপ; শুধুমাত্র মিথ্যাভাষণ এর স্থলে সূত্রের নাম অনুযায়ী বলা হয়েছে।

২৮. রাগপেয়্যালঃ রাগপ্যেয়ালে স্মৃতিপ্রস্থান, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, পরিজ্ঞাত ইত্যাদি সূত্রে রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, প্রহান, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ প্রভৃতির জন্য চারটি ধর্ম ভাবা উচিত বলে বলা হয়েছে। দ্বেষ, অভিজ্ঞাত ইত্যাদি সূত্রে দ্বেষ মোহ প্রভৃতির পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয় প্রভৃতির জন্য চার ধর্ম ভাবা উচিত বলেছেন।

পরিশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উল্লেখ করতে হচ্ছে অনুবাদকসঙ্ঘ অঙ্গুত্তরনিকায়ের ৪র্থ নিপাতের কিছু সংশোধনী ও ভূমিকা লিখে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে যে সময় এ দেশের বৌদ্ধদের হাজার বছরের প্রাচীন তীর্থ এই কক্সবাজার জেলার রাং-উ রাংকূট তীর্থে আমার নিকটে উপস্থিত হলো, সে সময়টা আমার জন্যে কতো দুর্বিষহ আর অস্বস্তিদায়ক ছিল, তা আমি আগত আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমনদের বলতে গেলে কিছুই বুঝতে দিইনি। তারা কেবল দেখেছে কঠিন চীবর মাসে আমার ব্যস্ততা। বস্তুতঃ রাং-কূট তীর্থের দায়কগণের আহ্বানে এবং আমার প্রব্রজ্যা তথা দ্বিতীয় জন্মের ঠিকানা এই রাং-উ রাংকূটে আমার অবস্থানকে স্থানীয় প্রধান ভিক্ষু এবং তৎ শিষ্যসঙ্ঘ মেনে নিতে না পারায়, তারা আমাকে বহিরাগতরূপে চিহ্নিত করে নিয়েছেন। ফলে তাদেরই কিছু অন্ধভক্ত যারা রাংকূটে আমার প্রতিষ্ঠিত জগতজ্যোতি শিশুসদনে চাকুরী করে জীবন চালায় সেই অন্ধ-অকৃতজ্ঞদের লেলিয়ে দিয়ে আমার জীবনকে আজ নানাভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করে তুলেছে; তেমন এক ভয়ানক পরিস্থিতিতেই আমার পালি অনুবাদক শিষ্যসঙ্ঘের আগমন হলো রাং-উ রাংকূটে।

আমি তাই এই ভূমিকা লিখে দিতে লজ্জাবোধ করছি, পবিত্র পিটকীয় অনুবাদ গ্রন্থটির পরিপূর্ণ সুষ্ঠু পর্যালোচনামূলক উপস্থাপনার জন্যে সুস্থ পরিবেশের অভাবের কারণে এবং সময়ের নিতান্ত অপ্রতুলতার জন্যে। তাই আমি এ বিষয়ে সুধি পাঠক ও গবেষকদের ক্ষমা সুন্দর মনোভাব কামনা করছি। এজন্যে আমি যে কোন পাঠকের সংশোধন ও সংযোজনীমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো অনাগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্করণের জন্যে।

অনুবাদকসজ্ঘ সকল অনুবাদের ক্ষেত্রে এখনো অপরিপক্ক। তৎসত্ত্বেও বুদ্ধবাণীকে বঙ্গভাষীদের সমক্ষে তুলে ধরতে তাঁদের এই আন্তরিক প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করতে এবং ক্রমিক দক্ষতা অর্জন করতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্।
সকলের কল্যাণ হোক।

২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের
শুভ কঠিনচীবর মাস
২০-১১-২০১০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধতীর্থ
রামু, কক্সবাজার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাক-কথা

ভগবান বুদ্ধ ৪৫ বছর ব্যাপী (বুদ্ধত্ব লাভের পর হতে পরিনির্বাণের প্রাক্কাল পর্যন্ত) যেসব অমৃতময় ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেসবের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ বা আধার-ই হল ত্রিপিটক। এ'ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম—এ'তিনটি পিটকের বিভাজিত বা শ্রেণীবিন্যস্ত ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য, পবিত্র ত্রিপিটক একটি গ্রন্থ নয়, অনেকগুলো বইয়ের সমাহার। ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসমষ্টি হিসেবে এর সংখ্যা দাঁড়ায় একত্রিশটি। স্বতন্ত্র নামের ভিত্তিতে এ'সংখ্যা নিরূপণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের সংখ্যা আরো বেশী। বায়ান্নটির অধিক সংকলনের সমারোহ। কারণ বহু গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমাপ্ত হয়েছে তিন থেকে ছয় খণ্ডে। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থের পরিধি এতো সুবিশাল ও সুবৃহৎ নয়।

বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিচালনা বা অনুশাসন করার জন্য কেউকে নির্বাচন করে যাননি। বরঞ্চ পরিনির্বাণ মঞ্চে আনন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

'সিযা খো পনানন্দ তুমহাকং এবমস্স, অতীসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। না খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো খো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি'—"হে আনন্দ! তোমাদের হয়ত এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ সমাপ্ত হল, আমাদের আর শাস্তা নেই। আনন্দ, এরূপ ধারণা পোষণ করবে না। আমার কর্তৃক (এতোদিন যাবত) যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে, সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।"

সঙ্গতকারণে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির বুদ্ধের ইতস্ততঃ, বিক্ষিপ্ত বাণীসমূহ একত্রিত করে যথাযথভাবে রক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বুদ্ধের জীবিত শিষ্যদের অগ্রজ। অতঃপর তিনি রাজা অজাতশত্রুকে বুদ্ধের শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগৃহীত করতে সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের বিষয় উত্থাপন করেন। সঙ্গীতি যাতে সফল হয় তজ্জন্য রাজা অজাতশত্রু অতি উৎসাহের সাথে যাবতীয় ব্যবস্থাদি করে দেন। এভাবে-ই বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পরে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, উপালি, অনুরুদ্ধ, আনন্দ প্রমুখ পাঁচশত সুপণ্ডিত, ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাজগৃহস্থ সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগ্রহের অধিবেশন বা সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সঙ্গীতিতে সর্বসম্মতিক্রমে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সভাপতি ও প্রশ্নকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ও আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির যথাক্রমে বিনয় ও ধর্ম আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হন। সাত মাস পর্যন্ত চলে এ'সঙ্গীতির কার্যক্রম। একটানা সাতমাস ব্যাপী আয়ুষ্মান উপালি ও আনন্দ স্থবির দ্বয়ের বিনয়, ধর্ম আবৃত্তি এবং অন্যান্যা অর্হৎ ভিক্ষুগণের সেসব অনুমোদনের মাধ্যমে বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ একত্রিত ও সংগৃহীত করার কার্য সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধের সেই উপদেশসমূহের আধার ত্রিপিটকের পরিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা রক্ষা কল্পে এ'যাবতকাল ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বলে রাখা উচিত, প্রথমদিকে ত্রিপিটকের কোন লিখিত সংস্করণ ছিল। কারণ সেসময় ছিল শ্রুতির যুগ। সে যুগে মুখে মুখেই ধর্মনীতিগুলো প্রচারিত হতো এবং শ্রোতাগণও শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখতেন। তখন শুনা ও মুখস্থ করে রাখার উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। অন্যদিকে ভিক্ষুগণও ধ্যান-জ্ঞানে অত্যন্ত উচ্চমার্গের চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন স্মৃতিধর। স্মৃতিধর এসব ভিক্ষু শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে বুদ্ধের বাণীকে সংরক্ষণ করতেন। নিরন্তর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁরা শিষ্য পরম্পরায় এ'রীতি সচল রাখতেন। শ্রুতি ও স্মৃতি ক্ষমতা বিদ্যমান এ'ভিক্ষুগণের সবকিছুই স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকতো, কখনও কোন ব্যত্যয় ঘটতো না।

সূত্রধরেরা সূত্র, বিনয়ধরেরা বিনয়, মাতিকাধরেরা অভিধর্মপিটক স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। যার ফলে ত্রিপিটককে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার বা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ৫০০ বছর পর শ্রীলংকার রাজা বট্টগামনীর শাসনামলে চতুর্থ সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ত্রিপিটক অট্‌ঠকথাসহ ভূর্জপত্রে পালি ভাষায় পুস্তকাকারে লিখিত হয়। এ'বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা বা ইহার খাঁটিত্ব পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় পরম আগ্রহভরে।

পরবর্তীতে এই ত্রিপিটকই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়। মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ত্রিপিটক অনুবাদিত হয়েছে নিজস্ব ভাষায়। ১৮৮১ সালে লণ্ডনে "পালি টেক্সট সোসাইটি" গঠিত হওয়ার পর সেই সোসাইটির কর্ণধার Prof. T.W. Rhys Davids- এর উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। পালি টেক্সট সোসাইটির এ'উদ্যোগের কারণে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের অসংখ্য পাঠক ত্রিপিটক সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে। আর ত্রিপিটক বিশ্বের দরবারে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে সমাদৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের বহুগ্রন্থ জার্মান ও ইতালীয় ভাষায় অনুদিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যে কোন বিতর্কে ও দুর্বোধ্যকালে পালি সংস্করণকেই (পালি ত্রিপিটককে) প্রমিতরূপ বলে গণ্য করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়।

এটা দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এখনও হয়নি। মায়ানমার সরকার কর্তৃক "অগ্গমহাপণ্ডিত" উপাধিতে ভূষিত সুলেখক প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯৩০ সনে রেঙ্গুনে 'বুদ্ধিষ্ট প্রেস মিশন' প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও দক্ষতায় ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল এক দশকের মধ্যে। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মিশন প্রেসের ক্ষতিসাধিত হয়। আর ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশনার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় সঙ্গতকারণে। তারপরও অনেকে বিক্ষিপ্তভাবে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদের কাজ চালিয়ে যান। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বুদ্ধপুত্র, জগত দুর্লভ অর্হৎ পূজ্য বনভন্তে এদেশের বুদ্ধধর্মকে সঠিকপথে ফিরিয়ে এনেছেন স্বমহিমায়। বিগত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে তিনি মোহগ্রস্ত মানুষের মাঝে সত্যধর্মের সুধা বিতরণ করে যাচ্ছেন। মহান এ পুণ্যপুরুষের অসাধারণ জ্ঞান মহিমায় আজ যেন বুদ্ধযুগের আবহ ফিরিয়ে এসেছে এদেশের মাটিতে। আর তিনি সুদীর্ঘকালের পর পালি ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলা ভাষায় পুনঃ অনুবাদের প্রক্রিয়া তাঁর আজীবন আবাসস্থল রাজবন বিহারে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে পূজ্য বনভন্তের এই মহান উদ্যোগকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, পণ্ডিতপ্রবর, পালিতে অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরকে একাজে সম্পৃক্ত করেন। বলা যায়, অনুবাদের মূল কাজটি চালিয়ে নিয়ে যেতে আশীর্বাদের সহিত দায়িত্ব অর্পণ করেন। ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহোদয়ও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে বাংলা ভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন দক্ষতার সাথে। আর পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হয়েছেন, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন।

আমরা পরম কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, কয়েক বছর আগে আমাদের গুরু, শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে স্বীয় শিষ্যদেরকে পালিভাষা শিক্ষা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। পূজ্যম্পদ ভন্তের মুখ হতে সেরূপ উৎসাহবাক্য শুনে বেশ কয়েকজন শিষ্য পালিভাষা শিক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তন্মধ্যে আমরা অধমেরাও কি করে যেন স্থান পেয়ে গেলাম! আমাদের এ'পালি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না যদি ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে না আসতেন, আমাদেরকে পালি শিক্ষা প্রদান না করতেন। পালি শিক্ষা গ্রহণকালে আমরা এও দেখেছি, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির কোন কোন দিন পুরোটাই ব্যস্ত; তারপরও ভদন্ত আমাদের জন্য কয়েক ঘন্টা বের করে নিতেন, কখনো তাঁর ব্যস্ততার কথা আমাদেরকে জানতেও দিতেন না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভদন্তের এ'ন্যায়নিষ্ঠ পালি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কোনদিন ভুলবার নয়। আমাদের এ'পালি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পরম পূজ্য অর্হৎ, কল্যাণমিত্র বনভন্তে এবং ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরদ্বয়ের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ।

সূত্রপিটকের চতুর্থ গ্রন্থের নাম অঙ্গুত্তর নিকায়। এ'নিকায়ে সর্বমোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। এক নিপাত, দুই নিপাত, তিন নিপাত—এভাবে এগারটি নিপাত রয়েছে পুরো অঙ্গুত্তর নিকায়ে। পাঁচ খণ্ডে অঙ্গুত্তর নিকায়ের সূত্রগুলো সমাপ্ত হয়েছে। এক থেকে তিন নিপাত নিয়ে প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ নিপাত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ নিপাত নিয়ে তৃতীয় খণ্ড। সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত নিয়ে চতুর্থ খণ্ড এবং দশম, একাদশ নিপাত নিয়ে পঞ্চম খণ্ড। আমাদের অনুবাদের বিষয় চতুর্থ নিপাত অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড। অঙ্গুত্তর নিকায় অন্যান্য নিকায়গুলোর সাথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্বাতন্ত্র বিধান করে। অন্যান্য নিকায়ের মতো এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিনয় ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং উৎকর্য সাধনের উপদেশ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, উপাসক-উপাসিকাগণের গার্হস্থ্য জীবনে ও সমাজ জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং সামাজিক অবস্থার মূল্যবান বিবরণ রয়েছে। এ'বিষয়সমূহ কোন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়নি।

এ'অনুবাদকার্য সমাধা করতে গিয়ে আমরা যথাসাধ্য পালির মূলভাবের সাথে সঙ্গতি রাখতে চেষ্টা করেছি। আবার, পাঠকসমাজ যাতে সহজে বুঝতে পারে, তজ্জন্য সরল ও সহজবোধ্য করার দিকে যে একেবারে দৃষ্টি রাখা হয়নি তাও নয়। তবে এক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল দাবী করার যোগ্যতা আমাদের নেই—এটা তো আমি জানি। অনুবাদ কার্যে আমরা প্রয়োজনীয়স্থানে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাস্থবির কর্তৃক অনুবাদিত "পুগ্গলপঞ্ঞত্তি", ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত "মজ্ঝিম-নিকায়, (তৃতীয় খণ্ড)", রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের অনুবাদিত "মহাপরিনির্বাণ সূত্র", ভদন্ত ধর্মতিলক স্থবিরের লিখিত "সদ্ধর্ম রত্নমালা", এবং F.L.Woodward- এর The book of the gradual sayings, volume-2 হতে সাহায্য নিয়েছি। আর কঠিন ও দুর্বোধ শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত "পালি-বাংলা অভিধান" হতেও সাহায্য নিয়েছি। তজ্জন্য এসব লেখকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বিনীত চিত্তে। জানি, তারপরও আমাদের অনুবাদ কাজে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অবশ্য এটা বলতে পারি, প্রচেষ্টার ত্রুটি করিনি কখনো।

অত্র গ্রন্থে বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদ, আমাদের পালি শিক্ষাদাতা পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর মৈত্রীময় স্নেহাশীষের সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লেখে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞ হাতের কলমও টুকে দিয়েছেন কয়েকটি স্থানে। যা গ্রন্থের শোভা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমরা ভদন্তকে বিনম্র বন্দনা জানাচ্ছি। সত্যিই ভদন্তের মহানুভবতা আরো একবার বর্ষিত হয়েছে আমাদের উপর।

'ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে'–বুদ্ধের এ'বাক্যে বিশ্বাসী হয়ে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন মিসেস রীনা চাকমা, মিসেস গীতা চাকমা, মিসেস রীতা চাকমা (মোনা)-তিন বোন মিলে। ত্রিপিটক ছাপিয়ে দিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করার মতো মহান পুণ্যের ভাগী হলেন তারা। আমরা তাদের সুখ, শান্তি ও মঙ্গলময়, সমৃদ্ধ জীবন কামনা করছি। মহান এই পুণ্যের প্রভাবে তাদের তথা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক– ভগবান বুদ্ধ ও পূজ্য বনভন্তের সকাশে এ'প্রার্থনা করে দিতেছি। প্রকাশিকা মিসেস রীতা চাকমার সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে দায়িত্ব পালন করছেন মিসেস কনকলতা খীসা। তার প্রতিও রইল মঙ্গলময় আশীর্বাদ ।

কম্পিউটার কম্পোজের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে শ্রীমৎ আনন্দজগৎ ভিক্ষু, শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ ভাবনাসিদ্ধি ভিক্ষু। তারা আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা করে কৃতার্থ করেছেন। পরবর্তীতে শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু অসাধারণ ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করে পুস্তকাকারে বের করার মতো উপযোগী করে দিয়েছেন। তার নিকট এরূপ অক্লান্ত সহযোগিতা না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সমর্থ হতাম না কখনো। অন্যদিকে, মুদ্রণের কাজে ভদন্ত সৌরজগৎ মহাস্থবির ও ধর্মদীপ স্থবির আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন। তারা সবাই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তজ্জন্য আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধ সাসনম্‌

ইতি

অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশকের কথা

ত্রিপিটক বলতে—সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এ তিনটি পবিত্র গ্রন্থকে বলা হয়। ২৫৫৬ বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি যে-ই ধর্ম প্রচার করেছেন, সে-ই উপদেশ-বাণীসমূহ বর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুদ্ধের সে উপদেশ-বাণীসমূহ অবগত হতে পারি। সম্যক সম্বুদ্ধগণ যে কোন বিষয়ে কারো নিকট শুনতে হয় না, কারো কাছে জেনে নিতে হয় না, তাঁরা স্বয়ং সম্যকভাবে জানতে পারেন বলে সম্যকসম্বুদ্ধ। তাঁরা সকল বিষয়, সকল ধর্ম স্বয়ং জ্ঞাত হন, তাঁদের অজানা বলতে কিছুই নেই, তাঁদের কোন কিছুতেই ভুল হয় না। কায়কর্মে, বাককর্মে, মনকর্মে তাঁরা নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত এজন্য তাঁদের সর্বজ্ঞবুদ্ধ বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে—যিনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ তাকে বলে সর্বজ্ঞ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের যে কোন বিষয় সম্যকভাবে জানতে পারেন বলে তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ। বুদ্ধগণ অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাঁদের জ্ঞান অসীম আকাশ সদৃশ, তাঁদের জ্ঞান অনাবরণ জ্ঞান। বুদ্ধজ্ঞানের কোন আড়াল বা আবরণ নেই। অর্থাৎ দূরে হোক, নিকটে হোক, দৃশ্যে হোক, অদৃশ্যে হোক, সমস্ত কিছুকে তাঁরা জানতে পারেন বলে সর্বজ্ঞবুদ্ধ। একই সময়ে একজন মাত্র সম্যক সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হন, এজন্য তাঁরা অদ্বিতীয়। তাঁরা এক বাক্য বলেন দ্বিতীয় বাক্য বলেন না, চারি আর্য-সত্য বলেন মিথ্যা বলেন না, কারণে বলেন অকারণে বলেন না, মঙ্গলের জন্য বলেন অমঙ্গলের জন্য বলেন না। এহেন মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উপদেশ-বাণী বা স্বদ্ধর্ম শাসন রক্ষার জন্য ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং বুদ্ধের উপদেশ-বাণীসমূহ জানতে হলে অবশ্যই ত্রিপিটক গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। ইহা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও বলে গেছেন। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ হলেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো আজও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পূজ্য বনভন্তের কতিপয় শিষ্য পালি শিক্ষা করে পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থটি তাদেরই অনুবাদিত একটি। গ্রন্থটি বিগত ৮ জানুয়ারি ২০১১ সালে পূজ্য বনভন্তের ৯২তম শুভ জন্মদিনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এবার এটি ২য় বারের মতো প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি প্রথম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশনায় কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল, দ্বিতীয় প্রকাশনায় তা অনুবাদকদের সহযোগিতায় সংশোধন করা হয়েছে এবং আমার অনুরোধে আয়ুষ্মান সুভূতি ভিক্ষু আরো একবার মনযোগের সাথে প্রুফ সংশোধন করে গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা করার চেষ্টা করেছে। এজন্য তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং আর্শীবাদ জানাই। বইটি ছাপানোর জন্য অনুবাদকদের অনুমতি ও সহযোগিতা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এজন্য অনুবাদকদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি তাঁরা আরো অনুবাদ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাদের আর্থিক শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছে। যারা শ্রদ্ধাদান দিয়ে এই মহৎ পুণ্যকাজে অংশীদার হয়েছেন, তাদের নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই কামনা করছি। বুদ্ধবাণী যতই প্রচারিত হয়, ততই জীবের হিত-সুখ ও মঙ্গল সাধিত হয়, দুঃখ হতে মুক্তির পথ সুগম হয়। অন্যদিকে বুদ্ধবাণী প্রচার হোক পাপী মার এটা মোটেই পছন্দ করে না। যেহেতু বুদ্ধবাণী প্রচারিত হলে মার পরাজিত হয়, মারের শাসন দুর্বল হয়। এজন্য অনুবাদ কাজে অথবা প্রকাশনার কাজে–মার নানাবিধ বাধা, অন্তরায়, উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে। আর বুদ্ধবাণী ভুল ব্যাখ্যা করা, ভুলভাবে প্রচার করাও মারের কাজ। তাই যে কোন পিটকীয় গ্রন্থাদি তাড়াহুড়া অনুবাদ না করে, হুট করে না ছাপিয়ে অতি সতর্কতার সাথে ধীরে আস্তে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে বুদ্ধবাণী নির্ভুল থাকে, মূল কথাগুলো যাতে বিকৃত না হয়। এজন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনুবাদকের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বুদ্ধের বাণীসমূহ প্রচারিত হলে তা শুনে দেব-মনুষ্যগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হয়, নির্বাণ পথ জানা যায় অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। এজন্য যাঁরা বুদ্ধের বাণী অনুবাদ, প্রচার ও প্রকাশ করে তাঁরা শ্রেষ্ঠ দাতা ও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হয়। অন্যদিকে বুদ্ধের উপদেশ-বাণীসমূহ ভুল ব্যাখ্যা, ভুল প্রচার করলে হিতে বিপরীত বিষধর সর্প স্পর্শ করার ন্যায় হয়। তাই পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদকালীন ত্রুটিমুক্ত রেখে অনুবাদ করা উচিৎ।

পরিশেষে, ভদন্ত সৌরজগৎ ভন্তে সহ গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তাং–২৯ অক্টোবর ২০১২ ইং
১৪ কার্তিক ১৪১৯ বাংলা
২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ

ইতি
আনন্দমিত্র স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. ভণ্ডগ্রাম বর্গ

১. অনুবুদ্ধসুত্তং–সম্যকরূপে জ্ঞাত সূত্র..৩৪
২. পপতিতসুত্তং–প্রপতিত সূত্র ৩৫
৩. পঠম খতসুত্তং–ক্ষত সূত্র (প্রথম)...৩৬
৪. দুতিযখতসুত্তং–ক্ষত সূত্র (দ্বিতীয়) ৩৭
৫. অনুসোতসুত্তং–অনুস্রোত সূত্র ৩৮
৬. অপ্পস্সুতসুত্তং–অল্পশ্রুত সূত্র...৩৯
৭. সোভন সুত্তং–শোভন সূত্র ৪০
৮. বেসারজ্জসুত্তং–বৈশারদ্য সূত্র ৪১
৯. তণ্হুপ্পাদসুত্তং–তৃষ্ণা উৎপন্ন সূত্র ৪২
১০. যোগসুত্তং–যোগ সূত্র ৪৩

২. চরবগ্গো–বিচরণ বর্গ

১. চরসুত্তং–বিচরণ সূত্র ৪৫
২. সীলসুত্তং–শীল সূত্র ৪৬
৩. পধানসুত্তং–উদ্যম সূত্র...৪৭
৪. সংবরসুত্তং–সংবরণ সূত্র... ৪৮
৫. পঞ্ঞত্তিসুত্তং–জ্ঞাপন সূত্র...৫০
৬. সোখুম্মসুত্তং–সূক্ষ্মতাসূত্র ৫০
৭. পঠম অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (প্রথম) ৫১
৮. দুতিয অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (দ্বিতীয়)..৫১
৯. ততিয অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (তৃতীয়) ৫১
১০. ভত্তুদ্দেসকসুত্তং–ভোজন উদ্দেশক সূত্র..৫২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. উরুবেল বগ্গো–উরুবেলা বর্গ

১. পঠম উরুবেলসুত্তং–উরুবেলা সূত্র (প্রথম) ৫৩
২. দুতিয-উরূবেলসুত্তং–উরুবেলা সূত্র (দ্বিতীয়)....................................৫৪
৩. লোকসুত্তং–লোকসূত্র...৫৬
৪. কালকারামসুত্তং–কালকারাম সূত্র ৫৭
৫. ব্রহ্মচরিযসুত্তং–ব্রহ্মচর্য সূত্র ৫৮
৬. কুহসুত্তং–অসৎ সূত্র ৫৮
৭. সন্তুট্ঠিসুত্তং–সন্তুষ্টি সূত্র ৫৯
৮. অরিযবংস সুত্তং–আর্যবংশ সূত্র ৫৯
৯. ধম্মপদসুত্তং–ধর্মপদ সূত্র...৬০
১০. পরিব্বাজকসুত্তং–পরিব্রাজক সূত্র..৬১

৪. চক্কবগ্গো–চক্র বর্গ

১. চক্কসুত্তং–চক্রসূত্র ৬৪
২. সঙ্গহসুত্তং–সংগ্রহ সূত্র...৬৪
৩. সীহসুত্তং–সিংহ সূত্র...৬৪
৪ অগ্গপ্পসাদসুত্তং–অগ্রপ্রসাদ সূত্র..৬৫
৫. বস্সকারসুত্তং–বর্ষকার সূত্র ৬৬
৬. দোণসুত্তং–দ্রোণ সূত্র..৬৮
৭. অপরিহানিযসুত্তং–অপরিহানীয় সূত্র ৬৯
৮. পতিলীণসুত্তং–উচ্ছিন্নকারী সূত্র ৭১
৯. উজ্জযসুত্তং–উজ্জয় সূত্র ৭২
১০. উদাযীসুত্তং–উদায়ী সূত্র...৭৩

৫. রোহিতস্সবগ্গো–রোহিতাশ্ব বর্গ

১. সমাধিভাবনাসুত্তং–সমাধি ভাবনা সূত্র ৭৪
২. পঞ্হব্যাকরণসুত্তং–প্রশ্ন ব্যাখ্যা সূত্র ৭৫
৩. পঠমকোধগরূসুত্তং–ক্রোধপরায়ণ সূত্র (প্রথম)...................................৭৫
৪. দুতিযকোধগরূসুত্তং-ক্রোধপরায়ণ সূত্র (দ্বিতীয়) ৭৬
৫. রোহিতস্সসুত্তং–রোহিতাশ্ব সূত্র (প্রথম)..৭৬
৬. দুতিযরোহিতস্সসুত্তং–রোহিতাশ্ব সূত্র (দ্বিতীয়)................................৭৭
৭. সুবিদূরসুত্তং–দুর্জ্ঞেয় সূত্র...৭৯
৮. বিসাখসুত্তং–বিশাখ সূত্র ৭৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. বিপল্লাসসুত্তং–বিকৃত সূত্র.. ৮০
১০. উপক্কিলেসসুত্তং–উপক্লেশ সূত্র ৮১

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. পুঞ্ঞাভিসন্দবগ্গো–পুণ্যফল বর্গ

১. পঠম পুঞ্ঞাভিসন্দসুত্তং–পুণ্যফল সূত্র (প্রথম) ৮৩
২. দুতিযপুঞ্ঞাভিসন্দসুত্তং–পুণ্যফল সূত্র (দ্বিতীয়).............................. ৮৪
৩. পঠমসংবাসসুত্তং–মিলন সূত্র (প্রথম) ৮৫
৪. দুতিযসংবাসসুত্তং–মিলন সূত্র (দ্বিতীয়) ৮৭
৫. পঠমসমজীবীসুত্তং–সমজীবী সূত্র (প্রথম)..৮৯
৬. দুতিযসমজীবীসুত্তং–সমজীবী সূত্র (দ্বিতীয়) ৯০
৭. সুপ্পবাসাসুত্তং–সুপ্রবাসা সূত্র...৯০
৮. সুদত্তসুত্তং–সুদত্ত সূত্র ৯১
৯. ভোজনসুত্তং–ভোজন সূত্র...৯২
১০. গিহিসামীচিসুত্তং–গৃহী প্রতিপদা সূত্র...৯২

(৭) ২. পত্তকম্মবগ্গো–প্রাপ্তকর্ম বর্গ

১. পত্তকম্মসুত্তং–প্রাপ্তকর্ম সূত্র...৯৩
২. আনন্যসুত্তং–ঋণমুক্ত সূত্র..৯৬
৩. ব্রহ্মসুত্তং–ব্রহ্মা সূত্র...৯৭
৪. নিরযসুত্তং–নিরয় সূত্র ৯৭
৫. রূপসুত্তং–রূপসূত্র...৯৮
৬. সরাগসুত্তং–সরাগ সূত্র ৯৮
৭. অহিরাজসুত্তং–অহিরাজ সূত্র...৯৮
৮. দেবদত্ত সুত্তং–দেবদত্ত সূত্র...৯৯
৯. পধান সুত্তং–প্রধান সূত্র ১০০
১০. অধম্মিক সুত্তং–অধার্মিক সূত্র...১০১

(৮) ৩. অপন্নকবগ্গো–সম্যক বর্গ

১. পধানসুত্তং–প্রধান সূত্র ১০২
২. সম্মাদিট্ঠিসুত্তং–সম্যক দৃষ্টি সূত্র...১০২
৩. সপ্পুরিসসুত্তং–সৎপুরুষ সূত্র...১০৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. পঠম-অগ্গসুত্তং–শ্রেষ্ঠ সূত্র (প্রথম) ১০৪
৫. দুতিয-অগ্গসুত্তং–শ্রেষ্ঠ সূত্র (দ্বিতীয়)..১০৪
৬. কুসিনারসুত্তং–কুশীনগর সূত্র ১০৫
৭. অচিন্তেয্যসুত্তং–অচিন্তনীয় সূত্র ১০৬
৮. দক্খিনসুত্তং–দাক্ষিণ্য সূত্র...১০৬
৯. বণিজ্জসুত্তং–বাণিজ্য সূত্র ১০৭
১০. কম্বোজসুত্তং–কম্বোজ সূত্র...১০৮

(৯) ৪. মচলবগ্গো–মচল বর্গ

১. পাণাতিপাতসুত্তং–প্রাণিহত্যা সূত্র ১০৮
২. মুসাবাদসুত্তং–মিথ্যাবাক্য সূত্র ১০৯
৩. অবন্নারহসুত্তং–নিন্দাযোগ্য সূত্র ১০৯
৪. কোধগরুসুত্তং–ক্রোধপরায়ণ সূত্র ১১০
৫. তমোতমসুত্তং–তমপরায়ণ সূত্র ১১০
৬. ওণতোণতসুত্তং–অবনতাবনত সূত্র ১১১
৭. পুত্তসুত্তং–পুত্র সূত্র.. ১১১
৮. সংযোজনসুত্তং–সংযোজন সূত্র..১১৩
৯. সম্মাদিট্ঠিসুত্তং–সম্যক দৃষ্টি সূত্র...১১৪
১০. খন্ধসুত্তং–স্কন্ধ সূত্র..১১৫

(১০) ৫. অসুরবগ্গো–অসুর বর্গ

১.অসুরসুত্তং–অসুর সূত্র ১১৬
২. পঠম সমাধিসুত্তং–সমাধি সূত্র (প্রথম) ১১৭
৩. দুতিযসমাধিসুত্তং–সমাধি সূত্র (দ্বিতীয়) ১১৭
৪. ততিযসমাধিসুত্তং–সমাধি সূত্র (তৃতীয়)..১১৮
৫. ছবালাতসুত্তং–চিতার পোড়া কাষ্ঠ সূত্র ১১৯
৬. রাগবিনযসুত্তং–রাগ ধ্বংস সূত্র..১২০
৭. খিপ্পনিসন্তিসুত্তং–সত্বর মনোযোগী সূত্র..১২০
৮. অত্তহিতসুত্তং–আত্মহিত সূত্র ১২১
৯. সিক্খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র ১২২
১০. পোতলিযসুত্তং–পোতলিয় সূত্র ১২৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ততিযপন্নাসকং–তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. বলাহকবগ্গো–বলাহক বর্গ

১. পঠমবলাহকসুত্তং–বলাহক সূত্র (প্রথম)..১২৫
২. দুতিযবলাহক সুত্তং–বলাহক সূত্র (দ্বিতীয়) ১২৬
৩. কুম্ভসুত্তং–কুম্ভ সূত্র ১২৭
৪. উদকরহদসুত্তং–হ্রদ সূত্র ১২৮
৫. অম্বসুত্তং–আম্র সূত্র (প্রথম) ১২৯
৬. দুতিয অম্বসুত্তং–আম্র সূত্র (দ্বিতীয়) ১৩০
৭. মূসিকসুত্তং–মূষিক সূত্র..১৩০
৮. বলীবদ্দসুত্তং–ষাঁড় সূত্র..১৩১
৯. রূক্খসুত্তং–বৃক্ষ সূত্র..১৩২
১০.আসীবিসসুত্তং–আশীবিষ সূত্র...১৩৩

•

(১২) ২. কেসিবগ্গো–কেসি বর্গ

১. কেসিসুত্তং–কেসি সূত্র ১৩৪
২. জবসুত্তং–দ্রুতগতি সূত্র ১৩৫
৩. পতোদসুত্তং–চাবুক সূত্র...১৩৬
৪. নাগসুত্তং–হস্তী সূত্র ১৩৮
৫. ঠানসুত্তং–বিষয় সূত্র...১৩৯
৬. অপ্পমাদসুত্তং–অপ্রমাদ সূত্র ১৪০
৭. আরক্খসুত্তং–রক্ষা সূত্র ১৪১
৮. সংবেজনীযসুত্তং–আবেগজনক সূত্র...১৪১
৯. পঠমভযসুত্তং–ভয় সূত্র (প্রথম) ১৪১
১০. দুতিযভযসুত্তং–ভয় সূত্র (দ্বিতীয়) ১৪১

(১৩) ৩. ভযবগ্গো–ভয় বর্গ

১. অত্তানুবাদসুত্তং–আত্মনিন্দা সূত্র ১৪২
২. ঊমিভযসুত্তং–ঊর্মি ভয় সূত্র..১৪৩
৩. পঠম নানাকরণসুত্তং–নানাকরণ সূত্র (প্রথম)......................................১৪৫
৪. দুতিযনানাকরণসুত্তং–নানাকরণ সূত্র (দ্বিতীয়)......................................১৪৭
৫. পঠমমেত্তাসুত্তং–মৈত্রী সূত্র (প্রথম) ১৪৮
৬. দুতিযমেত্তাসুত্তং–মৈত্রী সূত্র (দ্বিতীয়) ১৫০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. পঠম তথাগত অচ্ছরিযসুত্তং–তথাগত আশ্চর্য সূত্র (প্রথম) ১৫১
৮. দুতিয তথাগত অচ্ছরিযসুত্তং–তথাগত আশ্চর্য সূত্র (দ্বিতীয়)............... ১৫২
৯. আনন্দ অচ্ছরিযসুত্তং–আনন্দ আশ্চর্য সূত্র...................................... ১৫৩
১০. চক্কবত্তি অচ্ছরিযসুত্তং–চক্রবর্তী আশ্চর্য সূত্র ১৫৩

(১৪) ৪. পুগ্গলবগ্গো–পুদ্গল বর্গ

১. সংযোজনসুত্তং–সংযোজন সূত্র ১৫৫
২. পটিভানসুত্তং–প্রতিভ সূত্র.. ১৫৫
৩. উগ্ঘটিতঞ্ঞুসুত্তং–উদ্ঘাটিতজ্ঞ সূত্র ১৫৬
৪. উট্ঠানফলসুত্তং–উত্থানফল সূত্র... ১৫৬
৫. সাবজ্জসুত্তং–সদোষ সূত্র.. ১৫৬
৬. পঠমসীলসুত্তং–শীল সূত্র (প্রথম) ১৫৭
৭. দুতিযসীলসুত্তং–শীল সূত্র (দ্বিতীয়).. ১৫৭
৮. নিকট্ঠসুত্তং–উন্নত সূত্র.. ১৫৭
৯. ধম্মকথিকসুত্তং–ধর্মকথিক সূত্র ১৫৮
১০. বাদীসুত্তং–বক্তা সূত্র... ১৫৮

(১৫) ৫. আভাবগ্গো–আভা বর্গ

১. আভাসুত্তং–আভা সূত্র ১৫৯
২. পভাসুত্তং–প্রভা সূত্র ১৫৯
৩. আলোকসুত্তং–আলো সূত্র ১৫৯
৪. ওভাসসুত্তং–জ্যোতি সূত্র.. ১৫৯
৫. পজ্জোতসুত্তং–রশ্মি সূত্র.. ১৫৯
৬. পঠমকালসুত্তং–সময় সূত্র (প্রথম) ১৫৯
৭. দুতিযকালসুত্তং–সময় সূত্র (দ্বিতীয়)... ১৬০
৮. দুচ্চরিতসুত্তং–দুশ্চরিত সূত্র... ১৬০
৯. সুচরিতসুত্তং–সুচরিত সূত্র ১৬০
১০. সারসুত্তং-সার সূত্র.. ১৬০
৪. চতুত্থপন্নাসকং–চতুর্থ পঞ্চাশক.. ১৬১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. চতুত্থপন্নাসকং–চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. ইন্দ্রিযবগ্গো–ইন্দ্রিয় বর্গ

১. ইন্দ্রিযসুত্তং–ইন্দ্রিয় সূত্র ১৬১
২. সদ্ধাবলসুত্তং–শ্রদ্ধাবল সূত্র ১৬১
৩. পঞ্ঞাবলসুত্তং–প্রজ্ঞাবল সূত্র... ১৬১
৪. সতিবলসুত্তং–স্মৃতিবল সূত্র.. ১৬১
৫. পটিসঙ্খানবলসুত্তং–সতর্কতা বল সূত্র.................................. ১৬১
৬. কপ্পসুত্তং–কল্প সূত্র... ১৬২
৭. রোগসুত্তং–রোগ সূত্র.. ১৬২
৮. পরিহানিসুত্তং-পরিহানি সূত্র ১৬৩
৯. ভিক্খুনীসুত্তং-ভিক্ষুণী সূত্র ১৬৩
১০. সুগতবিনয়সুত্তং-সুগত বিনয় সূত্র ১৬৫

(১৭) পটিপদাবগ্গো–প্রতিপদাবর্গ

১. সংখিত্তসুত্তং–সংক্ষিপ্ত সূত্র... ১৬৭
২. বিত্থারসুত্তং–বিস্তার সূত্র.. ১৬৭
৩. অসুভসুত্তং–অশুভ সূত্র ১৬৯
৪. পঠমখমসুত্তং–ক্ষমাশীল সূত্র (প্রথম)....................................... ১৭০
৫. দুতিযখমসুত্তং–ক্ষমাশীল সূত্র (দ্বিতীয়) ১৭২
৬. উভযসুত্তং–উভয় সূত্র ১৭৩
৭. মহামোগ্গল্লানসুত্তং–মহামৌদ্গল্যায়ন সূত্র.................................. ১৭৪
৮. সারিপুত্তসুত্তং–শারীপুত্র সূত্র ১৭৪
৯. সসঙ্খারসুত্তং–সসংস্কার সূত্র ১৭৫
১০. যুগনদ্ধসুত্তং–সুসামনঞ্জস্য সূত্র... ১৭৬

(১৮) ৩. সঞ্চেতনিয বগ্গো–সঞ্চেতনীয় বর্গ

১. চেতনাসুত্তং–চেতনা সূত্র ১৭৮
২. বিভত্তিসুত্তং–বিভাগ সূত্র.. ১৮০
৩. মহাকোট্ঠিকসুত্তং–মহাকোট্ঠিক সূত্র ১৮১
৪. আনন্দসুত্তং–আনন্দ সূত্র ১৮২
৫. উপবাণসুত্তং–উপবাণ সূত্র... ১৮৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. আযাচনসুত্তং–প্রার্থনা সূত্র..১৮৫
৭. রাহুলসুত্তং–রাহুল সূত্র ১৮৫
৮. জম্বালীসুত্তং–অপরিষ্কার পুষ্করিণী সূত্র ১৮৬
৯. নিব্বানসুত্তং–নির্বাণ সূত্র ১৮৮
১০. মহাপদেসসুত্তং–মহাসঙ্গতি সূত্র ১৮৮

(১৯) ৪. ব্রাহ্মণবগ্‌গো–ব্রাহ্মণ বর্গ

(১) যোধজীবসুত্তং–যোদ্ধা সূত্র ১৯২
২. পাটিভোগসুত্তং–প্রতিভূ (জামিনদার) সূত্র..১৯৩
৩. সুতসুত্তং–শ্রুত সূত্র..১৯৩
৪. অভযসুত্তং–অভয় সূত্র..১৯৫
৫. ব্রাহ্মণসচ্চসুত্তং–ব্রাহ্মণ্য সত্য সূত্র ১৯৭
৬. উম্মগ্গসুত্তং–উন্মার্গ সূত্র...১৯৯
৭. বস্‌সকারসুত্তং–বর্ষকার সূত্র ২০০
৮. উপকসুত্তং–উপক সূত্র ২০২
৯. সচ্ছিকরণীযসুত্তং–উপলব্ধিযোগ্য সূত্র ২০৩
১০. উপোসথসুত্তং–উপোসথ সূত্র ২০৪

(২০) ৫. মহাবগ্গো–মহাবর্গ

১. সোতানুগতসুত্তং–শ্রোতানুগত সূত্র ২০৬
২. ঠানসুত্তং–বিষয় সূত্র..২০৮
৩. ভদ্দিযসুত্তং-ভদ্রিয় সূত্র ২১২
৪. সামুগিযসুত্তং–সামুগিয় সূত্র..২১৫
৫. বপ্পসুত্তং–বপ্প সূত্র ২১৬
৬. সালহসুত্তং–সাল্‌হ সূত্র..২১৯
৭. মল্লিকাদেবীসুত্তং–মল্লিকাদেবী সূত্র...২২১
৮. অত্তন্তপসুত্তং–আত্মন্তপ সূত্র ২২৪
৯. তণ্‌হাসুত্তং–তৃষ্ণা সূত্র..২৩০
১০. পেমসুত্তং–প্রেম সূত্র ২৩২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. পঞ্চমপন্নাসকং—পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. সপ্পুরিসবগ্গো—সৎপুরুষ বর্গ

১. সিক্খাপদসুত্তং—শিক্ষাপদ সূত্র ২৩৬
২. অস্সদ্ধসুত্তং—অশ্রদ্ধা সূত্র ২৩৭
৩. সত্তকম্মসুত্তং—সপ্তকর্ম সূত্র ২৩৮
৪. দসকম্মসুত্তং—দশকর্ম সূত্র..২৩৯
৫. অট্ঠঙ্গিকসুত্তং—অষ্টাঙ্গিক সূত্র ২৪০
৬. দসমগ্গসুত্তং—দশমার্গ সূত্র ২৪১
৭. পঠমপাপধম্মসুত্তং—পাপধর্ম সূত্র (প্রথম).......................................২৪২
৮. দুতিযপাপধম্মসুত্তং—পাপধর্ম সূত্র (দ্বিতীয়).....................................২৪৪
৯. ততিযপাপধম্মসুত্তং—পাপধর্ম সূত্র (তৃতীয়) ২৪৫
১০. চতুত্থপাপধম্মসুত্তং—পাপধর্ম সূত্র (চতুর্থ).....................................২৪৬

(২২) ২. পরিসাবগ্গো—পরিষদ বর্গ

১. পরিসাসুত্তং—পরিষদ সূত্র...২৪৭
২. দিট্ঠিসুত্তং—দৃষ্টিসূত্র ২৪৮
৩. অকতঞ্ঞুতাসুত্তং—অকৃতজ্ঞতা সূত্র ২৪৮
৪. পাণাতিপাতীসুত্তং—প্রাণিহত্যাকারী সূত্র...২৪৮
৫. পঠমমগ্গসুত্তং—মার্গ সূত্র (প্রথম) ২৪৯
৬. দুতিযমগ্গসুত্তং—মার্গ সূত্র (দ্বিতীয়) ২৪৯
৭. পঠমবোহারপথসুত্তং—বোহারপথ সূত্র (প্রথম)....................................২৪৯
৮. দুতিযবোহারপথসুত্তং—বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়) ২৫০
৯. অহিরিকসুত্তং—অহ্রী সূত্র...২৫০
১০. দুস্সীলসুত্তং—দুঃশীল সূত্র...২৫০

(২৩) ৩. দুচ্চরিতবগ্গো—দুশ্চরিত বর্গ

১. দুচ্চরিতসুত্তং—দুশ্চরিত সূত্র...২৫১
২. দিট্ঠিসুত্তং—দৃষ্টি সূত্র ২৫১
৩. অকতঞ্ঞুতাসুত্তং—অকৃতজ্ঞতা সূত্র ২৫১
৪. পাণাতিপাতীসুত্তং—প্রাণিহত্যাকারী সূত্র...২৫২
৫. পঠমমগ্গসুত্তং—মার্গসূত্র (প্রথম)...২৫২
৬. দুতিযমগ্গসুত্তং—মার্গসূত্র (দ্বিতীয়) ২৫৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. পঠমবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (প্রথম)..............................২৫৩
৮. দুতিযবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়) ২৫৪
৯. অহিরিকসুত্তং–নির্লজ্জ সূত্র..২৫৪
১০. দুপ্পঞ্ঞসুত্তং–দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্র..২৫৫
১১. কবিসুত্তং–কবি সূত্র ২৫৫

(২৪) ৪. কম্মবগ্গো–কর্মবর্গ

১. সংখিত্তসুত্তং–সংক্ষিপ্ত সূত্র..২৫৫
২. বিত্থারসুত্তং–বিস্তার সূত্র ২৫৬
৩. সোণকাযনসুত্তং–শোণকায়ন সূত্র ২৫৭
৪. পঠমসিক্খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র (প্রথম) ২৫৮
৫. দুতিযসিক্খাপদুসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র (দ্বিতীয়)............................২৫৯
৬. অরিযমগ্গসুত্তং–আর্যমার্গ সূত্র ২৬০
৭. বোজ্ঝঙ্গসুত্তং–বোধ্যঙ্গ সূত্র ২৬১
৮. সাবজ্জসুত্তং–হিংসাযুক্ত সূত্র ২৬২
৯. অব্যাবজ্ঝসুত্ত–অব্যাপাদ সূত্র...২৬২
১০. সমণসুত্তং–শ্রমণ সুত্র...২৬২
১১. সপ্পুরিসানিসংসসুত্তং–সৎপুরুষের আনিশংস সূত্র ২৬৩

(২৫) ৫. আপত্তিভযবগ্গো–আপত্তিভয় বর্গ

১. সঙ্ঘভেদকসুত্তং–সংঘভেদ সূত্র...২৬৩
২. আপত্তিভযসুত্তং–আপত্তিভয় সূত্র ২৬৫
৩. সিক্খানিসংসসুত্তং–শিক্ষানিশংস সূত্র ২৬৬
৪. সেয্যাসুত্তং–শয়ন সূত্র..২৬৭
৫. থূপারহসুত্তং–স্মৃতিস্তম্ভ সূত্র ২৬৮
৬. পঞ্ঞাবুদ্ধিসুত্তং–প্রজ্ঞাবৃদ্ধি সূত্র..২৬৮
৭. বহুকারসুত্তং–বহু উপকার সূত্র ২৬৮
৮. পঠমবোহারসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (প্রথম) ২৬৯
৯. দুতিযবোহরসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (দ্বিতীয়) ২৬৯
১০. ততিযবোহরসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (তৃতীয়)..২৬৯
১১. চতুত্থবোহারসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (চতুর্থ)...২৬৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৬) ৬. অভিঞ্ঞাবগ্গো—অভিজ্ঞা বর্গ

১. অভিঞ্ঞাসুত্তং—অভিজ্ঞা সূত্র ২৭০
২. পরিযেসনাসুত্তং—পর্যবেক্ষণ সূত্র....................২৭০
৩. সঙ্গহবত্থুসুত্তং—সংগ্রহ বস্তু সূত্র....................২৭০
৪. মালুক্যপুত্তসুত্তং—মালুক্যপুত্র সূত্র ২৭১
৫. কুলসুত্তং—কুল সূত্র....................২৭২
৬. পঠম আজানীযসুত্তং—আজানীয় সূত্র (প্রথম) ২৭২
৭. দুতিয আজানীযসুত্তং—আজানীয় সূত্র (দ্বিতীয়) ২৭৩
৮. বলসুত্তং—বল সূত্র ২৭৪
৯. অরঞ্ঞসুত্তং—অরণ্য সূত্র ২৭৪
১০. কম্মসুত্তং—কর্ম সূত্র....................২৭৪

(২৭) ৭. কম্মপথবগ্গো—কর্মপথ বর্গ

১. পাণাতিপাতীসুত্তং—প্রাণিহত্যাকারী সূত্র....................২৭৫
২. অদিন্নাদাযীসুত্তং—অদত্তবস্তুগ্রহণকারী সূত্র ২৭৫
৩. মিচ্ছাচারীসুত্তং—মিথ্যাচারী সূত্র....................২৭৬
৪. মুসাবাদীসুত্তং—মিথ্যাবাদী সূত্র....................২৭৬
৫. পিসুনবাচাসুত্তং—পিশুনবাক্য সূত্র ২৭৬
৬. ফরুসবাচাসুত্তং—কর্কশবাক্য সূত্র ২৭৭
৭. সম্ফপ্পলাপসুত্তং—সম্প্রলাপ সূত্র ২৭৭
৮. অভিজ্ঝালুসুত্তং—লোলুপ সূত্র ২৭৮
৯. ব্যাপন্নচিত্তসুত্তং—হিংসাচিত্ত সূত্র ২৭৮
১০. মিচ্ছাদিট্ঠিসুত্তং—মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র....................২৭৮

(২৮) ৮. রাগপেয্যাল—রাগপেয়্যাল **বর্গ**

১. সতিপট্ঠানসুত্তং—স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র....................২৭৯
২. সম্মপ্পধানসুত্তং—সম্যক প্রধান সূত্র....................২৭৯
৩. ইদ্ধিপাদসুত্তং—ঋদ্ধিপাদ সূত্র ২৮০
৪-৩০. পরিঞ্ঞাদিসুত্তানি—পরিজ্ঞাদি সূত্র....................২৮০
৩১-৫১০. দোস অভিঞ্ঞাদিসুত্তানি ২৮০
দ্বেষ-অভিজ্ঞাদি সূত্র ২৮০

* * * * * * * *

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার"

সূত্রপিটকে
অঙ্গুত্তর-নিকায়
(চতুষ্ক নিপাত)

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. ভণ্ডগ্রাম বর্গ

১. অনুবুদ্ধসুত্তং—সম্যকরূপে জ্ঞাত সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি।একসময় ভগবান বৃজিদের[১] ভণ্ডগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। সেই চার ধর্ম কী কী?

ভিক্ষুগণ, আর্যশীলে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আর্যসমাধিতে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে।

১। বৃজি বা বজ্জি। বৃজিগণ আট মৈত্রীবদ্ধ গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন লিচ্ছবি ও বিদেহ। লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল বৈশালী আর বিদেহদের রাজধানী মিথিলা। উভয় ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৃজিগণ অত্যন্ত উন্নত, একতাবদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী জাতি ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন বছর পর মগধের অধিপতি অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের কূটবুদ্ধির ফাঁদে পড়ে অনৈক্য হয়ে গেলে বৃজিগণের পতন হয়েছিল। (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ড. মনিকুন্তলা হালদার)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যপ্রজ্ঞায় অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। আর্যবিমুক্তিতে অনুপলব্ধি এবং অজ্ঞতার কারণে আমাকে এবং তোমাদের এ সংসারে সুদীর্ঘকাল ভব হতে ভবান্তরে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, এ আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা এবং আর্যবিমুক্তি সম্যকরূপে জ্ঞাত, উপলব্ধ হলে ভব তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হয়, পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হয় এবং পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়।"

ভগবান এমন বললেন। অতঃপর সুগত গাথায় এরূপ বললেন :

"শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা আর বিমুক্তি শ্রেষ্ঠেতে,
যশস্বী গৌতম দ্বারা ধর্ম অধিগমে।
ধর্মদানে ভিক্ষুগণে বুদ্ধ অভিজ্ঞায়,
চক্ষুষ্মান দুঃখান্তকারী নৈর্বাণিক শাস্তায়।"

(প্রথম সূত্র)

২. পপতিতসুত্তং–প্রপতিত সূত্র

২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে অসমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত (বিশেষভাবে পতন)' বলে ব্যক্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : আর্যশীলে অসমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত' ব্যক্ত হয়। আর্যসমাধিতে অসমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। আর্যপ্রজ্ঞায় অসমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। আর্যবিমুক্তিতে অসমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে প্রপতিত' বলে ব্যক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আর্যশীলে সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। আর্যসমাধিতে সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। আর্যপ্রজ্ঞায় সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়। আর্যবিমুক্তিতে সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত হলে 'এই ধর্ম-বিনয় হতে অপতিত' বলে ব্যক্ত হয়।"

"লোভ যদি হয় পুনরাগত চ্যুত পতিত হয় সে-জন,
সুখ অনুগত হয় কীসে, রমণীয় নয় যে-জন?"

(দ্বিতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. পঠম খতসুত্তং–ক্ষত সূত্র (প্রথম)

২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে নিন্দনীয়ের গুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে প্রশংসনীয়ের অগুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ উৎপন্ন করে। উত্তমরূপে না জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান না করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে নিন্দনীয়ের অগুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে প্রশংসনীয়ের গুণ বর্ণনা করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে নিরানন্দ বিষয়ে নিরানন্দ উৎপন্ন করে। উত্তমরূপে জেনে এবং সম্যক অনুসন্ধান করে আনন্দ বিষয়ে আনন্দ উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজের অক্ষত, অবিনষ্ট রক্ষা করে; পণ্ডিতগণের কাছে নিষ্পাপ, অনিন্দিত বলে পরিগণিত হয় এবং বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।"

"নিন্দিত বিষয়ে যে-জন করে প্রশংসা স্তুতি,
প্রশংসনীয় তার কাছে নিন্দনীয় অতি।
পাপ সংগ্রহে যেন, যথা ইচ্ছা বলে,
সুখ হয় পরাহত সেই পাপের ফলে।
পাশা খেলায় কেহ যদি ধনহারা হন,
অল্পমাত্র পাপ তাহা জান ভিক্ষুগণ।
করিলে সুগতের প্রতি খারাপ ধারণা,
গুরুতর পাপ হয়, দুর্গতি তাড়না।
শত-সহস্র ছত্রিশ, পঞ্চাশ অব্বুদে,
জন্মে তথায় আর্য নিন্দায়, বাক্য-মনে।"

(তৃতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. দুতিযখতসুত্তং–ক্ষত সূত্র (দ্বিতীয়)

৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মাতার প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। পিতার প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। তথাগতের প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়। তথাগত শ্রাবকের প্রতি মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।"

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মিথ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পাপের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট নিন্দিত ও বর্জিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মাতার প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। পিতার প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়। তথাগতের প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

তথাগত শ্রাবকের প্রতি সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সত্যে নিমজ্জিত পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, সৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত না করে অবস্থান করে থাকে; এবং বহু পুণ্যের জন্ম দিয়ে বিজ্ঞজনের নিকট প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মিথ্যা প্রতিপন্ন যে মাতাপিতার প্রতি,
তথাগত ও শ্রাবকগণে পোষে সেই মতি।
এতাদৃশ কর্ম সাধনে যারা থাকে নিয়োজিত,
মাতাপিতা পণ্ডিত হয় তাতে অধর্মাচার,
ইহলোকে হয় নিন্দিত, মরণে অপায় তার।
করলে সম্যক ধারণা মাতাপিতার প্রতি,
তথাগত ও শ্রাবকগণে সেই একই মতি।
এতাদৃশ নরের জান, বহু পুণ্যই গতি ॥
আচরি ধর্ম মাতাপিতা, বুদ্ধ ও শ্রাবকের প্রতি,
এই জগতে প্রশংসিত, মরণে লভে স্বর্গসুখ অতি।"
(চতুর্থ সূত্র)

৫. অনুসোতসুত্তং–অনুস্রোত সূত্র

৫. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনুস্রোতগামী পুদ্গল, প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল, প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল, ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল।

ভিক্ষুগণ, অনুস্রোতগামী পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল কামের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং পাপকর্ম সম্পাদন করে। একেই বলা হয় অনুস্রোতগামী পুদ্গল।

প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল কামের প্রতি অনুরক্ত হয় না এবং পাপকর্ম সম্পাদন করে না। তবে দুঃখ এবং দৌর্মনস্যের সাথে অশ্রু বিসর্জনে কেঁদে কেঁদে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনে রত হয়। একেই বলা হয় প্রতিস্রোতগামী পুদ্গল।

প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল পঞ্চবিধ অধোভাগীয়[১] সংযোজন ধ্বংস করে উপপাতিক[২] সত্ত্ব হন এবং সেখানে পরিনির্বাপিত হন। পুনঃ আর জন্মগ্রহণ করেন না। একেই বলা হয় প্রতিষ্ঠিত পুদ্গল।

ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল কাকে বলে? এ জগতে কোনো পুদ্গল

---

[১] সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ—এই পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন নামে খ্যাত।

[২] উপপাতিক : মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত স্বয়ংজাত সত্ত্ব। স্বর্গ, ব্রহ্ম ও নারকীয় সত্ত্বগণ উপপাতিক সত্ত্ব নামে কথিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আস্রবসমূহ[১] ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা নিরাস্রবযুক্ত চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করেন। একেই বলা হয় ত্রিলোক অতিক্রান্ত নির্বাণে স্থিত পুদ্গল। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।"

"হয়ে থাকে যারা কামে অসংযতাচারি,
অবীতরাগ বশে হয় মহা কামভোগী।
পুনঃপুন জন্ম জরায় হয় বিচরণকারী,
তৃষ্ণায় প্রবিষ্ট তারা অনুস্রোতগামী।
এ জগতে যারা হয় ধীর আর প্রতিষ্ঠিত,
পাপে বিরত তারা, কামে নহে অনুরক্ত।
দুঃখ জ্ঞানে অবস্থানে, নাহি কামচারী,
তাই আমি বলি তাদের প্রতিস্রোতগামী।
পঞ্চবিধ ক্লেশ ধ্বংসে হয়ে পূর্ণ শৈক্ষ্য,
অপরিহানিধর্ম লভি মনের আধিপত্য।
চিত্ত যার বশীভূত, ইন্দ্রিয় সমাহিত,
সেই নরকে বলি আমি যথা প্রতিষ্ঠিত।
পূর্বাপর ধর্ম যার হয়েছে অধিগত,
ব্রহ্মচর্যপূর্ণকারী মুনি তিনি, নির্বাণ উপগত।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. অপ্পস্সুতসুত্তং–অল্পশ্রুত সূত্র

৬. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার পুদ্গল কী কী? যথা : শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত, শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত।

ভিক্ষুগণ, কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্লIএই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে অল্পশ্রুত হয়। সেই অল্পশ্রুত হওয়ার কারণে তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয় না; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। এভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত অল্পশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল

---

[১] আস্রব—যা থেকে ভাবী সংসার-দুঃখ স্রাব বা প্রসব হয়, তাই আস্রব। চিত্তের মত্ততাসাধক অকুশল চৈতসিক বিশেষ। আস্রব চার প্রকার; যথা : (১) কামাস্রব (২) ভবাস্রব (৩) দৃষ্টাস্রব (৪) অবিদ্যাস্রব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্যIএই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে অল্পশ্রুত হয়। অল্পশ্রুত হলেও তার শ্রুত বিষয়ের অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয়; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। এভাবে পুদ্‌গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত অল্পশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্‌গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্যIএই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে বহুশ্রুত হয়। বহুশ্রুত হলেও তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয় না; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। এভাবে পুদ্‌গল শ্রুতি দ্বারা অনধিকৃত বহুশ্রুত হয়।

কীভাবে পুদ্‌গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত হয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্যIএই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে বহুশ্রুত হয়। সেই বহুশ্রুত হওয়ার কারণে তার অর্থ, ধর্ম যথার্থ জ্ঞাত হয়; ফলে সে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। এভাবে পুদ্‌গল শ্রুতি দ্বারা অধিকৃত বহুশ্রুত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।"

"অল্পশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় অসমাহিত,
শ্রুতি আর শীল হীনে সে হয় নিন্দিত।
অল্পশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় সুসমাহিত,
শীল হেতু প্রশংসা তার, শ্রুতিতে নন্দিত।
বহুশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় অসমাহিত,
শ্রুতিতে প্রশংসা তার, শীলেতে নিন্দিত।
বহুশ্রুত হয়ে যদি শীলে হয় সুসমাহিত,
শ্রুতি আর শীল হেতু হয় সে প্রশংসিত।
সপ্রাজ্ঞ বুদ্ধশিষ্য বহুশ্রুত ধর্মধর,
খাঁটি স্বর্ণ তুল্য তারে কেবা অনাদর?
ব্রহ্মের প্রশংসা, দেবেরও পায় সে আদর।"

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সোভন সুত্তং–শোভন সূত্র

৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার ব্যক্তি শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। সেই চার ব্যক্তি কারা? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু শিক্ষিত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত[১], ধর্মধর[২] এবং ধর্মানুধর্ম[৩] প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। ভিক্ষুণী শিক্ষিত বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। উপাসক শিক্ষিত বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে। উপাসিকা শিক্ষিত বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার ব্যক্তি শিক্ষিত বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধর এবং ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে সঙ্ঘের গৌরব বৃদ্ধি করে।"

"সুশিক্ষিত বিশারদ বহুশ্রুত ধর্মধর যিনি,
ধর্মানুধর্মচারী সঙ্ঘে সুশোভিত তিনি।
"ভিক্ষু হলে শীলবান, ভিক্ষুণী বহুশ্রুতা,
উপাসক শ্রদ্ধাবান, উপাসিকা শ্রদ্ধান্বিতা।
সঙ্ঘে শোভা পায় সকলে সবে,
সুশোভিত হন তারা, সেই সঙ্ঘ মাঝে।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. বেসারজ্জসুত্তং–বৈশারদ্য সূত্র

৮. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের চারি বৈশারদ্য (বিশারদত্ব) বিদ্যমান, যেই বৈশারদ্যে সমন্বিত হয়ে তথাগত অগ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিশেষভাবে জানেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই চার বৈশারদ্য কী কী? যথা : জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞাত এ ধর্মসমূহ অধিগত হয়নি' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।"

"জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'ক্ষীণাস্রবের জ্ঞাত এ ধর্মসমূহ অপরিক্ষীণ' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-

---

[১] বহুশ্রুত—যার বহুশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে।

[২] ধর্মধর—পরিয়ত্তি ও পটিবেধ ধর্মধারী।

[৩] ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন—আর্যধর্মের অনুধর্মভূত বিদর্শন ধর্ম প্রতিপন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন বলতে পারে যে 'তাদের (বুদ্ধগণের) দ্বারা ব্যক্ত অন্তরায়কর ধর্মসমূহ অনুশীলন করলে মোটেই অন্তরায় হয় না' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে। এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

জগতে এমন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার আমি দেখি না, যে-জন বলতে পারে যে 'যেরূপ মঙ্গলার্থে ধর্ম দেশিত, সেভাবে অনুশীলন করলে অনুশীলনকারীর সম্যকভাবে দুঃখ ক্ষয় হয় না, দুঃখ নির্বাপিত হয় না' বলে আমাকে এ বিষয়ে ধর্মানুসারে নিন্দা করতে পারে; এ বিষয় না দেখে আমি ক্ষমাশীল, ভয়হীন এবং বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।

ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই চারি বৈশারদ্য বিদ্যমান, যেই বৈশারদ্যে সমন্বিত হয়ে তথাগত অগ্রত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।"

"আমার স্পষ্ট কথায় কে-বা আছে নিন্দাতে,
শ্রমণ ব্রহ্মণাদি কোথাও, কোন হেতুতে।
তথাগতের সম কেহ নাই-রে পণ্ডিত,
বৈশারদ্য, জয়ী তিনি ভাষণেও নন্দিত।"
ধর্মচক্র আয়ত্তে যিনি মহান অদ্বিতীয়,
অনুকম্পায় দেশনা করেন, যা প্রবর্তনীয়।
দেব-নরে তাদৃশ শ্রেষ্ঠ যেই জন হন,
ভব উত্তীর্ণে দক্ষ সত্ত্বগণের নমস্য সে-জন।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. তণ্হুপ্পাদসুত্তং–তৃষ্ণা উৎপন্ন সূত্র

৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চীবর হেতু, ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। পিণ্ডপাত হেতু, ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। শয়নাসন হেতু, ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। এই স্থানে পুনর্জন্মগ্রহণ করব, এই স্থানে করব না হেতু, ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, যাতে ভিক্ষুগণের উৎপন্নশীল তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।"

"সংসারের দীর্ঘপথে তৃষ্ণা হয় পুরুষ দ্বিতীয়,
তৃষ্ণার অন্যথাভাবে, সংসার হয় অপ্রবর্তিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবংবিধ উপদ্রব দুঃখ জ্ঞাত যেই জন,
তৃষ্ণাসক্তি বিনাশে তিনি সত্য ভিক্ষু হন।"
(নবম সূত্র)

১০. যোগসুত্তং–যোগ সূত্র

১০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার যোগ[১]। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ। ভিক্ষুগণ, কাম যোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে কামে কামরাগ, কামনন্দী, কামপ্রেম, কামমোহ, কামপিপাসা, কামউন্মাদনা, কামাসক্তি, কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় কামযোগ। এটিই কামযোগ।

ভবযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে ভবে ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবপ্রেম, ভবমোহ, ভবপিপাসা, ভবউন্মাদনা, ভবাসক্তি, ভবতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় ভবযোগ। এটিই ভবযোগ।

মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে মিথ্যাদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি রাগ, মিথ্যাদৃষ্টি নন্দী, মিথ্যাদৃষ্টি প্রেম, মিথ্যাদৃষ্টি মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি পিপাসা, মিথ্যাদৃষ্টি উন্মাদনা, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ। এটিই মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ।

অবিদ্যা-যোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না। সেই ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে না জানার দরুন সে ছয় স্পর্শায়তনে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। একেই বলা হয় অবিদ্যা-যোগ। এরূপে কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগাদি পাপজনক অকুশল কর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্ম প্রদান, ক্লেশজনক দুঃখ বিপাক,

---

[১] যোগ অর্থে সংযোগ, সম্বন্ধ। বন্যাস্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের আবর্জনাদি যেমন একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যায়, এই যোগ-স্রোতও সত্ত্বগণকে একজন্মের সাথে অন্যজন্মের সংযোগ করে দেয়। (স্মৃতিদর্পণ—ধর্মবিহারী স্থবির)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণাদি দ্বারা সংযুক্ত করে। তদ্ধেতু একে অযোগক্ষেম (আসক্তি) বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার যোগ।

ভিক্ষুগণ, বিসংযোগ (বিচ্ছেদ) চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামযোগ বিসংযোগ, ভবযোগ বিসংযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ, অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ।

ভিক্ষুগণ, কামযোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ কামের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই কামের সমুদয়, অন্তর্ধান আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে কামে কামরাগ, কামনন্দী, কামপ্রেম, কামমোহ, কামপিপাসা, কামউন্মাদনা, কামাসক্তি, কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় কামযোগ বিসংযোগ। এটিই কামযোগ বিসংযোগ।

ভবযোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই ভবের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে ভবে ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবপ্রেম, ভবমোহ, ভবপিপাসা, ভবউন্মাদনা, ভবাসক্তি, ভবতৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় ভবযোগ বিসংযোগ। এটিই ভবযোগ বিসংযোগ।

মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই মিথ্যাদৃষ্টির সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে মিথ্যাদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি রাগ, মিথ্যাদৃষ্টি নন্দী, মিথ্যাদৃষ্টি প্রেম, মিথ্যাদৃষ্টি মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি পিপাসা, মিথ্যাদৃষ্টি উন্মাদনা, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ। এটিই মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ।

অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ কাকে বলে? এ জগতে কেউ ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে। সেই ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথভাবে জানার দরুন সে ছয় স্পর্শায়তনে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে পরিতৃপ্তি করতে চেষ্টা করে না। একেই বলা হয় অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগ। এরূপে কামযোগ বিসংযোগ, ভবযোগ বিসংযোগ, মিথ্যাদৃষ্টি-যোগ বিসংযোগ, অবিদ্যা-যোগ বিসংযোগাদি পাপজনক অকুশল ধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্ম প্রদান, ক্লেশজনক দুঃখ বিপাক, ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণাদি দ্বারা বিসংযুক্ত করে। তদ্ধেতু একে যোগক্ষেম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার বিসংযোগ।”

“কামযোগে সংযুক্ত আর ভবযোগে উভয়ে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃষ্টিযোগে সংযুক্ত অবিদ্যাযোগ পুরাভাগে।
অজ্ঞ নর এভাবে ভ্রমি ভব সংসারে,
জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় পুনঃ বারে বারে।
মিথ্যাদৃষ্টি সমুচ্ছেদ হয় অবিদ্যা বিদূরণ,
সর্বযোগ বিসংযোগ হয়, তাতেই মুণির যোগজয়।"

(দশম সূত্র)

স্মারকগাথা :

অনুবুদ্ধ, প্রপতিত দুই, ক্ষত, অনুশ্রুত পঞ্চমে,
অল্পশ্রুত, শোভন আর বৈশারদ্য, তৃষ্ণাযোগ দশমে।

২. চরবগ্গো–বিচরণ বর্গ

১. চরসুত্তং–বিচরণ সূত্র

১১. "হে ভিক্ষুগণ, বিচরণকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"স্থিতকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"উপবিষ্ট অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"শায়িত অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট না করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়হীন, পাপাচরণে অভ্যস্ত, সতত আলস্য ও হীনবীর্যপরায়ণ' বলে অভিহিত হয়।"

"পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, বিচরণকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"স্থিতকালে কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"উপবিষ্ট অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"শায়িত অবস্থায় কোনো ভিক্ষুর যদি কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়; আর সেই ভিক্ষু যদি সেসব গ্রহণ না করে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে, তাহলে এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে আর শয়নে,
দেহ আশ্রয়ে পাপ চিন্তা করে যেইজনে।
অজ্ঞানে বিমোহিত জন যায় যে কুপথে,
অযোগ্য হয় সেই ভিক্ষু, সমাধি উত্তমে ।
দাঁড়ানে গমনে আর উপবেশন, শয়নে,
বিতর্ক উপশমে রত, বিতর্ক দমনে।
নিয়ত অভ্যাস যে-জন করে এভাবে,
উপযুক্ত হন তিনি উত্তম সমাধি লাভে।"

(প্রথম সূত্র)

২. সীলসুত্তং—শীল সূত্র

১২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান কর।

ভিক্ষুগণ, প্রাতিমোক্ষ শীলসম্পন্ন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থানকারীদের পক্ষে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে অতিরিক্ত আরও কী শিক্ষা করা কর্তব্য?

বিচরণ বা গমনকালে ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায় প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।

স্থিতকালে ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায় প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।

উপবিষ্ট অবস্থায় ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায় প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।

শায়িত অবস্থায় ভিক্ষুর যদি লোভ ও বিদ্বেষ বিমুক্ত হয়, তন্দ্রালস্য বিমুক্ত হয়, উদ্বেগ চঞ্চলতা বিমুক্ত হয় এবং সন্দেহ প্রহীন হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর আরব্ধবীর্য অটল হয়, উৎপন্ন স্মৃতি দৃঢ় হয়, কায় প্রশান্তি সুস্থির হয়, সমাহিত চিত্ত একাগ্র হয়। এরূপে বিচরণকারী ভিক্ষু 'পাপে ভয়দর্শী, পাপাচরণে অনভ্যস্ত, সতত আরব্ধবীর্য এবং উদ্যমশীল' বলে অভিহিত হয়।"

"দাঁড়ানে, গমনে ভিক্ষু হয়ে সুসংযত,
শয়নে, উপবেশনেও হয় সেই মত।
ঊর্ধ্বে-অধে পৃথিবীতে ঘুরে অবিরত,
স্কন্ধের উদয়-ব্যয়ে হয় অনুসন্ধান রত।
চিত্ত উপশমে দক্ষ, সৎ শিক্ষাকামী,
তাদৃশ উদ্যমশীলে ভিক্ষু বলি আমি।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পধানসুত্তং–উদ্যম সূত্র

১৩. "হে ভিক্ষুগণ, সম্যক উদ্যম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। উৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্ম ক্ষয়ের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপাদনের জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার সম্যক উদ্যম।"

"সম্যক উদ্যমে যিনি অধিষ্ঠিত, সুরক্ষিত হন,
মাররাজ্য বিজয়ী তিনি জন্ম-মৃত্যু হন উত্তরণ।
সসৈন্য মার জয়ী তৃষ্ণা মুক্ত তিনি,
মৃত্যুর অতীত হয়ে পরম সুখী ইনি।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. সংবরসুত্তং–সংবরণ সূত্র

১৪. "হে ভিক্ষুগণ, উদ্যম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সংবরণ উদ্যম, পরিত্যাগ উদ্যম, ভাবনা উদ্যম, অনুরক্ষণ উদ্যম। সংবরণ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী[১], অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ

---

[১] নিমিত্তগ্রাহী—ষড়ইন্দ্রিয়ে আলম্বন গ্রহণ করে তাতে পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

[২] অনুব্যঞ্জনগ্রাহী—অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হাত-পা, স্মিত হাসি, কথা, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি অবয়বিক প্রভেদকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায় ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায় ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় সংবরণ উদ্যম।

পরিত্যাগ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন পাপজনক অকুশল ধর্ম গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। একেই বলা হয় পরিত্যাগ উদ্যম।

ভাবনা উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক[১], বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। ধর্ম বিচার সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। বীর্য সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গকে আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। সমাধি সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গকে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ দ্বারা আত্মসমর্পণে পরিপক্বতায় ভাবিত করে। একেই বলা হয় ভাবনা উদ্যম।

---

[১] বিবেক—বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা, নির্বাণ। বিবেক তিন প্রকার; যথা : (১) কায়বিবেক—লোক বর্জন, লোকালয় হতে দূরে বাস। কায় বিবেক অনুশীলনে জনসঙ্গপ্রিয়তা বদূরীত হয়। (২) চিত্তবিবেক—চিত্তের ক্লেশ বর্জন। চিত্ত বিবেক অনুশীলনে আসক্তিপ্রিয়তা বিদূরিত হয়। (৩) উপাধিবিবেক—সংস্কার বর্জন, নির্বাণ। উপাধি বিবেক অনুশীলনে সংস্কারপ্রিয়তা বিদূরিত হয়। এ ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক। (ধর্মপদ—মিহিরগুপ্ত)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরক্ষণ উদ্যম কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন উৎকৃষ্ট সমাধি নিমিত্তকে অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক (ক্রিমি-কীট) সংজ্ঞা, বিবর্ণ সংজ্ঞা, ছিদ্র-বিছিদ্র সংজ্ঞা এবং স্ফীত (ফুলে কুৎসিত) সংজ্ঞা দ্বারা সংরক্ষণ বা পুনঃপুন ভাবনা করে। একেই বলা হয় অনুরক্ষণ উদ্যম। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার উদ্যম।"

"সংবরণ, পরিত্যাগ, ভাবনা আর অনুরক্ষণ,
এই চার উদ্যম আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
উদ্যমী ভিক্ষু, দুঃখক্ষয়ে অর্হত্ত হন।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পঞ্ঞত্তিসুত্তং–জ্ঞাপন সূত্র

১৫. "হে ভিক্ষুগণ, চারজন পুদ্গল অগ্র বলে জ্ঞাপনীয়। সেই চারজন কারা? যথা : আত্মভবসম্পন্নদের মধ্যে ইনি অগ্র-অসুরেন্দ্র রাহু। কাম- ভোগীদের মধ্যে ইনি অগ্র-রাজা মান্ধাতা। আধিপত্য বিস্তারকারীদের মধ্যে ইনি অগ্র-পাপীষ্ঠ মার। কিন্তু দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের কাছে তথাগতই অগ্রে প্রকাশিত হন্I অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে। ভিক্ষুগণ, এই চারজন পুদ্গল অগ্র বলে জ্ঞাপনীয়।"

আত্মভাবদের অগ্র রাহু, কামভোগীদের মান্ধাতা,
আধিপত্যে অগ্র মার, শির যেন উন্নতা।
বুদ্ধের কাছে এসব তুচ্ছ বারিকণা,
উর্ধ্বে, অধে, তির্যকে সবদিকে বুদ্ধ অনন্য,
ত্রিলোকে বুদ্ধই একমাত্র সদা অগ্রগণ্য।

(পঞ্চম সূত্র)

৬. সোখুম্মসুত্তং–সূক্ষ্মতাসূত্র

১৬. "হে ভিক্ষুগণ, সূক্ষ্মতা চার প্রকার। সেই চার সূক্ষ্মতা কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ রূপসূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই রূপসূক্ষ্মতা হতে অন্যরূপ সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই রূপসূক্ষ্মতা হতে অন্যরূপ সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ বেদনা সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই বেদনা সূক্ষ্মতা হতে অন্য বেদনা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই বেদনা সূক্ষ্মতা হতে অন্য বেদনা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়, সেই সংজ্ঞা সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংজ্ঞা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই সংজ্ঞা সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংজ্ঞা সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। শ্রেষ্ঠ সংস্কার সূক্ষ্মতায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমন্বিত হয়, সেই সংস্কার সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংস্কার সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে দর্শন করে না; এবং সেই সংস্কার সূক্ষ্মতা হতে অন্য সংস্কার সূক্ষ্মতাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম বলে আকাঙ্ক্ষা করে না। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সূক্ষ্মতা।"

রূপসূক্ষ্মতা জ্ঞাত আর বেদনা উৎপত্তিতে,
জ্ঞাতি আরও সংজ্ঞা, সংস্কার সূক্ষ্মতাতে,
তাই নাহি চাহে আর সূক্ষ্মতা প্রার্থীতে।
যে ভিক্ষু সমদর্শী, বিশুদ্ধ শান্তিপদে রত,
অন্তিম দেহধারী তিনি, হয় মার সসৈন্যে পরাজিত।

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পঠম অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (প্রথম)

১৭. "হে ভিক্ষুগণ, অগতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অগতিগমন।"

"ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ে ধর্ম যে করে লঙ্ঘন,
ক্ষয় তার যশঃকীর্তি, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের মতন।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. দুতিয অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (দ্বিতীয়)

১৮. "হে ভিক্ষুগণ, গতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দ গতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার গতিগমন।"

"ছন্দ দ্বেষ মোহ ভয়ে ধর্ম যে করে না লঙ্ঘন,
বাড়ে তার যশঃকীর্তি, শুক্লপক্ষ চন্দ্রের মতন।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. ততিয অগতিসুত্তং–অগতি সূত্র (তৃতীয়)

১৯. "হে ভিক্ষুগণ, অগতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অগতিগমন।

ভিক্ষুগণ, গতিগমন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার গতিগমন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ে ধর্ম করে যে লঙ্ঘন,
ক্ষয় তার যশঃকীর্তি, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের মতন।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ে ধর্ম করে না যে লঙ্ঘন,
বাড়ে তার যশঃকীর্তি, শুক্লপক্ষ চন্দ্রের মতন।"

(নবম সূত্র)

১০. ভত্তুদ্দেসকসুত্তং–ভোজন উদ্দেশক সূত্র

২০. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক[১] নিশ্চিতরূপে নিরয়ে পতিত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন, দ্বেষগতিতে গমন, মোহগতিতে গমন, ভয়গতিতে গমন। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে পতিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ছন্দগতিতে গমন না করা, দ্বেষগতিতে গমন না করা, মোহগতিতে গমন না করা, ভয়গতিতে গমন না করা। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভোজনউদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।"

"যে-জন কামের প্রতি হয় জ্ঞানহীন,
ধর্মের অগৌরবে হয় সে পাপাধীন।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহ আর ভয়গামী জন,
পরিষদে সেই জন নিষ্প্রভ হন।
এভাবে জ্ঞাত শ্রমণ, হয় প্রকাশিত,
সাধু দ্বারা তিনি হন অতি প্রশংসিত।
ধর্মে যে স্থিত হয় পাপে রত নয়,
পুণ্যকর্ম যত আছে, তাতে সে নির্ভয়।
ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ভয়ী নয় যে জন,
পরিষদে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে সেই জন।
জ্ঞাত হয়ে শ্রমণধর্ম করে প্রকাশিত,
শ্রমণ বলে জান সবে হয় এই মত।"

(দশম সূত্র)

স্মারকগাথা :

বিচরণ, শীল, উদ্যম, সংবরণ, জ্ঞাপনতে হয় পাঁচ,
সূক্ষ্মতা, তিন অগতি, ভোজনউদ্দেশক-সহ হয় দশ।

---

[১]। যেই ভিক্ষু খাদ্য বণ্টনে তত্ত্বাবধান করে বা আহার্য পরিবেশনের তত্ত্বাবধায়ক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. উরুবেল বগ্গো–উরুবেলা বর্গ

১. পঠম উরুবেলসুত্তং–উরুবেলা সূত্র (প্রথম)

২১. আমি এরূপ শুনেছি]একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের আহ্বানে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমি উরুবেলাতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধমূলে অবস্থান করছিলাম, সম্বোধি জ্ঞান লাভের পর। তখন আমার ধ্যাননিমগ্ন চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উদয় হয়েছিল যে "জীবনে দুঃখের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অবস্থান করা কঠিন। আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তাদের উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব?"

"ভিক্ষুগণ, এমন পরিবিতর্কে আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল যে, আমার শীলস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শীলসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার সমাধিস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধিসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেখতে পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।

আমার বিমুক্তিস্কন্ধ কি এখনও অপরিপূর্ণ, আমি কি অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করব? তখন আমি দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিমুক্তিসম্পন্ন দেখতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাইনি, যাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার আশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি।"

"ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমার এরূপ উদয় হয়েছিল যে 'তাহলে এখন যে ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে, আমি সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করতে পারি'।"

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা আমার চিত্ত পরিবিতর্ক জানতে পেরে যেমন কোনো বলবান পুরুষ মুহূর্তের মধ্যে সংকুচিত বাহু প্রসারিত অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে ঠিক তেমন সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আর উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে দক্ষিণ জানুমণ্ডল ভূমিতে স্পর্শ করে আমাকে কৃতাঞ্জলিপূর্ণ প্রণাম করে এরূপ বললেন, "প্রভু ভগবান, আপনি এরূপ করুন; সুগত, আপনি এরূপ করুন। ভন্তে, অতীতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করেছিলেন, ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ যেভাবে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করবেন; আপনিও তাঁদের মতন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে অবস্থান করুন।" সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর এ গাথা উচ্চারণ করলেন :

"অতীত আর অনাগতের বুদ্ধগণ প্রত্যেকে,
সম্বুদ্ধ প্রাপ্ত হলেন বহুজনের শোক নাশে।
গুরু মেনে সদ্ধর্মে সবে ছিলেন বিহার-বিচরণে,
বুদ্ধগণের ধর্মতা ইহা এ মতো অবস্থানে।
আত্মপ্রেম সাথে নিয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষায়,
অগ্রসর হোন প্রভু, বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠায়।"

"ভিক্ষুগণ, সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ শেষে তথা হতে অন্তর্ধান হন। অতঃপর আমি ব্রহ্মার সেই প্রার্থনা জ্ঞাত হয়ে, যে-ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে সেই ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে গুরু মেনে তার উপনিশ্রয়ে অবস্থান করেছি।

এ হেতুতে সঙ্ঘ ধর্মগুণ মহত্ত্বতায় সমন্বিত হলে আমার এবং সঙ্ঘের উভয়েরই গৌরব হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. দুতিয-উরুবেলসুত্তং–উরুবেলা সূত্র (দ্বিতীয়)

২২. "হে ভিক্ষুগণ, একসময় আমি উরুবেলাতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধমূলে অবস্থান করছিলাম, সম্বোধি জ্ঞান লাভের পরে। তখন বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত, মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক বহু ব্রাহ্মণ আমার কাছে উপস্থিত হলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিত হয়ে আমার সাথে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করলেন। আলাপান্তে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণ এরূপ বললেন, মহাশয় গৌতম, আমরা এরূপ শুনেছি যে, শ্রমণ গৌতম নাকি বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত, মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান করেন না বা আসন প্রদানের মাধ্যমে আহ্বান করেন না। মহাশয় গৌতম, আপনি সেরূপ করেন কি? যদি মহাশয় গৌতম বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত মধ্যবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান না করেন বা আসন প্রদানের মাধ্যমে আহ্বান না করে থাকেন, তা হলে মহাশয় গৌতম, এটা তো সাধুতাপূর্ণ আচরণ নয়।"

ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এ রকম উদয় হয়েছিল যে, এ আয়ুষ্মানগণ স্থবির বা স্থবির করণ বিষয়ে জানেন না। যদি আশি, নব্বই কিংবা শতবর্ষী বৃদ্ধ জন্ম দ্বারা বৃদ্ধ হয় এবং অকালবাদী, অভূতবাদী, অনর্থবাদী, অধর্মবাদী, অবিনয়বাদী ও অকালে অর্থ, কারণ ও বিবেচনাহীন, অনর্থপূর্ণবাক্য ভাষণকারী হয়, তাহলে সে তো 'মূর্খ স্থবির'- এর সংখ্যাতেই পরিগণিত হয়।

যদি অল্পবয়স্ক যুবক কালো কেশধারী, ভদ্রযৌবনে সমন্বিত এবং প্রথম বয়স হতেই কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী ও যথাকালে অর্থ ও কারণযুক্ত, বিবেচনাপ্রসূত, অর্থপূর্ণবাক্য ভাষণকারী হয়, তাহলে সে 'পণ্ডিত স্থবির'- এর সংখ্যাতেই পরিগণিত হয়।"

ভিক্ষুগণ, স্থবিরকরণ ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার (স্থবিরকরণ ধর্ম) কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরসংযুক্ত হয়ে অবস্থান করে, আচার গোচরসম্পন্ন হয়, অনুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী হয়, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; শ্রুতিধর, শ্রুতসঞ্চয়ী বহুশ্রুত হয়; যে ধর্মসমূহ আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণIঅর্থসহ সব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ দ্বারা বহুশ্রুত, তৃপ্ত, পরিচিত, মনোনিবেশকৃত, সুবোধ্য হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়। আস্রবসমূহ ক্ষয় সাধন করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে অনাসক্তিযুক্ত চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার স্থবির করণ ধর্ম।

"উদ্ধতচিত্তে ভাষে যে বহু বৃথাবাক্য,
অস্থির সংকল্পি হয়ে করে অসদ্ধর্মে সখ্য।
স্থবিরতা থেকে হয় সে বহু দূরবর্তী,
অনাদরণীয় গণ্য, তার পাপদৃষ্টি।
শীলসম্পন্ন শ্রুতবান আর প্রতিভ যে-জন,
ধর্মে সংযত ধীর, বিদর্শনে অর্থ পরিজ্ঞান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারদর্শী সবধর্মে, অপ্রতিরোধ্য সেই হয়,
জন্ম-মৃত্যু প্রহীন তার ব্রহ্মচর্য পূর্ণ নিশ্চয়।
সর্বাস্রব বিহনে ভিক্ষু হলে আসবমুক্ত,
প্রকৃত স্থবির বলে তিনিই হন উক্ত।
(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. লোকসুত্তং—লোকসূত্র

২৩. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত লোক সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত; লোক হতে বিসংযুক্ত। তিনি লোক সমুদয় (উৎপত্তি) সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত। লোক সমুদয় প্রহীন সম্বন্ধে উত্তমভাবে জ্ঞাত। লোক নিরোধ সম্বন্ধে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষকৃত। এবং লোক নিরোধগামী প্রতিপদা তথাগতের ভাবিত।

দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণ কর্তৃক যেসব বিষয় মন দ্বারা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত সেসবই তথাগত কর্তৃক জ্ঞাত। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

তথাগত যে রাতে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেন, যে রাতে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হন; এ দুয়ের মধ্যে যা ভাষণ, প্রকাশ, নির্দেশ করেন সবই সেভাবেই হয়; অন্যভাবে হয় না। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

তথাগত যেভাবে বলেন সেভাবেই সম্পাদন করেন, যেভাবে সম্পাদন করেন সেভাবেই বলেন। এরূপে তিনি যথাবাদী তথাকারী; যথাকারী তথাবাদী হন। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের কাছে তথাগতই একমাত্র প্রভু, অপরাজিত, প্রত্যক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন। তদ্ধেতু 'তথাগতো' বলা হয়।"

"সর্বলোক সম্পর্কে যিনি উত্তম অভিজ্ঞাত,
বিসংযুক্ত হন তিনি ত্রিলোক অনাসক্ত।
সব বিষয়ে ধীর আর পুনর্জন্ম বিমুক্ত,
নির্বাণে অকুতোভয় পরম শান্তি প্রাপ্ত;
ক্ষীণাস্রব বুদ্ধ তিনি সংশয়-ক্লেশ মুক্ত।
সিংহসম অনুত্তর বুদ্ধ ভগবান যিনি,
প্রবর্তিলেন ধর্মচক্র দেব-নরে তিনি।
দেব-নর সবের শরণ বুদ্ধ তথাগত,
তাদের দ্বারা পূজিত হন সম্যকসম্বুদ্ধ।
দমনে শ্রেষ্ঠ দান্ত, মহাজ্ঞানী ঋষি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুক্তিতে শ্রেষ্ঠ, অগ্র প্রদর্শক বিমুক্তি।
মানিত হন সেই মহাজ্ঞানী বুদ্ধ প্রভু বলে,
নেই কোনো জন তাহার সম দেব-নরলোকে।"
(তৃতীয় সূত্র)

৪. কালকারামসুত্তং–কালকারাম সূত্র

২৪. একসময় ভগবান সাকেত নগরে কালকারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি (বিশেষভাবে) জানি।

দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমার অভিজ্ঞাত হয়েছে। তা তথাগতের বিদিত, অবিদিত নয় ।

দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি বললে, আমার মিথ্যা বলা হবে না।

দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি। আবার জানি না বললে মিথ্যা বলা হবে। দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা-মনুষ্যগণের মন দ্বারা যা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত, তা আমি জানি না; আবার জানি না বললে আমার মিথ্যা বলা হবে।

এরূপে ভিক্ষুগণ, তথাগত দ্রষ্টব্য বিষয় দেখেন এবং দৃষ্ট বিষয় মনে স্থান দেন না; অদৃষ্ট বিষয় মনে স্থান দেন না, দর্শনীয় বিষয়ও মনে স্থান দেন না; অনুমান করেন, কিন্তু অনুমিতব্য মনে করেন না; অনুমানযোগ্য মনে করেন না, আবার অনুমিত বলেও মনে করেন না; অনুমানকারী মনে করেন না; জ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতব্য মনে করেন না, জ্ঞাত মনে করেন না, অজ্ঞাত মনে করেন না, উপলব্ধি মনে করেন না। এভাবে, ভিক্ষুগণ, দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত বিষয়ে আগের বুদ্ধগণ যেরূপ, অনাগত বুদ্ধগণও সেরূপ। এ হতে অন্যতর অধিকতর উৎকৃষ্ট নয় বলে আমি বলি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আছে যত দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত,
অপরের তা সত্য নহে, মিথ্যায় গৃহীত।
সংযত নাহি হয়, যদি কোনো জনে,
সত্যকে মিথ্যারূপে বলিবে তখনে।
যে-বিষয়ে সত্ত্বগণ আসক্তিতে রত,
তাহা দেখি তথাগত হন অবগত।
বলেন তিনি জেনে আর দেখে দৃষ্টিশল্য,
তথাগতের নেই জান আসক্তিরূপ অন্য।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. ব্রহ্মচরিযসুত্তং–ব্রহ্মচর্য সূত্র

২৫. "হে ভিক্ষুগণ, এ ব্রহ্মচর্য জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা অর্থে, জনসাধারণের সামনে চাতুরালি প্রদর্শনার্থে, লাভ-সৎকার প্রত্যাশা অর্থে, অনর্থক বাক্যে লাভ উৎপাদনার্থে এবং এরূপে জনসাধারণ আমাকে জানুক' এ অর্থে বলা হয়নি। এ ব্রহ্মচর্য সংযম, ত্যাগ, বিরাগ এবং নিরোধ অর্থে বলা হয়েছে।"

"জনশ্রুতিতে নহে ব্রহ্মচর্য, সংযম আর ত্যাগে,
উপদেশ দেন বুদ্ধ, নিরোধ নির্বাণে।
"মহাঋষি বুদ্ধের অনুসৃত এই মার্গ,
নেই কোনো সংশয়, পালনে অপবর্গ।
বুদ্ধদেশিত ব্রহ্মচর্য করেন যারা পালন,
দুঃখ ক্ষয়ে তারা রক্ষেণ বুদ্ধশাসন।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. কুহসুত্তং–অসৎ সূত্র

২৬. "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষু অসৎ, নির্দয়, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, অহংকারী এবং অস্থির, সেসব ভিক্ষু আমার প্রতি অনুরক্ত নয়। তারা এ ধর্মবিনয় হতে অপসারিত। তারা এ ধর্মবিনয়ে সাফল্য, উন্নতি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারে না।

যেসব ভিক্ষু সৎ, অপ্রবঞ্চক, পণ্ডিত, সদয় এবং সুস্থির, সেসব ভিক্ষু আমার প্রতি অনুরক্ত। তারা এ ধর্মবিনয় হতে অপসারিত নয়। তারা এ ধর্মবিনয়ে সাফল্য, উন্নতি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারে।"

"অসৎ অহংকারী নির্দয় ধূর্ত মিথ্যাবাদী আর,
অস্থির হয়ে ব্রহ্মচর্যায় করে দিন পার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি তাদের কভু নাহি হয়,
সম্বুদ্ধের ভাষণ ইহা জানিও নিশ্চয়।
সৎ অধূর্ত সদয়, পণ্ডিত আর সুস্থির,
ধর্মবিনয়ে উন্নতি তার বলেন বুদ্ধ ধীর।"
(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সন্তুট্‌ঠিসুত্তং–সন্তুষ্টি সূত্র

২৭. "হে ভিক্ষুগণ, এ চার প্রত্যয় অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। সেই চার প্রত্যয় কী কী? যথা : চীবরের মধ্যে পাংশুকুলই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। ভোজনের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। শয়নাসনের মধ্যে বৃক্ষমূলই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। ভৈষজ্যের মধ্যে পূতিমূত্রই অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ।

ভিক্ষুগণ, এ চার প্রত্যয়, অল্প, সুলভ এবং নির্দোষ। যেহেতু ভিক্ষু অল্পতে তুষ্ট হয়, সুলভে তুষ্ট হয়; এভাবে অবস্থান করাকে আমি অন্যতর শ্রমণ অঙ্গ বলি।"

"অল্পতে অতুষ্ট যারা সুলভে, অনবদ্যে,
ভোজনে শয়নাসনে ও চীবরে ভৈষজ্যে।
এসবে যারা হয় অতুষ্ট আর অসংযত,
জানিবে তাদের চিত্ত দুঃখে উৎপীড়িত।
শ্রমণত্ব অনুলোমে যে ধর্ম ব্যাখ্যাত,
তুষ্টে হয় অধিগত, শিক্ষাতে অপ্রমত্ত।"
(সপ্তম সূত্র)

৮. অরিযবংস সুত্তং–আর্যবংশ সূত্র

২৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার আর্যবংশ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ ও অসংকীর্ণপূর্ব; বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ দ্বারা প্রশংসিত। সেই চার আর্যবংশ কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু যে-কোনো চীবরে সন্তুষ্ট হয়, যে-কোনো চীবরে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। চীবর হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না। অলব্ধ চীবরে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ চীবরে অনুরাগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যে-কোনো চীবরে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এ কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, ভিক্ষু যে-কোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়, যে-কোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। পিণ্ডপাত হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না। অলব্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পিণ্ডপাতে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ পিণ্ডপাতে অনুরাগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যে-কোনো পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এই কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, ভিক্ষু যে-কোনো শয়নাসনে সন্তুষ্ট হয়, যে-কোনো শয়নাসনে সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হয়। শয়নাসন হেতু অসঙ্গত, নিন্দনীয় কাজ সম্পাদন করে না। অলব্ধ শয়নাসনে স্পৃহা দেখায় না, লব্ধ শয়নাসনে পরিভোগহীন, অলোভী, অনাসক্ত হয়ে আদীনবদর্শী ও মুক্তি লাভের আশায় পরিভোগ করে। যে-কোনো শয়নাসনে সন্তুষ্ট থাকার দরুন আত্মপ্রশংসা করে না; অপরকে নিন্দা করে না। এই কাজে দক্ষ, নিরলস, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, আর্যবংশে স্থিত।

পুনঃ, কোনো ভিক্ষু ভাবনাময় সুখে ভাবনারত হয়, ত্যাগময় সুখে ত্যাগরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন, মনোযোগী হয়। এই ভিক্ষুকে বলা হয় প্রাচীন, প্রসিদ্ধ আর্যবংশে স্থিত। এ চার আর্যবংশ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।"

"ভিক্ষুগণ, এ চার আর্যবংশে সমন্বিত ভিক্ষু পূর্ব দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; পশ্চিম দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; উত্তর দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না; দক্ষিণ দিকে অবস্থানকালে নিরানন্দকে অতিক্রম করে, সেই নিরানন্দ তাকে অতিক্রম করে না। তার কারণ কী? আনন্দ-নিরানন্দকে অতিক্রমকারীই হচ্ছে ধীর।"

"ধীরকেও নাহি ছাড়ে নিরানন্দ কভু,
নিরানন্দ অতিক্রমে ধীর সুখী তবু।
সর্বকর্ম বর্জনকারী বর্জনকে কেবা নিবারিবে?
খাঁটি সোনা অনিন্দনীয় যথা ত্রিভুবনে;
ধীরও প্রশংসিত হয় দেব-ব্রহ্মাগণে।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. ধম্মপদসুত্তং–ধর্মপদ সূত্র

২৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত। সেই চার প্রকার ধর্মপদ কী কী? যথা : অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।”

“অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যকসমাধি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।”

ভিক্ষুগণ, এ চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

“অলোলুপ অহিংস চিত্তে অবস্থানকারী হলে,
আধ্যাত্মিক সমাধি লভে পরিপূর্ণ শীলে।”

(নবম সূত্র)

১০. পরিব্বাজকসুত্তং–পরিব্রাজক সূত্র

৩০. একসময় ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝকূট[১] পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন বহু অভিজ্ঞাত পরিব্রাজক সিপ্পিনিকা তীরে অবস্থান করত। যেমন : অন্নভার, বরধর, সকুলুদায়ীসহ আরও অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞাত পরিব্রাজক। একদিন ভগবান সন্ধ্যার সময় নির্জনতা হতে উঠে সিপ্পিনিকা তীরে পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হলেন,

---

[১] গিজ্ঝকূট বা গৃধ্রকূট পর্বত—রাজগৃহের পঞ্চপর্বতের মধ্যে গৃধ্রকূট পর্বত অন্যতম। ভগবান বুদ্ধের প্রিয় আবাসস্থল ছিল এ পর্বত। রত্নগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থলের চূড়াটি গৃধ্রকূট নামে পরিচিত। পর্বতশিখরটি দেখে মনে হয় একটি গৃধ্র বা শকুন চূড়ায় উপবিষ্ট রয়েছে। এ কারণে পর্বতটি গৃধ্রকূট পর্বত নামে অভিহিত হয়। এ পর্বতে ভগবান বুদ্ধ অনেক সূত্র দেশনা করেছিলেন। অন্যদিকে এ পর্বত শিখরদেশ হতে শিলাপতনের দ্বারা দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। (বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য—সাধনচন্দ্র সরকার)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান সেই পরিব্রাজকগণকে এরূপ বললেন :

"হে পরিব্রাজকগণ, চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীন- বংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ, কর্তৃক প্রশংসিত। সেই চার প্রকার ধর্মপদ কী কী? যথা : অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

সম্যকসমাধি ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

পরিব্রাজকগণ, এ চার প্রকার ধর্মপদ প্রসিদ্ধ, শীর্ষস্থানীয়, কুলীনবংশজাত, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, বর্তমানেও সন্দেহাতীত, ভবিষ্যতেও তাই এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত। কেউ যদি এরূপ বলেÍ'আমি এ অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব।' তখন আমি তাকে এরূপ বলবÍ'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, অনভিধ্যা ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবেÍএ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলেÍ'আমি এ অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে দূষিত চিত্তসম্পন্ন ও সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব।' তখন আমি তাকে এরূপ বলবÍ'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, অব্যাপাদ ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে দূষিত চিত্তসম্পন্ন ও সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবেÍএ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলেÍ'আমি এ সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব। তখন আমি তাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ বলবর্I'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবের্Iএ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, কেউ যদি এরূপ বলের্I'আমি এ সম্যকসমাধি ধর্মপদ প্রত্যাখান করে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করব। তখন আমি তাকে এরূপ বলবর্I'আসুক, বলুক বা না বলুক আমি তার প্রভাব দেখছি।' পরিব্রাজকগণ, সে অবশ্যই যে, সম্যকসমাধি ধর্মপদ প্রত্যাখ্যান করে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রকাশ করবের্Iএ কারণ বিদ্যমান নেই।

পরিব্রাজকগণ, যে এ চার ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখান করা উচিত মনে করে, তার দৃষ্টধর্মে চার ধর্ম সম্বন্ধনীয় নিন্দার কারণ হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি অনভিধ্যা ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে অভিধ্যাসম্পন্ন, কামের প্রতি তীব্র বাসনাযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি অব্যাপাদ ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে দূষিত চিত্তসম্পন্ন, সংকল্পে প্রদুষ্টমনা শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে স্মৃতিহীন, অশিষ্টাচারসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি সম্যকসমাধি ধর্মপদ নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্তসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কাছে পূজিত, প্রশংসিত হয়।

পরিব্রাজকগণ, যে ব্যক্তি এ চার ধর্মপদ নিন্দাযোগ্য, প্রত্যাখ্যানযোগ্য মনে করে, তার এ চার ধর্ম সম্বন্ধনীয় বাদানুবাদ দৃষ্টধর্মে নিন্দার কারণ হয়। যারা উক্কলবাসী পরিব্রাজক ছিলেন, তারা অহেতুকবাদী, অক্রিয়বাদী, নাস্তিকবাদী হয়েও এ চার ধর্মপদকে নিন্দাযোগ্য, প্রত্যাখ্যানযোগ্য মনে করেনি। তার কারণ কী? হিংসা, নিন্দা, তিরস্কারের ভয় হেতু।"

"স্মৃতিমান লোভমুক্ত, আধ্যাত্মিক সুসমাহিত,
অত্যাগ্রাহী বিনয় শিক্ষায় বলে তাকে অপ্রমত্ত।"

(দশম সূত্র)

স্মারকগাথা :

দুই উরুবেলা, এক লোক, কালক, ব্রহ্মচর্যসহ পঞ্চম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসৎ, সন্তুষ্টি, বংশ, ধর্মপদ, পরিব্রাজক মিলে দশম।

৪. চক্কবগ্গো–চক্র বর্গ

১. চক্কসুত্তং–চক্রসূত্র

৩১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চক্র, যাতে সমন্বিত হয়ে দেব-মনুষ্যগণের চতুর্চক্র চালিত হয়। সেই সমন্বিত দেব-মনুষ্যগণ অতি শীঘ্রই ভোগের মধ্যে মহত্ত্ব, বৈপুল্য লাভে সফলকাম হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রতিরূপ দেশে বাস, সৎ পুরুষের সাহচর্য, নিজের সম্যক প্রতিজ্ঞা, পূর্বজন্মের কৃতপুণ্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার চক্র, যাতে সমন্বিত হয়ে দেব-মনুষ্যগণের চতুর্চক্র চালিত হয়। সেই সমন্বিত দেব-মনুষ্যগণ অতি শীঘ্রই ভোগের মধ্যে মহত্ত্ব, বৈপুল্য লাভে সফলকাম হয়।"

"প্রতিরূপ দেশে বাস, আর্যমিত্রে কর সেবা,
সম্যক শ্রেষ্ঠকর্মী হলে পূর্বের কৃতপুণ্য তারা।
অবিরাম পুণ্য ভোগ জানিবে ইহাতে,
ধন-ধান্যে, যশঃকীর্তি লাভ হয় তাতে।"

(প্রথম সূত্র)

২. সঙ্গহসুত্তং–সংগ্রহ সূত্র

৩২. "হে ভিক্ষুগণ, সংগ্রহের বিষয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্যা, সমদর্শীতা। এই চার প্রকার সংগ্রহ বিষয়।"

"দান, প্রিয়বাক্য আর হিতচর্যা যথা,
ধর্মে সমদর্শী হবে যারা এতে রতা।
এসব সংগ্রহ চলে পৃথিবী মাঝার,
রথচাকার ন্যায়ে ঘুরে বারে বার।
কেবল সংগ্রহ নহে, পিতা-মাতা সেবনে,
পুত্র পায় সম্মান পূজা, ঐ কার্য সাধনে।
এই সংগ্রহে মনোযোগী যত পণ্ডিতগণ,
তাতেই মহত্ত্ব আর প্রশংসালাভী হন।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সীহসুত্তং–সিংহ সূত্র

৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, পশুরাজ সিংহ সন্ধ্যার সময়ে আশ্রয়স্থান হতে বের হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আশ্রয়স্থান হতে বের হয়েই হাই তোলে। হাই তোলার পর চারিদিকে ভালোভাবে অবলোকন করে। অতঃপর তিনবার সিংহনাদে গর্জন করে। তিনবার সিংহনাদে গর্জন করার পর শিকার স্থানে সবেগে ধাবিত হয়। যেসব তির্যক প্রাণী পশুরাজ সিংহের গর্জন শব্দ শুনে, সেসব প্রাণী ভীষণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সবেগে পালিয়ে যায়। গর্তে অবস্থানকারীরা গর্তে প্রবেশ করে, জলে অবস্থানকারীরা জলে ডুব দেয়, বনে অবস্থানকারীরা ঘনবনে প্রবেশ করে, পাখিরা আকাশে আশ্রয় নেয়। রাজহস্তী গ্রাম-নিগম-রাজধানীর মধ্যে চামড়ার ফিতা দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সেই বন্ধনাদি ছিন্ন-ভিন্ন করে ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে করতে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়। এভাবে পশুরাজ সিংহ তির্যক প্রাণীদের মধ্যে এক মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তির অধিকারী এবং মহাপ্রভাবশালী।"

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে জগতে যখন তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান আবির্ভূত হন; তখন তিনি ধর্মদেশনা করেন যে 'এটা সৎকায়, এটা সৎকায় সমুদয়, এটা সৎকায় নিরোধ, এটা সৎকায় নিরোধগামিনী প্রতিপদা।' যেসব দেবতা দীর্ঘায়ু, শ্রীসম্পন্ন, বহুল সুখের অধিকারী, উৎকৃষ্ট বিমানের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী তারা তথাগতের ধর্মদেশনা শুনে অতি ভয়, সংবেগ এবং সন্ত্রস্তভাব উৎপন্ন করেI"ওহে মহাশয়গণ, আমরা সত্যিই অনিত্য, কিন্তু (এতদিন) নিত্য মনে করেছিলাম; অধ্রুব, কিন্তু (এতদিন) ধ্রুব মনে করেছিলাম; অশাশ্বত, কিন্তু (এতদিন) শাশ্বত মনে করেছিলাম। আমরা সত্যিই অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত সৎকায় প্রতিপন্ন।" এভাবে তথাগত দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে এক মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তির অধিকারী এবং মহাপ্রভাবশালী।"

"স্বীয় অভিজ্ঞায় করেন বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন,
দেব-মনুষ্য লোকাদিতে তিনি শ্রেষ্ঠ পুদ্‌গল হন।
সৎকায়, সৎকায় নিরোধ আর সমুদয় তার,
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আচরিলে কী-বা দুঃখ আর।
দীর্ঘায়ু, সুশ্রী আর যশস্বী যত দেবগণ,
ভীত সবাই বুদ্ধতে, যেন বুদ্ধসিংহ রাজন।
অনিত্য এই সৎকায় করি হে অতিক্রম,
বুদ্ধের বাক্য শুনে হই, তাদৃশ দুঃখ নিষ্ক্রান্ত।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪ অগ্গপ্পসাদসুত্তং–অগ্রপ্রসাদ সূত্র

৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, অগ্র প্রসাদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেসব পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, সংজ্ঞীও নয় অসংজ্ঞীও নয় সত্ত্ব রয়েছে, তাদের মধ্যে তথাগতই অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে অগ্রে প্রকাশিত হন। যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

যেসব সঙ্খত ধর্ম রয়েছে, সে সবের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অগ্রে প্রকাশিত হয়। যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

সেসব সঙ্খত এবং অসঙ্খত ধর্ম রয়েছে, সে সবের মধ্যে বিরাগই অগ্রে প্রকাশিত হয়। যাতে অহমিকা পরিত্যাগ, বিনয় প্রতিপালনে বলবতী ইচ্ছা, আসক্তি উচ্ছেদ, পুনর্জন্মচক্র ধ্বংস, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ বিদ্যমান। যারা বিরাগ ধর্মে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়।

যেসব সংঘ বা গণ রয়েছে, সে সবের মধ্যে তথাগতের শ্রাবকসংঘই অগ্রে প্রকাশিত হয়। চারি যুগল অষ্টবিধ পুদ্‌গল ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য, ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যারা সংঘে প্রসন্ন, তারা অগ্রে প্রসন্ন; অগ্রে প্রসন্নকারীর অগ্রফল লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার অগ্র প্রসাদ।"

অগ্রপ্রসাদকারী জ্ঞাত জান যতো অগ্রধর্ম,
অনুত্তর দাক্ষিণেয় বুদ্ধে চিত্ত তাদের প্রসন্ন।
বিরাগ, উপশম ধর্মে হয় তারা তুষ্ট,
অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘে, চিত্ত তাদের হৃষ্ট।
অগ্রদানে লাভ হয় যতো অগ্রপুণ্য,
আয়ু-বর্ণ, যশ-কীর্তি, সুখ-বল অনন্য।
অগ্রদাতা মেধাবী হয়ে অগ্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত,
হয় দেব-মনুষ্যলোকে অগ্রফলে প্রমোদিত। (চতুর্থ সূত্র)

৫. বস্‌সকারসুত্তং–বর্ষকার সূত্র

৩৫. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেনুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হওত প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "মহাশয় গৌতম, আমরা চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কেউ বহুশ্রুত হয়; তার সেই বহুশ্রুত জ্ঞানে ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানেI'এই ভাষিত বিষয়ের এ অর্থ, এই ভাষিত বিষয়ের এ অর্থ। স্মৃতিমান হয়; সুদীর্ঘকাল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্যন্ত কৃতকর্ম, ভাষিত বিষয়ে কী করণীয় তা স্মরণ, অনুস্মরণ করে এবং উপায় মীমাংসা করে তা (সম্পাদন) করতে এবং অন্যকে প্রকাশ করতে দক্ষ ও অনলস হয়। আমরা এ চার সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। মহাশয় গৌতম, আমার এ বিষয় যদি আপনার অনুমোদনযোগ্য মনে হয়, তাহলে অনুমোদন করুন; আর যদি প্রত্যাখ্যান যোগ্য মনে হয়, তাহলে প্রত্যাখ্যান করুন।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি তা অনুমোদনও করছি না, প্রত্যাখানও করছি না। আমিও চার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কেউ বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে প্রতিপন্ন হয়; তার কারণে বহুজনতা আর্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। সে যেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করে, সেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে; যেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা করে না, সেই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে না। যেই সংকল্প পোষণ করে, সেই সংকল্পে অটুট থাকে; যেই সংকল্প পোষণ করে না, সেই সংকল্পে অটুট থাকে না। এভাবে তার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্ট-ধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমেলাভী হয়। আস্রব ক্ষয় হেতু নিরাস্রব হয়ে এজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ, আমি তোমার ব্যক্ত বিষয় অনুমোদনও করছি না, প্রত্যাখ্যানও করছি না। আমি এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষকে প্রকাশ করি।

মহাশয় গৌতম, খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, মহাশয় গৌতম কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে। আমরা আপনাকে এ চার ধর্মে সমন্বিত বলে ধরে নিচ্ছি। আপনি বহুজন হিতার্থে, সুখার্থে প্রতিপন্ন; আপনার আশ্রয়ে বহু জনতা আর্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। আপনি যে-ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করেন, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; যে-ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা করেন না, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না। যে-সংকল্প পোষণ করেন, সে সংকল্পে অটুট থাকেন; যে-সংকল্প পোষণ করেন না, সে সংকল্পে অটুট থাকেন না। এভাবে আপনার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, বিনাশ্রমে লাভী, অকৃত্যলাভী। আপনি আস্রব ক্ষয় হেতু নিরাস্রব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মণ, নিশ্চয়ই এটি স্বভাবসিদ্ধভাবে আমার পরীক্ষার্থে এই বাক্য ভাষিত হয়েছে। তথাপি তা আমি প্রকাশ করব, আমি বহুজন হিতার্থে, সুখার্থে প্রতিপন্ন। আমার আশ্রয়ে বহুজনতা আর্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যা কল্যাণধর্মতা ও কুশলধর্মতা। আমি যে-ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করি, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকি; যে-ধ্যানে নিমগ্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকতে ইচ্ছা করি না, সে ধ্যানে নিমগ্ন থাকি না। যে-সংকল্প পোষণ করি, সে সংকল্পে অটুট থাকি; যে-সংকল্প পোষণ করি না, সে সংকল্পে অটুট থাকি না। এভাবে আমার চিত্ত ধ্যানপথে বশীভূত; চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, বিনাশ্রমে লাভী, অকৃত্যলাভী। আমি আস্রব ক্ষয় হেতু নিরাসক্ত হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করি।"

"জ্ঞাত যিনি সত্ত্বের মৃত্যুপাশ মোচনের,
প্রকাশেন সে ধর্ম, হিতে দেব-নরে।
যাকে দেখে শ্রদ্ধান্বিত হয় বহুজনে,
সেরূপ প্রসন্ন হয় উপদেশ শ্রবণে।
কৃত-কৃত্য, অনাসব, মার্গামার্গে পারদর্শী,
বুদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ, মহাপুরুষ, অন্তিম দেহধারী।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. দোণসুত্তং—দ্রোণ সূত্র

৩৬. একসময় ভগবান উক্কট্ঠ এবং সেতব্য নগরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণও সে-পথে গমন করছিল। দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানের পাদদ্বয়ের তলদেশে দুটি চক্র; চক্রে অরা-নেমি-নাভিযুক্ত[১] সহস্র চিহ্ন অঙ্কিত সর্বকার পরিপূর্ণ দেখতে পায়। তখন তার এ চিন্তা উদয় হলI"এ মহাশয় বড়োই আশ্চর্য, বড়োই অদ্ভুত, এরূপ পদচিহ্ন সাধারণ মানুষের হয় না।"

অতঃপর ভগবান পথপার্শ্বস্থ কোনো এক বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে বসে দেহ ঋজু রেখে নির্বাণ অভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানের পদ অনুসরণ করে রমণীয়, প্রসাদনীয়, শান্ত-সংযত ইন্দ্রিয়, শান্ত-দান্ত, রক্ষিত, শান্তমন এবং উৎকৃষ্ট সংযম-উপশমেরত নাগ ভগবানকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পায়। অতঃপর সে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে, 'আপনি নিশ্চয় আমাদের দেবতা হবেন?' ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি

---

[১] অরা-নেমি-নাভিযুক্ত সহস্র চিহ্ন অঙ্কিত অর্থ দু'পদতলে আয়ুধ, শ্রীঘর, নন্দি বা দক্ষিণাবর্ত পুষ্প, ত্রিরেখা, কর্ণাভরণ, গৃহাকৃতি, মৎস্যযুগল, ভদ্রপীঠ, অঙ্কুশ (হস্তী তাড়নদণ্ড), প্রাসাদ, তোরণ, শ্বেতছত্র, খড়্গ, তালব্যজনী, ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত ব্যজনী, চামর, পাগড়ী, মনি, পাত্র, সুমনপুষ্পদাম, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক, পূর্ণকলসী, পূর্ণপাত্র, সমুদ্র, চক্রবাল, হিমালয়, সুমেরু, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি, চারি মহাদ্বীপ, দুই সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রভৃতির চিহ্ন। (প্রশ্নোত্তরে বৌদ্ধধর্ম—জনৈক ভিক্ষু)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবতা নই।' 'গন্ধর্ব হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি গন্ধর্ব নই।' 'যক্ষ হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি যক্ষ নই।' 'মানব হবেন?' 'ব্রাহ্মণ, আমি মানব নই।'

এবার দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বলে ওঠেI"আপনি আমাদের দেবতা হবেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে 'ব্রাহ্মণ, আমি দেবতা নই' বলেন; 'গন্ধর্ব হবেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে 'ব্রাহ্মণ, আমি গন্ধর্ব নই' বলেন; যক্ষ হবেন?" এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে 'ব্রাহ্মণ, আমি যক্ষ নই' বলেন; 'মানব হবেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে 'ব্রাহ্মণ, আমি মানব নই' বলেন; তাহলে আপনি কীভাবে অবস্থান করেন?

যাদের আস্রবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি দেবতা বলি। সেসব আস্রব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আস্রবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি গন্ধর্ব বলি। সেসব আস্রব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আস্রবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি যক্ষ বলি। সেসব আস্রব আমার প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যাদের আস্রবসমূহ অপরিত্যক্ত, তাদেরকে আমি মানব বলি। সেসব আস্রব আমার প্রহীন হয়েছে, মূলউচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না। যেমন : উৎপল, পদুম, শ্বেতপদ্ম জলে উৎপন্ন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত জলে লিপ্ত না হয়ে স্থিত থাকে; এরূপে আমিও জগতে উৎপন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত তাতে লিপ্ত না হয়ে জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থান করি। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে বুদ্ধ বলে ধারণা কর।

"যেভাবে হয় দেব উৎপত্তি আর গন্ধর্ব জনম,
সেভাবে করি আমি যক্ষ মনুষ্যতে বিচরণ।
ছিন্নভিন্ন, ধ্বংস করি যত সব তৃষ্ণা,
তাই আমার ক্ষীণ ভব দুঃখ-যন্ত্রণা।
পুণ্ডরীক নাহি হয় লিপ্ত কোনো জলে,
বুদ্ধ হয়ে আমিও নির্লিপ্ত এ জগতে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অপরিহানিযসুত্তং–অপরিহানীয় সূত্র

৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয় এবং জাগরণে দৃঢ় সংকল্প হয়।

কীভাবে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংযত, আচার গোচরসম্পন্ন, অল্পমাত্র পাপেও ভয়দর্শী এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে শীলবান হয়। এভাবে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা[১], দৌর্মনস্য[২], অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষুর সংবরণে নিযুক্ত থাকে; চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে নিযুক্ত থাকে; কর্ণ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে গন্ধ পেয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে নিযুক্ত থাকে; নাসিকা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে নিযুক্ত থাকে; জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায় ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে নিযুক্ত থাকে; কায় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায় ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে নিযুক্ত থাকে; মন ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। এভাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হয়।

কীভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়? এ জগতে ভিক্ষু এরূপে সতর্কভাবে আহার গ্রহণ করেI"খেলার জন্য নয়, প্রমত্ততার জন্য নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি সাধনের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়; শুধুমাত্র এ চতুর্মহাভৌতিক দেহের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ; পুরানো ক্ষুধা-

---

[১] অভিধ্যা—(পরসম্পদে) লোভ, স্পৃহা। তিন প্রকার মানসিক কর্মের প্রথম হচ্ছে অভিধ্যা। অপর দুটি হচ্ছে হিংসা এবং মিথ্যাদৃষ্টি।

[২] দৌর্মনস্য—মানসিক দুঃখ, অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা। (সত্য-সংগ্রহ—আনন্দমিত্র মহাস্থবির)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যন্ত্রণা বিনাশার্থ, নতুন যন্ত্রণা অনুৎপাদনার্থে আমি এ ভোজন করছি। এই পরিমিত ভোজনে আমার মধ্যম প্রতিপদার অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং আমি অনবদ্য সুখে অবস্থান করব।” এভাবে ভিক্ষু ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়।

কীভাবে ভিক্ষু জাগরণে দৃঢ় সংকল্প হয়? এ জগতে ভিক্ষু দিনে চংক্রমণে অতিবাহিত করে আবরণীয় ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। রাতের মধ্যম যামে দক্ষিণপার্শ্ব দ্বারা সিংহশয্যা নির্ধারণ করে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে, মনে গাত্রোত্থান সংজ্ঞা রেখে শয়ন করে। রাতের শেষ যামে গাত্রোত্থানপূর্বক চংক্রমণে অতিবাহিত করে আবরণীয় ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। এভাবে ভিক্ষু জাগরণে দৃঢ় সংকল্প হয়। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত হয়ে ভিক্ষু পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সন্নিকটে হয়।

“শীলে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু, ইন্দ্রিয়েও সুসংযত,
ভোজনে মাত্রাজ্ঞ আর জাগরণে সংকল্পিত।
এরূপ উদ্যমে বিহারি, দিনরাত হয়ে বিচক্ষণ,
যোগক্ষমে উন্নতি সদা, কুশল ধর্মে ভাবিত মন।
যেই ভিক্ষু অপ্রমাদে রত, ভয়দর্শী প্রমাদে,
পরিহানি অসম্ভব, নির্বাণ লাভে অবাধে।”

(সপ্তম সূত্র)

৮. পতিলীণসুত্তং–উচ্ছিন্নকারী সূত্র

৩৮. “হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে মিথ্যাধারণা বিদূরীতকারী, সর্ব স্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয়।

কীভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর সাধারণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের যেই কতিপয় সত্য, যেমনIজগৎ শাশ্বত, জগৎ অশাশ্বত, জগৎ অন্ত, জগৎ অনন্ত, যা জীবন তা শরীর, জীবন এক শরীর অন্য, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং থাকে না তাও নয়; এসব মিথ্যধারণা অপসারিত, বিদূরিত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, নিঃসারিত, তিরোহিত, বিসর্জিত হয়। এভাবে ভিক্ষু মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর কাম-সুখের ইচ্ছা প্রহীন হয়, পুনর্জন্ম লাভের ইচ্ছা প্রহীন হয় এবং ব্রহ্মচর্যের ইচ্ছা প্রশমিত হয়। এভাবে ভিক্ষু সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু কায়সংস্কার প্রশান্তকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগত করে, সুখ-দুঃখহীন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে। এভাবে ভিক্ষু কায়সংস্কার প্রশান্তকারী হয়।

কীভাবে ভিক্ষু উচ্ছিন্নকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষুর আমিত্ব ধারণা প্রহীণ হয়, উচ্ছিন্ন মূল তালবৃক্ষের মতো সমূলে উৎপাটিত হয়, তা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না। এভাবে ভিক্ষু উচ্ছিন্নকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণে ভিক্ষুকে মিথ্যাধারণা বিদূরিতকারী, সর্বস্পৃহা ধ্বংসকারী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, উচ্ছিন্নকারী বলা হয়।"

"কাম ইচ্ছা, ভব ইচ্ছা আর ব্রহ্মচর্যের,
এই সত্য সংস্পর্শের দৃষ্টিস্থান সমুচ্চয়ের।
সর্বরাগে অনাসক্তে তৃষ্ণা ধ্বংস বিমুক্ত,
অপসৃত দৃষ্টিস্থান, হলে ইচ্ছা পরিত্যক্ত।
শীলবান ভিক্ষু সদা সুস্থির অপরাজিত,
অহংকার বিমুক্ত বলে বুদ্ধ আখ্যায়িত।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. উজ্জযসুত্তং–উজ্জয় সূত্র

৩৯. একসময় উজ্জয় ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বলল :

"মহাশয় গৌতম, আপনি নাকি যজ্ঞের গুণকীর্তন করে থাকেন।" ভগবান বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি সব যজ্ঞের গুণকীর্তন করি না; আবার সব যজ্ঞের যে গুণকীর্তন করি না, তাও নয়।" যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শুকর তথা বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয়; সেরূপ হত্যাযজ্ঞের গুণকীর্তন আমি করি না। তার কারণ কী? এরূপ হত্যাযজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায় না।

যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, শুকর এবং বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয় না; সেরূপ পশুবলিবিহীন যজ্ঞের গুণকীর্তন করি আমি। যেমন, নিত্য দান দেওয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞ। তার কারণ কী? পশুবলিবিহীন যজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায়।

"পশুবলি, নরবলি, ঘৃতাহুতি যত মহাযজ্ঞ,
কদলীবৃক্ষ সম সারহীন, নহে মহাফল।
ছাগ, ভেড়া, গরু বিবিধ প্রাণী হননে,
নাহি সম্যকগত, সাধে না মহর্ষিগণে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথোপযুক্ত যজ্ঞ জান, প্রাণিবলি বিহীন,
নাহি প্রয়োজন তাতে ছাগ, গরু হনন;
ইহাই সম্যকগত, সাধেন মহর্ষিগণে।
এ মহাফলদায়ী যজ্ঞে তৎপর মেধাবীগণ,
জানিবে এই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, নাহিক পাপ আগমন;
এতেই বৈপুল্য লাভ, দেবগণও প্রসন্ন হন।"

(নবম সূত্র)

১০. উদাযীসুত্তং–উদায়ী সূত্র

৪০. একসময় উদায়ী ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বলল :

"মহাশয় গৌতম, আপনি নাকি যজ্ঞের গুণকীর্তন করে থাকেন।" ভগবান বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি সব যজ্ঞের গুণকীর্তন করি না; আবার সব যজ্ঞের যে গুণকীর্তন করি না, তাও নয়।" যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শুকর তথা বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয়; সেরূপ হত্যাযজ্ঞের গুণকীর্তন আমি করি না। তার কারণ কী? এরূপ হত্যাযজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায় না।

যেরূপ যজ্ঞে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শুকর বিবিধ প্রাণী হত্যা করা হয় না; সেরূপ পশুবলিবিহীন যজ্ঞের গুণকীর্তন করি আমি। যেমন, নিত্য দান দেওয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞ। তার কারণ কী? পশুবলিবিহীন যজ্ঞ দ্বারা অর্হত্ত্বে উপনীত বা অর্হত্ত্বমার্গে সমাপন্ন হওয়া যায়।

"যথোপযুক্ত যজ্ঞ হয় পশুবলি বিহীনে,
এরূপ যজ্ঞ সাধে সংযত ব্রহ্মচারীগণে।
পুনর্জন্ম ধ্বংসে যারা, পৃথিবী উত্তীর্ণ,
সেই অভিজ্ঞগণে এই যজ্ঞে গুণকীর্তন।
সাধে যদি এযজ্ঞ, কেউ উপযুক্ত সময়ে,
উর্বরক্ষেত্র ব্রহ্মচারী পূজা, প্রসন্ন হৃদয়ে।
উপযুক্ত পাত্রে দান হলে সুসাধিত,
এতে ফলপ্রদ, দেবগণ হয় আনন্দিত।
দান করে মুক্তচিত্তে মেধাবীগণ,
জগতে সুখ তার, রহে দুঃখহীন।"

(দশম সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. রোহিতস্সবগ্গো–রোহিতাশ্ব বর্গ

১. সমাধিভাবনাসুত্তং–সমাধি ভাবনা সূত্র

৪১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার সমাধিভাবনা। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে জ্ঞান দর্শন প্রীতিলাভার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানার্থে সংবর্তিত করে। কোনো সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে আস্রব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। সে বিতর্ক, বিচারের উপশম হেতু অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ, চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক, বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। অতঃপর প্রীতিতে বিরাগ উৎপাদন হেতু উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে। উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলে এই অবস্থাকে আর্যগণ তৃতীয় ধ্যানস্তর বলে থাকেন। এবার সে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ এবং পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগত করে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে অবস্থান করে। এই সমাধিভাবনা ভাবিত বহুলীকৃত হলে এ জীবনে সুখ বিহারার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে জ্ঞান দর্শন প্রতিলাভার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু আলোক সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করে, দিবাসংজ্ঞা অধিষ্ঠান করেIযেভাবে দিনে সেভাবে রাতে, যেভাবে রাতে সেভাবে দিনে। এভাবে জাগ্রত মনে চিত্তের আলোকিত অংশ ভঙ্গ না করে ভাবনা করে। এ সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভার্থে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষুর জ্ঞাত বেদনা উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। জ্ঞাত সংজ্ঞা উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। জ্ঞাত বিতর্ক উদয়, স্থিতি এবং বিলয় হয়ে যায়। এ সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সংবর্তিত করে।

কোন সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আস্রব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করেI 'এটি রূপ, এটি রূপ সমুদয়, এটি রূপ নিরোধ; এটি বেদনা, এটি বেদনা সমুদয়, এটি বেদনা নিরোধ; এটি সংজ্ঞা, এটি সংজ্ঞা সমুদয়, এটি সংজ্ঞা নিরোধ; এটি সংস্কার, এটি সংস্কার সমুদয়, এটি সংস্কার নিরোধ; এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞান সমুদয়, এটি বিজ্ঞান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধ।' এ সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আস্রব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে। সমাধিভাবনা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে আস্রব ক্ষয়ার্থে সংবর্তিত করে। এগুলোই চার প্রকার সমাধিভাবনা।”

ভিক্ষুগণ, পরিপূর্ণতা পূর্ণপ্রশ্নে চিত্তপ্রসাদে এটি ভাষিত হয়েছে।

“সব বিষয় সজ্ঞানে জ্ঞাত ধরাতলে যিনি,
নেই চঞ্চলতা তার, সদা স্থির তিনি।
শান্ত-দান্ত, ক্লেশহীন আর অনাসক্ত,
তাকে বলি আমি যথার্থ জন্ম জরা মুক্ত।”

(প্রথম সূত্র)

২. পঞ্হব্যাকরণসুত্তং–প্রশ্ন ব্যাখ্যা সূত্র

৪২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার প্রশ্ন ব্যাখ্যা। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো প্রশ্ন যথার্থ ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন বিভাগ করে ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন প্রতিজিজ্ঞাসা দ্বারা ব্যাখ্যা করণীয়, কোনো প্রশ্ন স্থাপনীয়। এগুলোই চার প্রকার প্রশ্নের ব্যাখ্যা।”

“প্রথমটি যথার্থ, পরেরটি বিভাগ করণে,
তৃতীয়টি জিজ্ঞাসায়, চতুর্থটি স্থাপনীয়ে।
অনুধাবনে এসবের যিনি সর্বত্র জানে,
চারি প্রশ্নে দক্ষ সেই ভিক্ষুকে বলে।
কৌশলী, সুনিপুণ, জ্ঞানবান অজেয় যিনি,
অর্থ-অনর্থ উভয়েই হন অভিজ্ঞ তিনি।
অনর্থ ত্যাগে, অর্থ গ্রহণে যিনি সুপণ্ডিত,
ধীর পণ্ডিত, নির্বাণজ্ঞানে বিভূষিত।”

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পঠমকোধগরুসুত্তং–ক্রোধপরায়ণ সূত্র (প্রথম)

৪৩. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কেউ ক্রোধপরায়ণ হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ পরনিন্দাপরায়ণ হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ লাভ প্রত্যাশী হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়, কেউ সৎকার প্রত্যাশী হয়ে সত্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়। জগতে এ চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান।

হে ভিক্ষুগণ, জগতে (আরও) চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ক্রোধপরায়ণ হয় না, কেউ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পরনিন্দাপরায়ণ হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে লাভ প্রত্যাশী হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সৎকার প্রত্যাশী হয় না। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।"

"ক্রোধী, নিন্দুক, লাভ সৎকার প্রত্যাশে,
ধর্মে অবর্ধিত তারা সম্বুদ্ধের ভাষাতে।
সদ্ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে করে বিহার, বিচরণ,
ধর্মে বর্ধিত তারা সম্বুদ্ধের এই দেশন।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. দুতিযকোধগরুসুত্তং-ক্রোধপরায়ণ সূত্র (দ্বিতীয়)

৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্রোধ করাটা অসদ্ধর্ম, পরনিন্দা করাটা অসদ্ধর্ম, লাভ প্রত্যাশা করাটা অসদ্ধর্ম, সৎকার প্রত্যাশা করাটা অসদ্ধর্ম। এগুলোই চার প্রকার অসদ্ধর্ম।

হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্রোধ না করাটা সদ্ধর্ম, পরনিন্দা না করাটা সদ্ধর্ম, লাভ প্রত্যাশা না করাটা সদ্ধর্ম, সৎকার প্রত্যাশা না করাটা সদ্ধর্ম। এই চার প্রকার সদ্ধর্ম।"

"ক্রোধী, নিন্দুক, লাভ-সৎকার প্রত্যাশী,
উর্বরক্ষেত্রে নষ্টবীজ, সদ্ধর্মে উন্নতি নাশী।
সদ্ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে করে অবস্থান বিচরণ,
সদ্ধর্মে উন্নতি তাদের, আদরণীয় হন।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. রোহিতস্সসুত্তং–রোহিতাশ্ব সূত্র (প্রথম)

৪৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন দিব্য আভরণে সজ্জিত দেবপুত্র রোহিতাশ্ব দিব্য জ্যোতিতে সমুদয় জেতবন আলোকিত করে শেষরাতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একপার্শ্বে দাঁড়ানো দেবপুত্র রোহিতাশ্ব ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে (জগতের অন্তর) কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম কি?" তদুত্তরে ভগবান বললেন, আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"ভন্তে, অনেক আগে আমি ঋদ্ধিমান, আকাশপথে গমনকারী ভোজপুত্র রোহিতাশ্ব নামক তাপস ছিলাম। সেই সময় আমার এরূপ গতিবেগ ছিল, যেমন—ধনুবিদ্যায় পারদর্শী, দক্ষ, সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, সুনিপুণ ব্যক্তি ক্ষিপ্রভাবে ছুড়া তীর দ্বারা অনায়াসে আড়াআড়ি তালবৃক্ষ ভেদ করতে পারে। আমার এরূপ পদক্ষেপ ছিল, যেমন : পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। এ রকম গতি ও পদক্ষেপের কারণে আমার এবংবিধ ইচ্ছা উৎপন্ন হতো—'আমি পদব্রজে গমনে নির্বাণলোকে উপস্থিত হই'। সেই আমি ভোজন-পান ও মলমূত্র এবং নিদ্রা-ক্লান্তি অপসারিত করে শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষজীবী হওত শতবর্ষ অতিক্রম করেও পদব্রজে গমনে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে না পেরে মহাকাশে মৃত্যুবরণ করি।"

খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, ভন্তে ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, "আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।"

"আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না। অন্যদিকে পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে পারাকে আমি দুঃখের অন্তসাধন বলি না। আমি স্ব-সংজ্ঞাযুক্ত এই ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধে—লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ, লোকনিরোধের উপায় দেখছি।"

"গমনে জগতের অন্ত লাভ হয় না কখন,
জগতান্ত প্রাপ্তেও না হয় দুঃখে মুক্তন।
লোকবিদূ সুমেধ, বিজ্ঞ লোক উৎপত্তিতে,
লোকান্তেও বেদগূ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যেতে।
লোক অন্তে শান্ত জেনে করে অবস্থান,
পরলোক নাশে তিনি অতি মহান।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিযরোহিতস্সসুত্তং–রোহিতাশ্ব সূত্র (দ্বিতীয়)

৪৬. অতঃপর ভগবান সেই রাতের অবসানে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, এ রাতে দিব্য আভরণে সজ্জিত দেবপুত্র রোহিতাশ্ব সম্পূর্ণ জেতবন আলোকিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়াল। স্থিত অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “ভন্তে, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম কি?” রোহিতাশ্ব এরূপ বললে আমি তাকে বলি, “আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।” অতঃপর দেবপুত্র রোহিতাশ্ব আমাকে এরূপ বলল, খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে, “আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।”

“ভন্তে, অনেক আগে আমি ঋদ্ধিমান, আকাশপথে গমনকারী ভোজপুত্র রোহিতাশ্ব নামক তাপস ছিলাম। সেই সময় আমার এরূপ গতিবেগ ছিল, যেমনর্Iধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, দক্ষ, সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, সুনিপুণ ব্যক্তি ক্ষিপ্রভাবে ছুড়া তীর দ্বারা অনায়াসে আড়াআড়ি তালবৃক্ষ ভেদ করতে পারে। আমার এরূপ পদক্ষেপ ছিল, যেমনর্Iপূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। এ রকমের গতি ও পদক্ষেপের কারণে আমার এবংবিধ ইচ্ছা উৎপন্ন হতোI‘আমি পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হই’। সেই আমি ভোজন-পান ও মলমূত্র এবং নিদ্রা-ক্লান্তি অপসারিত করে শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষ জীবি হওত শতবর্ষ অতিক্রম করেও পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে না পেরে মহাকাশে মৃত্যুবরণ করি।”

খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, ভন্তে, ভগবান কর্তৃক সুন্দরভাবে ভাষিত হয়েছে যে “আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।”

“আবুসো, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই ও উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোকে কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না। অন্যদিকে পদব্রজে গমন করে নির্বাণলোকে উপস্থিত হতে পারাকে আমি দুঃখের অন্তসাধন বলি না। আমি স্ব-সংজ্ঞাযুক্ত এই ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধেI লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ, লোকনিরোধের উপায় দেখছি।”

“গমনে জগতের অন্ত লাভ হয় না কখন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জগতান্ত প্রাপ্তেও না হয় দুঃখে মুক্তন।
লোকবিদূ সুমেধ, বিজ্ঞ লোক উৎপত্তিতে,
লোকান্তেও বেদগূ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যেতে।
লোক অন্তে শান্ত জেনে করে অবস্থান।
পরলোক নাশে তিনি অতি মহান।”

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সুবিদূরসুত্তং—দুর্জ্ঞেয় সূত্র

৪৭. “হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? যথা : আকাশ এবং পৃথিবীÏএটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীরÏএটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান হতে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করেÏএটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম (মিথ্যাধর্ম)Ïএটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়।”

“দূরের আকাশ, পৃথিবী উভয়ই দুর্জ্ঞেয়,
দুর্জ্ঞেয় সেরূপ সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর।
দুর্জ্ঞেয় যেখান হতে হয় সূর্য উদিত,
সেরূপ দুর্জ্ঞেয় যেখান হতে সূর্য অস্তগত।
এসবের চেয়ে হয় অতীব দুর্জ্ঞেয়,
প্রভেদ করণ সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম।
সদ্ধর্ম সমাগমে নাহি অবনতি,
সেথায় রবে সুখে অবস্থিতি।
অতি দ্রুত হয় অসদ্ধর্মে আগমন,
সদ্ধর্মে আগমন কিন্তু দুর্জ্ঞেয়, কঠিন।”

(সপ্তম সূত্র)

৮. বিসাখসুত্তং—বিশাখ সূত্র

৪৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন পঞ্চালপুত্র আয়ুষ্মান বিশাখ উপস্থানশালায় ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেন। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যার সময় নির্জনতা হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হওত প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হলেন। আর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, উপস্থানশালায় কে ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছে? উত্তরে ভিক্ষুগণ বললেন, "ভন্তে, পঞ্চালপুত্র আয়ুষ্মান বিশাখ ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উৎসাহিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্মরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছেন।" অতঃপর ভগবান পঞ্চালপুত্র বিশাখকে আহ্বান করে বললেন, "বিশাখ, খুবই উত্তম, খুবই উত্তম; তুমি ভিক্ষুগণকে মার্জিত, সুন্দরভাবে প্রকাশিত, পরিশুদ্ধ, অর্থপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অনাসক্ত ধর্মকথায় সন্দর্শিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত এবং ধর্ম- রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেছ।"

"অসমরূপে জানে মূর্খ পণ্ডিত মিত্রকে,
হাস্যকর বলে জানে অমৃতপদ দেশনাকে।
ভাষণে, ব্যাখ্যায় ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ঋষিবর,
ধর্ম হল ঋষিদের, ঋষিই ধর্মে নিকটতর।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. বিপল্লাসসুত্তং–বিকৃত সূত্র

৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনিত্যে নিত্য চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। দুঃখে সুখ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। অনাত্মে আত্ম চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। অশুভে শুভ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়। এই চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অনিত্যে অনিত্য চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। দুঃখে দুঃখ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। অশুভে অশুভ চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। অনাত্মে অনাত্ম চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না। এই চার প্রকার চিন্তায় সংজ্ঞা, চিত্ত এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় না।"

"অনিত্যে নিত্য, দুঃখে সুখ চিন্তনে,
অনাত্মতে আত্ম, অশুভে শুভ ধারণে।
সে-জন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ জানিবে সকলে,
চিত্ত তার বিকৃত, সত্য-মিথ্যা বিকলে।
যে-জন নহে মুক্ত, শৃঙ্খলিত মারের বন্ধনে,
অবিরাম সংস্কার তার, জন্ম-মৃত্যু অধীনে।
ধরাতলে উৎপন্নে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ভগবান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখনি প্রকাশিত, দুঃখোপশম ধর্ম মহান।
স-চিত্তে লব্ধ এ ধর্ম, মহাপ্রাজ্ঞ যারা,
অনিত্যে অনিত্য, দুঃখে দুঃখ জ্ঞাত তারা।
অনাত্মে অনাত্ম, অশুভে অশুভ দর্শনে,
সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বদুঃখ অতিক্রমে।"
(নবম সূত্র)

১০. উপক্কিলেসসুত্তং–উপক্লেশ সূত্র

৫০. "হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্যের চার প্রকার উপক্লেশ, যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

মেঘ চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। তুষার চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। ধূম্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। অসুরিন্দ্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, এরূপে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্য সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রথম উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মৈথুনধর্ম সেবন করে, মৈথুনধর্ম সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের দ্বিতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করে, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তৃতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করে, মিথ্যা জীবিকা হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চতুর্থ উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের এই চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, আলোকিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।"

"রাগ, হিংসায় উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার দাস রূপে করে অভিনন্দন।
নেশাদ্রব্য পান করে, মৈথুন প্রতিসেবন,
স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে হয় ঘোর অজ্ঞান।
মিথ্যা জীবিকা অনুসরণে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
উপক্লেশ এসব, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
এসবে উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ,
প্রকাশিত, আলোকিত না-রে ধূম্র অজ্ঞান।
অবিদ্যা, তৃষ্ণার দাস হয় পুনর্জন্মচারী,
ধারণে পুনর্জন্ম তারা, শ্মশান বৃদ্ধিকারী।"

(দশম সূত্র)

রোহিতাশ্ব বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

সমাধি প্রশ্ন, দুই ক্রোধ আর দুই রোহিতাশ্ব,
দুর্জ্ঞেয়, বিশাখ, বিকৃত, উপক্লেশসহ দশম।

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. পুঞ্ঞাভিসন্দবগ্গো–পুণ্যফল বর্গ

১. পঠম পুঞ্ঞাভিসন্দসুত্তং–পুণ্যফল সূত্র (প্রথম)

৫১. শ্রাবস্তী নিদান :

"হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গ সংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

চীবর পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্ত সমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

পিণ্ডপাত পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্ত সমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

শয়নাসন পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্ত সমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্ত সমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদে সমন্বিত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্যIতার নিকট এ পরিমাণ পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়। তাই এটা অসঙ্খেয়, অপ্রমেয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাপুণ্যরাশির সংখ্যায় পরিগণিত হয়।

যেমন মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্যIএত পাত্র জল, এত শত পাত্র জল, এত হাজার পাত্র জল, এত লক্ষ পাত্র জল; তাই এটা অসঙ্খেয়, অপ্রমেয় মহা জলরাশির সংখ্যায় গণিত হয়। এভাবেই ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদে সমন্বিত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্যIতার নিকট এ পরিমাণ পুণ্যফল, কুশলসম্পদ সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়। তাই এটা অসঙ্খেয়, অপ্রমেয়, মহাপুণ্যরাশির সংখ্যায় পরিগণিত হয়।"

"ভয়ংকর মহাসমুদ্রের বিশাল জলরাশি,
সেথায় বিদ্যমান কিন্তু উৎকৃষ্ট রত্নরাজি।
বারণ করে না নদী কেহকে জল আহরণে,
সতত প্রবাহিত হয় যেন সমুদ্র পানে।
এভাবে পণ্ডিত নর সম্পাদনে বহুদান,
অন্ন-বস্ত্র, পানীয় আর উত্তম শয্যাসন;
পুণ্যধারা উপনীত, মহাসমুদ্রে যেমন।"

(প্রথম সূত্র)

২. দুতিযপুঞ্ঞাভিসন্দসুত্তং—পুণ্যফল সূত্র (দ্বিতীয়)

৫২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

এ জগতে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হনI'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' এ প্রথম প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হনI'ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়), অকালিক (ফল প্রদানে কালাকাল নেই), এসে দেখার যোগ্য, ঔপনায়িক (নির্বাণে উপনয়নকারী), বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত।' এ দ্বিতীয় প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক সঙ্ঘের প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হনI'ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুপথে প্রতিপন্ন, সোজাপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীনপথে প্রতিপন্ন, এই চারি পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্‌গল (এবং এই চারি পুরুষযুগল) ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ[আহ্বানের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কারের যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' এ তৃতীয় প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়।

এ জগতে আর্যশ্রাবক অখণ্ড, অছিদ্র, পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, বিমুক্ত, বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত, নির্মল, সমাধি সংবর্তনিক, আর্যপ্রশংসিত শীলে সমন্বিত হন। ভিক্ষুগণ, এ চতুর্থ প্রকারে পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে, সংবর্তিত হয়।"

"শ্রদ্ধা যার তথাগতে, অচল সুপ্রতিষ্ঠিত,
শীলে কল্যাণ, আর্যদের প্রশংসিত।
সংঘে যার প্রসন্নতা ঋজুমার্গ দর্শন,
মহাধনী জান, অব্যর্থ তার জীবন।
তাই শ্রদ্ধা, শীল, প্রসন্ন ধর্ম দর্শনে,
নিয়োজিত হয় মেধাবী, বুদ্ধশাসনে।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পঠমসংবাসসুত্তং–মিলন সূত্র (প্রথম)

৫৩. একসময় ভগবান মধুরা[১] এবং বৈরঞ্জের মধ্যবর্তী দীর্ঘরাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। বহু গৃহপতি, গৃহপত্নীও সেপথে গমন করছিল। কিছুক্ষণ পর ভগবান পথপার্শ্বস্থ কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হলেন। গৃহপতি, গৃহপত্নীগণ ভগবানকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করল। ভগবান তাদেরকে এরূপ বললেন, "হে গৃহপতিগণ, গৃহীদের মিলন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুরের সাথে অসুরীর মিলন, অসুরের সাথে দেবীর মিলন, দেবের সাথে অসুরীর

---

[১] মধুরা–সুরসেনের রাজধানী মধুরা উত্তর ভারতের মথুরায় অবস্থিত ছিল। অনেকে যমুনার তীরবর্তী মৃতত্র নগরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করে মহোলি নামক স্থানকে মথুরা রূপে চিহিত করেন। বৈরঞ্জ বা বেরঞ্জ মধুরার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময়ে নগরটি ছিল জনবহুল। (পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগরজীবন—করুণানন্দ ভিক্ষু)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিলন এবং দেবের সাথে দেবীর মিলন।

অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে অসুরীর মিলন।

অসুরের সাথে দেবীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে দেবীর মিলন।

দেবের সাথে অসুরীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে অসুরীর মিলন।

দেবের সাথে দেবীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে দেবীর মিলন। গৃহপতি, এগুলোই (হচ্ছে) চার প্রকার মিলন।"

"স্বামী স্ত্রী উভয়ে হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী,
সেই মিলনকে বলা হয় অসুর-অসুরী।
স্বামী হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী ভীষণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্ত্রী মিষ্টভাষী, শীলবতী আর মাৎসর্যহীন।
এটাকে বলে অসুরের সনে দেবীর মিলন,
স্বামী হলে শীলবান, মিষ্টভাষী, মাৎসর্যহীন।
স্ত্রী হলে কদর্যভাষিণী আর দুঃশীলা ভীষণ,
এটাকে বলে অসুরীর সনে দেবের মিলন।
উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমআচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূর্ণকারী।"
(তৃতীয় সূত্র)

৪. দুতিযসংবাসসুত্তং–মিলন সূত্র (দ্বিতীয়)

৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, মিলন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুরের সাথে অসুরীর মিলন, অসুরের সাথে দেবীর মিলন, দেবের সাথে অসুরীর মিলন, দেবের সাথে দেবীর মিলন।

অসুরের সাথে অসুরীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমলচিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে অসুরীর মিলন।

অসুরের সাথে দেবীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি অসুরের সাথে দেবীর মিলন।

দেবের সাথে অসুরীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে অসুরীর মিলন।"

"দেবের সাথে দেবীর মিলন কীরূপ? এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না; সুশীলা, সদ্ধর্মপরায়ণা এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে দেবীর মিলন। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার মিলন।"

"স্বামী স্ত্রী উভয়ে হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী,
সেই মিলনকে বলা হয় অসুর–অসুরী।
স্বামী হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী ভীষণ,
স্ত্রী মিষ্টভাষী, শীলবতী আর মাৎসর্যহীন;
এটাকে বলে অসুরের সনে দেবীর মিলন।
স্বামী হলে শীলবান, মিষ্টভাষী ও মাৎসর্যহীন,
স্ত্রী হলে কদর্যভাষিণী আর দুঃশীলা ভীষণ;
এটাকে বলে অসুরীর সনে দেবের মিলন।
উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূর্ণকারী।"

(চতুর্থ সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. পঠমসমজীবীসুত্তং–সমজীবী সূত্র (প্রথম)

৫৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান ভগ্গরাজ্যের[১] সুংসুমারগিরিস্থ ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র গ্রহণ করে গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন গৃহপতি নকুলপিতা এবং গৃহপত্নী নকুলমাতা ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করল। উপবিষ্ট নকুলপিতা ভগবানকে এরূপ বলল, 'ভন্তে, যে সময় গৃহপত্নী নকুলমাতা নিতান্ত অল্পবয়স্কা, তখন তাকে আমার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি তাকে মনে মনেও পাপাচারিণী বলে জানি না, কায়িকভাবে পাপাচারিণী বলে কীভাবে জানবো, ভন্তে, আমরা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছি, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি।' গৃহপত্নী নকুলমাতাও এরূপ বলল, 'যে সময় আমি নিতান্ত অল্পবয়স্কা, তখন আমাকে গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি তাকে মনে মনেও পাপাচারী বলে জানি না। কায়িকভাবে পাপাচারী বলে কীভাবে জানবো, ভন্তে, আমরা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছি, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি।'

অতঃপর ভগবান বললেন, হে গৃহপতি ও গৃহপত্নী, যদি কোনো স্বামী-স্ত্রী বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হওত উভয়ে সমশ্রদ্ধাসম্পন্ন, সমশীলসম্পন্ন, সমত্যাগী, সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, তাহলে তারা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে পারবে।

"উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।

---

[১] ভগ্গরাজ্য—ভগ্গদের রাজত্ব ছিল বৈশালী ও শ্রাবস্তীর মধ্যবর্তী স্থানে এবং এদের রাজধানীর নাম সুংসুমারগিরি। এটি একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র ছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে, ভগ্গদের রাজ্যে অবস্থানকালে বুদ্ধ বহুসময় ভেসকলাবন মৃগদাব বিহারে বাস করতেন। বোধিরাজকুমার, নকুলপিতা, নকুলমাতা, সিরিমন্ত সিগালপিতাসহ ভগ্গরাজ্যের বহু সুধীজন বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অষ্টধাতু বিভাজনের অংশ ভগ্গরাও লাভ করেছিল। (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ড. মণিকুন্তলা হালদার)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী।
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূরণকারী।"
(পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিযসমজীবীসুত্তং–সমজীবী সূত্র (দ্বিতীয়)

৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো স্বামী-স্ত্রী যদি বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হওত উভয়ে সমশ্রদ্ধাসম্পন্ন, সমশীলসম্পন্ন, সমত্যাগী, সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, তাহলে তারা বর্তমান জন্মে যেভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সেভাবে একে অপরকে দর্শন করতে পারবে।"

"উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্ক্ষাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমাচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী।
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূরণকারী।"
(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সুপ্পবাসাসুত্তং–সুপ্রবাসা সূত্র

৫৭. একসময় ভগবান কোলিয়রাজ্যে পজ্জনিক নামক কোলিয় নিগমে অবস্থান করছিলেন। একদিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসার[১] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন কোলিয়কন্যা সুপ্রবাসা স্বহস্তে ভগবানকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনাদি দান দিয়ে পরিতৃপ্ত, পরিতুষ্ট করলেন। অতঃপর ভগবানের ভোজনকৃত্য শেষ হলে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্টা সুপ্রবাসাকে ভগবান এরূপ বললেন, "সুপ্রবাসে, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবিকা প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান

---

[১] সুপ্রবাসা—লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী স্থবিরের মাতা। সীবলী জন্মের সময় সাত বছর যাবৎ মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তার জন্মের সাত দিন আগে হতে সুপ্রবাসা অসহ্য প্রসব বেদনা, কষ্ট পেয়েছিলেন। (পরে) বুদ্ধের আশীর্বাদে প্রসব যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ করেন। সুপ্রবাসা ছিলেন কোলীয় রাজার কন্যা। তাঁর স্বামী ছিলেন লিচ্ছবি রাজ মহালী কুমার। সুপ্রবাসা একদিকে রত্নগর্ভা, অন্যদিকে সৌভাগ্যবতী, পুণ্যবতী ও যশোবতী। তিনি সর্বদা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে আপ্যায়িত করতেন। (জাত্যাভিমানের পরিণাম—ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। সেই চারটি কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য আয়ু এবং দেবলোকে দেব আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে দেববলের ভাগী হয়। সুপ্রবাসে, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবিকা প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"উত্তম ভোজন দান করে যে-জন,
লভে সে উত্তম, বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন।
ঋজুভাবে সম্পন্ন হলে দাক্ষিণ্য,
ফল লভে মহা, অমূল্য।
পুণ্য সম্পাদনে, পুণ্যে উপযুক্ত,
ফলদায়ক ইহা, লোকজ্ঞ বর্ণিত।
এরূপ পুণ্যযজ্ঞে যারা অনুচারী,
এ জগতে তারা আনন্দ বিচরি।
অপসারণ করে যেবা মাৎসর্যমল,
অনিন্দিত সেই, স্বর্গে উৎপন্ন।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. সুদত্তসুত্তং–সুদত্ত সূত্র

৫৮. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, "হে গৃহপতি, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবক প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান করে। সেই চারটি বিষয় কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য আয়ু এবং দেবলোকে দেব আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে দেববলের ভাগী হয়। গৃহপতি, ভোজনদাতা আর্যশ্রাবক প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"সংযত, নির্লোভীকে করে ভোজন দান,
আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল লাভ এই চার স্থান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে আয়ু, বর্ণ, সুখ বল দানকারী,
ভবে জন্ম নেয় সে, দীর্ঘায়ু, যশস্বী।"
(অষ্টম সূত্র)

৯. ভোজনসুত্তং–ভোজন সূত্র

৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, ভোজনদাতা দায়ক প্রতিগ্রাহকদের চারটি বিষয় দান করে। সেই চারটি কী কী? যথা : আয়ু দান করে, বর্ণ দান করে, সুখ দান করে, বল দান করে। আয়ু দান করে দাতা মনুষ্যলোকে মনুষ্য আয়ু এবং দেবলোকে দেব আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবর্ণ এবং দেবলোকে দেববর্ণের ভাগী হয়। সুখ দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ এবং দেবলোকে দেবসুখের ভাগী হয়। বল দান করে মনুষ্যলোকে মনুষ্যবল এবং দেবলোকে দেববলের ভাগী হয়। ভিক্ষুগণ, ভোজনদাতা দায়ক প্রতিগ্রাহকদের এই চারটি বিষয় দান করে।"

"সংযত, নির্লোভীকে করে ভোজন দান,
আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল লাভ এই চার স্থান।
হয়ে আয়ু, বর্ণ, সুখ বল দানকারী,
ভবে জন্ম নেয় সে, দীর্ঘায়ু, যশস্বী।"
(নবম সূত্র)

১০. গিহিসামীচিসুত্তং–গৃহী প্রতিপদা সূত্র

৬০. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান বললেন, "হে গৃহপতি, চার ধর্মে সমন্বিত আর্যশ্রাবক গৃহী জীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশঃকীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষলাভী হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা :

এ জগতে কোনো আর্যশ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘকে চীবর, খাদ্য-ভোজ্য, শয়নাসন ও গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান দিয়ে সেবা করে। গৃহপতি, এ চার ধর্মে সমন্বিত আর্যশ্রাবক গৃহী জীবনের উপযুক্ত ধারায় প্রবিষ্টকারী, যশঃকীর্তিলাভী এবং স্বর্গমোক্ষলাভী হয়।"

"পণ্ডিতজনে সেবে গৃহী সমুচিত পদে,
দান দেয় চীবর, শীলবান সম্যকগতে।
পিণ্ডপাত, শয্যাসন আর গিলান প্রত্যয়ে,
এসবে বাড়ে পুণ্য, দিনে আর রাতে।
স্বর্গে উৎপন্ন হয়, উৎকৃষ্ট কর্ম সম্পাদনে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধের বাণী ইহা, সদা মঙ্গল আনে।”

(দশম সূত্র)

পুণ্যসম্পদ বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

দুই পুণ্যফল, দুই মিলন, দুই সমজীবী,
সুপ্রবাসা, সুদত্ত, ভোজন আর গৃহীনীতি।

(৭) ২. পত্তকম্মবগ্গো–প্রাপ্তকর্ম বর্গ

১. পত্তকম্মসুত্তং–প্রাপ্তকর্ম সূত্র

৬১. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, “হে গৃহপতি, জগতে চার প্রকার ধর্ম ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : “ধর্মানুসারে আমার ভোগ (উপভোগ্য বস্তু) উৎপন্ন হোক”Í এই প্রথম ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

“ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগে আমার জ্ঞাতিসহ উপাধ্যায়ের যশ লাভ হোক”Íএই দ্বিতীয় ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

“ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগ, যশে আমি জ্ঞাতি, উপাধ্যায়ের সাথে দীর্ঘায়ু হই, দীর্ঘায়ুকে রক্ষা করতে পারি”Íএই তৃতীয় ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

“ধর্মানুসারে লব্ধ ভোগ, যশে আমি জ্ঞাতি, উপাধ্যায়সহ দীর্ঘকাল জীবিত থেকে, দীর্ঘায়ু রক্ষা করে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারি”Íএই চতুর্থ ধর্ম, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ।

গৃহপতি, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভ এ চার ধর্মের প্রতিলাভার্থে অপর চার প্রকার ধর্ম সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা সম্পদ, শীল সম্পদ, ত্যাগ সম্পদ, প্রজ্ঞা সম্পদ।

শ্রদ্ধা সম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক তথাগতের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়Í‘ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান’। একে বলা হয় শ্রদ্ধা সম্পদ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীল সম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, চুরিকর্ম হতে প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য হতে প্রতিবিরত হয়, প্রমাদের কারণ মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। একে বলা হয় শীল সম্পদ।

ত্যাগ সম্পদ কী রকম? এ জগতে আর্যশ্রাবক দানে উদার, বিশুদ্ধহস্ত, সমর্পিত, উৎসর্গীকৃত, নিযুক্ত হয়ে মাৎসর্যমলমুক্ত চিত্তে গৃহে অবস্থান করে। একে বলা হয় ত্যাগ সম্পদ।

প্রজ্ঞা সম্পদ কী রকম? এ জগতে কেউ লোভাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লজ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লজ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। হিংসাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লজ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লজ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। আলস্য-তন্দ্রাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লজ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লজ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে। উদ্বেগ-চঞ্চলাভিভূত চিত্তে অবস্থানকালে অকৃত্য সম্পাদন করে, কৃত্য লজ্ঘন করে। সেই অকৃত্য সম্পাদন এবং কৃত্য লজ্ঘন করে স্থায়ী যশ, সুখ ধ্বংস করে।

গৃহপতি, লোভ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই লোভ উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। ব্যাপাদ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই ব্যাপাদ উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। আলস্য-তন্দ্রা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই আলস্য-তন্দ্রা উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে। উদ্বেগ-চঞ্চলতা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হয়ে আর্যশ্রাবক চিত্তের সেই উদ্বেগ-চঞ্চলতা উপক্লেশকে পরিত্যাগ করে।

গৃহপতি, লোভ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই লোভ উপক্লেশ প্রহীন হয়। হিংসা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই হিংসা উপক্লেশ প্রহীন হয়। আলস্য-তন্দ্রা চিত্তের উপক্লেশ,এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই আলস্য-তন্দ্রা উপক্লেশ প্রহীন হয়। উদ্বেগ-চঞ্চলতা চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই উদ্বেগ-চঞ্চলতা উপক্লেশ প্রহীন হয়। সন্দেহ চিত্তের উপক্লেশ, এটি জ্ঞাত হওয়ার দরুন আর্যশ্রাবকের চিত্তের সেই সন্দেহ উপক্লেশ প্রহীন হয়। এই আর্যশ্রাবককে বলা হয় মহাপ্রজ্ঞাবান, অধিকতর প্রজ্ঞাবান, আপাতদসো (দশ পরিসরে প্রজ্ঞাবান), প্রজ্ঞাসম্পন্ন। একে বলা হয় প্রজ্ঞা সম্পদ। গৃহপতি, এরূপে জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ এবং দুর্লভIএ চার ধর্মের প্রতিলাভার্থে এই (অপর) চার ধর্ম সংবর্তিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য[১], ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা চার প্রকার প্রাপ্তকর্মের কর্তা নয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা নিজের সম্যকসুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। পিতামাতার সম্যকসুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, দাস-দাসীর সম্যকসুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। বন্ধু ও বন্ধুরূপী পরামর্শ দাতার সম্যকসুখকে সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। এভাবে প্রথম স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা অগ্নি, জল, রাজা, চোর, পুত্র, শত্রু হতে যেসব বিপদ হয়, সেই বিপদসমূহের প্রতিরোধার্থে সংবর্তিত হয় এবং নিজেকে মুক্ত করে। এভাবে দ্বিতীয় স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা পঞ্চ পূজার কর্তা হয়।জ্ঞাতি পূজা, অতিথি পূজা, পূর্ব প্রেত পূজা, রাজা পূজা, দেবতা পূজা। এভাবে তৃতীয় স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

পুনঃ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মদ, প্রমাদ হতে বিরত; ক্ষমাগুণে ও নম্রতায় নিবিষ্ট; গোপনে নিজেকে দমন, শান্ত, পরিনির্বাপিত করে, সেরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করে স্বর্গসুখ, সুখজনক ফল এবং স্বর্গ সংবর্তনিকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে। এভাবে চতুর্থ স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়।

গৃহপতি, সেই আর্যশ্রাবক অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা এ চার প্রাপ্ত কর্মের কর্তা হয়। তাছাড়া যে-কোনো ব্যক্তির এ চার প্রাপ্ত কর্মের দ্বারা লব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; একে বলা হয় ভোগ অস্থানগত, অপ্রাপ্তগত, অজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। গৃহপতি, এই চার প্রাপ্তকর্ম দ্বারা যে-কোনো ব্যক্তির লব্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।একে বলা হয় ভোগ ক্ষয়ের স্থানগত, প্রাপ্ত বিষয়গত ও জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

"ভোগ-ভুক্ত, রক্ষিত-পোষিত, বিপদোত্তীর্ণ আমি,

---

[১] বীর্য বলতে মানসিক বল, পরাক্রম, বীরত্ব, উৎসাহ, উদ্যম ইত্যাদি বুঝায়। বীর্য আলস্য জড়তা বিদূরিত করে চিত্তে প্রবর্তিত হয় এবং মনের আনুপূর্বিক গতি রক্ষা করে। বাধার পর বাধা অতিক্রম করা বীর্যের কাজ। বীর্য থেকে আসে কর্মের প্রেরণা। বীর্যের প্রভাব না থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত কিংবা আধ্যাত্মিক জীবনে সফলকাম হতে পারে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর্বোৎকৃষ্ট দানে মম, কৃত হয় পঞ্চবিধ[১] বলি;
পূজিতে সংযত শীলবানে মোর চিত্ত আকুলি।
যেসব ভোগ সম্পদ ইচ্ছেন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ,
হয়েছে সেসব লাভ মম, অতীত অনুশোচন।
অনুস্মরে মৃত্যু চিন্তা, আর্যধর্মে স্থিত নর,
ইহলোকে প্রশংসা, পরলোকে সুখ অধিকতর।"
(প্রথম সূত্র)

২. আনন্যসুত্তং–ঋণমুক্ত সূত্র

৬২. একসময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন, "হে গৃহপতি, কামভোগী গৃহী সময়ে সময়ে চার প্রকার সুখ ভোগ করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাপ্তি (অত্থি) সুখ, ভোগ সুখ, ঋণমুক্ত সুখ, অনবদ্য সুখ।

প্রাপ্তি সুখ কীরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্রের অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ লাভ হয়। সে 'আমার অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ আছে' বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয় প্রাপ্তি সুখ।

ভোগসুখ কীরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্র অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা সুখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে। সে "আমি অধিগত বীর্য, ভোগ, বাহুবল, পরিশ্রম, ধর্ম এবং ধর্মগুণ দ্বারা সুখ ভোগ করছি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করছি" এ বলে সুখ, সৌমনস্য[২] লাভ করে। একে বলা হয় ভোগসুখ।

ঋণমুক্ত সুখ কীরূপ? এ জগতে কোনো কুলপুত্র কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশি ঋণ গ্রহণ করে না। সে 'আমি কারো কাছ থেকে অল্প কিংবা বেশি ঋণ গ্রহণ করিনি' এ বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয় ঋণমুক্ত সুখ।

অনবদ্য সুখ কীরূপ? এ জগতে আর্যশ্রাবক অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো- কর্মে সমন্বিত হয়। সে 'আমি অনবদ্য কায়-বাক্য-মনো-কর্মে সমন্বিত' এ বলে সুখ, সৌমনস্য লাভ করে। একে বলা হয় অনবদ্য সুখ। গৃহপতি, এই চার প্রকার সুখ কামভোগী গৃহী সময়ে সময়ে উপভোগ করে।

---

[১] পঞ্চবলি বা পঞ্চপূজা—জ্ঞাতিপূজা, অতিথিপূজা, প্রেতপূজা, রাজপূজা, দেবতাপূজা।

[২] সৌমনস্য—মানসিক আনন্দ অনুভূতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ঋণমুক্ত সুখ আর অখিসুখে হয়ে পরিজ্ঞাত,
পরকে লিপ্ত দেখেও জ্ঞানী, তাতে অক্ষত।
সেই উভয় সুখকে সুমেধ করে অনুধাবন,
অনবদ্য সুখে, নহে ষোড়াংশ সমান।"
(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ব্রহ্মসুত্তং–ব্রহ্মা সূত্র

৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা ব্রহ্মাসদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূর্বাচার্যসদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূর্বদেবতা সদৃশ। যে পুত্রকন্যাদের গৃহে পিতামাতা পূজিত হয়, সে গৃহাদিতে তারা পূজার উপযুক্ত।"

"ভিক্ষুগণ, এখানে ব্রহ্মা হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূর্বাচার্য হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূর্বদেবতা হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। পূজার উপযুক্ত হচ্ছে পিতামাতার অধিবচন। তার কারণ কী? পিতামাতা, পুত্রকন্যাদের বহু উপকারী; জন্ম হতেই রক্ষাকারী, ভরণপোষণকারী এবং এই পৃথিবী প্রদর্শনকারী।"

"মাতাপিতা হল ব্রহ্মা আর পূর্বাচার্য,
পুত্রকন্যাদের সেবা পাবার যোগ্য।
হয়ে পুত্রকন্যার পরম অনুকম্পাকারী,
পণ্ডিতে জানাই তাতে পূজা আর শ্রদ্ধাঞ্জলি।
উত্তম অন্ন, জল আর বস্ত্র, শয্যাদি প্রদানে,
সুগন্ধি-লান আর পদধৌত করণে।
মাতাপিতা সেবে পূজে যেই পণ্ডিত,
ইহলোকে প্রশংসা, স্বর্গেও আনন্দিত।"
(তৃতীয় সূত্র)

৪. নিরযসুত্তং–নিরয় সূত্র

৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত পুদ্গল নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার এবং মিথ্যাবাক্য ভাষণ করা। এই চার ধর্মে সমন্বিত পুদ্গল নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"প্রাণিহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মার্গ ইহা নরকের, নিন্দে পণ্ডিতগণ।”
(চতুর্থ সূত্র)

৫. রূপসুত্তং–রূপসূত্র

৬৫. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রূপপ্রিয়, রূপসম্পন্ন; ঘোস (গুণকীর্তন) প্রিয়, ঘোসপ্রসন্ন; রুক্ষপ্রিয়, রুক্ষ প্রসন্ন; ধর্মপ্রিয়, ধর্মপ্রসন্ন। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।”

“রূপ আর শব্দের প্রতি যারা বিমোহিত,
জানে না হায়, ছন্দরাগে হয় বশীভূত।
আধ্যাত্মিক অজ্ঞাত, বাহ্যিকও অদর্শিত,
সর্বাবরণে মূর্খ, শব্দে হয় মোহিত।
আধ্যাত্মিক অজ্ঞাত, বাহ্যিক দর্শিত,
বাহ্যিক ফলদর্শী, শব্দে হয় মোহিত।
আধ্যাত্মিক জ্ঞাত, বাহ্যিকও দর্শিত,
নিবরণমুক্ত জ্ঞানী নহেন মোহিত।”
(পঞ্চম সূত্র)

৬. সরাগসুত্তং–সরাগ সূত্র

৬৬. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রাগযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত এবং অহংকারযুক্ত। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।”

“হলে কামে রাগাভিভূত আর প্রিয়রূপে নন্দিত,
মোহে আবদ্ধ সত্ত্ব, বন্ধন করে দৃঢ়, বর্ধিত।
রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগে যতো জ্ঞানীগণ,
সম্পাদনে কুশল কর্ম, ধ্বংসেন সব দুঃখ যাতন।
অবিদ্যাচ্ছন্ন পুরুষ, যেন জ্ঞান আর দৃষ্টি হীন,
ধর্মই উত্তমIএ ধারণায় সে দীন অতি দীন।”
(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অহিরাজসুত্তং–অহিরাজ সূত্র

৬৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীতে জনৈক ভিক্ষু সর্প কর্তৃক দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এ শ্রাবস্তীতে জনৈক ভিক্ষু সর্প দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।" ভিক্ষুগণের মুখে এ কথা শুনে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু নিশ্চয়ই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্ত পোষণ করেনি। যদি সেই ভিক্ষু চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্ত পোষণ করত, তাহলে সর্প দংশনে তার মৃত্যু হতো না।"

সেই চার প্রকার অহিরাজকুল কী কী? বিরূপাক্ষ অহিরাজকুল, এরাপথ অহিরাজকুল, ছব্যাপুত্র অহিরাজকুল, কৃষ্ণ গৌতমক অহিরাজকুল। সেই ভিক্ষু নিশ্চয়ই এই চার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্ত পোষণ করেনি। যদি সে এই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্ত পোষণ করত, তাহলে তাকে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করতে হতো না।

হে ভিক্ষুগণ, আত্মগুপ্তি, আত্মরক্ষা এবং আত্ম পরিত্রাণের জন্য এই চার প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্ত পোষণ করতে অনুজ্ঞা প্রদান করছি।

"মৈত্রী মোর বিরূপাক্ষের, আরও এরাপথের,
মোর মৈত্রী ছব্যাপুত্রের, কণহগোতমকের।
পদহীনে মৈত্রী মম, আরও দ্বিপদে,
চতুর্পদে মৈত্রী মম, আর বহুপদে।
সব সত্ত্ব, সবপ্রাণী আর যতো ভূতগণ,
দৃষ্টিপরায়ণ হোক, না হোক পাপ আগমন।
অপ্রমিত বুদ্ধের গুণ, ধর্মের গুণ অপ্রমিত,
সঙ্ঘের গুণ অপ্রমিত কিন্তু সরীসৃপ সীমিত।
সর্প, বৃশ্চিক, মাকড়সা আর শতপদী,
সরভূ, মূষিক প্রমেয় হয়ও যদি।
করেছি আমি রক্ষাবন্ধন পরিত্রাণ পাঠ,
সব ভূত প্রাণী না হিংসে দূরে সরে যাক;
প্রণমি সপ্ত বুদ্ধকে আমি, সদা দিন-রাত।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. দেবদত্ত সুত্তং—দেবদত্ত সূত্র

৬৮. একসময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন, দেবদত্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে দেবদত্ত সম্বন্ধে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন (লাভ) হয়েছে। ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।”

যেমন কদলীবৃক্ষ আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন বাঁশ আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন নল আত্মনাশের জন্যেই ফলবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই ফলবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

যেমন অশ্বতরী[১] আত্মনাশের জন্যেই গর্ভবতী হয়, ধ্বংসের জন্যেই গর্ভবতী হয়, ঠিক তেমনি আত্মনাশের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে, ধ্বংসের জন্যেই দেবদত্তের লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।

“ধ্বংসের তরে কদলী, বাঁশ, নল ফলবতী,
অশ্বতরী গর্ভধারণ করলে মৃত্যুই নিয়তি।
কাপুরুষের লাভ-সৎকারও ধ্বংসই গতি।”

(অষ্টম সূত্র)

৯. পধান সুত্তং—প্রধান সূত্র

৬৯. “হে ভিক্ষুগণ, প্রধান চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সংবরণ প্রধান, প্রহান প্রধান, ভাবনা প্রধান, অনুরক্ষণ প্রধান।

সংবরণ প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন অকুশল পাপধর্মের অনুৎপাদনার্থে ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে সংবরণ প্রধান।

প্রহান প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন অকুশল পাপধর্মের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে প্রহান প্রধান।

---

[১] অশ্বের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে কিংবা গর্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভজাত খচ্চরী। খচ্চরী বা অশ্বতরী গর্ভ ধারণ করে বটে কিন্তু প্রসবকাল উপস্থিত হলে প্রসব করতে পারে না। কেবল পা আঁচড়াতে থাকে। অনন্তর চারি পা বেঁধে উদর কেটে গর্ভ বের করতে হয়। এতে অশ্বতরীর মৃত্যু হয়। সে জন্য এখানে অশ্বতরীর উপমা দেওয়া হয়েছে। (সার সংগ্রহ, ২য় খণ্ড)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবনা প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপাদনের ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে ভাবনা প্রধান।

অনুরক্ষণ প্রধান কাকে বলে? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং চিত্তকে দৃঢ় করে। একেই বলে অনুরক্ষণ প্রধান। এগুলোই চার প্রকার প্রধান।"

"সংবরণ, প্রহীন আর ভাবনা, অনুরক্ষণ,
সম্যক প্রধান, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের দেশন।
যেই ভিক্ষু এসব পূরণে হয় উদ্যোগী,
দুঃখ, পাপ ধ্বংসে তিনি হন চিরসুখী।"

(নবম সূত্র)

১০. অধম্মিক সুত্তং–অধার্মিক সূত্র

৭০. "হে ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে রাজাগণ অধার্মিক হয়, সে সময়ে উপরাজাগণও অধার্মিক হয়। উপরাজাগণ অধার্মিক হবার কারণে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও অধার্মিক হয়। তাদের কারণে নিগম-জনপদবাসীও অধার্মিক হয়। নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক হবার কারণে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। নক্ষত্র-তারকাদি নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করার কারণে সঠিক সময়ে দিনরাত হয় না। সঠিক সময়ে দিনরাত না হবার কারণে সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হয় না। সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস না হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু, বছর হয় না। সঠিক সময়ে ঋতু, বছর না হবার কারণে অসময়ে, অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। অসময়ে, অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতাগণ কুপিত হয়। দেবতাগণ কুপিত হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণ না হবার কারণে অল্প সময়ে শষ্য পরিপক্ব হয়। অল্প সময়ে পরিপক্ব শষ্য পরিভোগ করে মনুষ্যগণ অল্পায়ু, দুর্বর্ণ (কুৎসিত), বহু রোগগ্রস্ত হয়।

অপরদিকে, যে-সময়ে রাজাগণ ধার্মিক হয়, সে সময়ে উপরাজাগণও ধার্মিক হয়। উপরাজাগণ ধার্মিক হবার কারণে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও ধার্মিক হয়। তাদের কারণে নিগম-জনপদবাসীও ধার্মিক হয়। নিগম-জনপদবাসী ধার্মিক হবার কারণে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করার কারণে নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। নক্ষত্র-তারকাদি নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করার কারণে সঠিক সময়ে দিনরাত হয়। সঠিক সময়ে দিনরাত হবার কারণে সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হয়।

সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু, বছর হয়। সঠিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সময়ে ঋতু, বছর হবার কারনে যথাসময়ে, নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। যথাসময়ে, নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হয়। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে শষ্য পরিপক্ক হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পরিপক্ক শষ্য পরিভোগ করে মনুষ্যগণ দীর্ঘায়ু, সুবর্ণ, বলবান, অল্প রোগগ্রস্ত হয়।"

"গমনকালে প্রধান ষাঁড় চলে যদি এঁকেবেঁকে,
অন্য গো সবও চলে বেঁকে, অনুসরণে তাকে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন অধর্ম পথে,
প্রজা সব হয় অধার্মিক, দুর্বল রাজকার্য তটে;
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে দুঃখ, রাজার অধর্মতে।
গমনকালে প্রধান ষাঁড় চলে যদি সোজাভাবে,
অন্য গো সবও চলে সোজা, নহে অন্যভাবে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন ধর্মপথে,
প্রজা সব হয় ধার্মিক, রাজার আদর্শতে;
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে সুখ, রাজার ধর্মেতে।"

(দশম সূত্র)

প্রাপ্তবর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

"প্রাপ্তকর্ম, ঋণমুক্ত, ব্রহ্মা, নিরয়, রূপসহ পঞ্চম,
রাগমুক্ত, অহিরাজ, দেবদত্ত, প্রধান, অধার্মিক এই দশম।"

(৮) ৩. অপন্নকবগ্গো–সম্যক বর্গ

১. পধানসুত্তং–প্রধান সূত্র

৭১. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আস্রব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ভিক্ষু শীলবান হয়, বহুশ্রুত হয়, আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আস্রব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. সম্মাদিট্‌ঠিসুত্তং–সম্যক দৃষ্টি সূত্র

৭২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং আস্রব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : নৈষ্ক্রম্য চিন্তা[১], অব্যাপাদ চিন্তা[২], অবিহিংসা চিন্তা এবং সম্যক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয় এবং আস্রব ক্ষয়ার্থে তার সেই ধর্মসমূহ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সপ্পুরিসসুত্তং–সৎপুরুষ সূত্র

৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে যে-জন অজিজ্ঞাসিত হয়ে পরের নিন্দা করে, সেই অসৎ পুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা আছে, এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরনিন্দাকারী হয়। এভাবে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের প্রশংসা করে না, সেই অসৎ পুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা নেই, এই বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয় না। এভাবে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের নিন্দা করে না, সেই অসৎ পুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা নেই, এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ নিজের নিন্দাকারী হয় না। এভাবে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

পুনশ্চ, যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের প্রশংসা করে, সেই অসৎ পুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা আছে, এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ নিজের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়। এ চার ধর্মে সমন্বিত হলে অসৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত হলে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : এ জগতে যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের নিন্দা করে না, সেই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা নেই, এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ পরনিন্দাকারী হয় না। এভাবে সৎপুরুষ বলে

---

[১] নৈষ্ক্রম্য চিন্তা—পঞ্চকামগুণ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) সহগত কামতৃষ্ণা, ভোগ লিপ্সা পরিভোগের অভিপ্রায় ত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তির চিন্তা এ চিন্তা দ্বারা মানুষ ক্রমান্বয়ে সাংসারিক মায়ামোহের বন্ধন পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয় দারুণভাবে।

[২] অব্যাপাদ চিন্তা—হিংসা, অনিষ্ট সাধন করার চিন্তা হতে বিরত হয়ে মৈত্রী চিন্তা করার অপর নামই অব্যাপাদ চিন্তা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে পরের প্রশংসা করে, সেই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা আছে, এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে সৎ পুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন অ-জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের নিন্দা করে, সেই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা আছে, এ বলে তা বর্জন না করে, স্থগিত না রেখে পরিপূর্ণ পরের প্রশংসাকারী হয়। এভাবে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যে-জন জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের প্রশংসা করে না, সেই সৎপুরুষ। প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে, তাদের জিজ্ঞাসার কীই-বা নেই, এ বলে তা বর্জন করে, স্থগিত রেখে পরিপূর্ণ নিজের প্রশংসাকারী হয় না। এভাবে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়। এ চার ধর্মে সমন্বিত হলে সৎপুরুষ বলে জ্ঞাতব্য হয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে রাতে অথবা দিনে নববধূ গৃহে আনা হয়, সে সময়ে শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এমনকি দাস-দাসীরাও যদি তার সম্মুখে পড়ে, তাহলে ঐ বধূর তীব্র লজ্জা, ভয় উৎপন্ন হয়। পরবর্তীকালে একত্রে বাস করার কারণে, ঘনিষ্ঠ হওয়াতে সেই বধূ শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীকে এরূপ বলেĺ"দূর হোন, আপনারা কিছুই জানেন না।" ঠিক তেমনি এ জগতে কোনো ভিক্ষু যে রাতে অথবা দিনে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সে সময়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা এমনকি সেবকেরাও যদি তার সম্মুখে পড়ে, তাহলে তার তীব্র লজ্জা, ভয় উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে একত্রে বাস করার কারণে, ঘনিষ্ঠ হওয়াতে সেই প্রব্রজিত আচার্য, উপাধ্যায়কে এরূপ বলেĺ"দূর হোন, আপনারা কিছুই জানেন না।" "তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিতĺআমরা অধুনাগত বধূর ন্যায় হয়ে অবস্থান করব।"

হে ভিক্ষুগণ, এটি এরূপেই তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

(তৃতীয় সূত্র)

৪. পঠম-অগ্গসুত্তং–শ্রেষ্ঠ সূত্র (প্রথম)

৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রেষ্ঠ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীল শ্রেষ্ঠ, সমাধি শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, বিমুক্তি শ্রেষ্ঠ। এগুলোই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. দুতিয-অগ্গসুত্তং–শ্রেষ্ঠ সূত্র (দ্বিতীয়)

৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রেষ্ঠ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রূপ শ্রেষ্ঠ, বেদনা শ্রেষ্ঠ, সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, ভব শ্রেষ্ঠ। এগুলোই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ।" (পঞ্চম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্র)

৬. কুসিনারসুত্তং—কুশীনগর সূত্র

৭৬. একসময় ভগবান কুশীনগরে[১] মল্লদের শালবনে যমক শালবৃক্ষের মাঝখানে অবস্থান করছিলেন, পরিনির্বাণমঞ্চে। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।" ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয় 'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ নীরব রইলেন।" ভগবান দ্বিতীয়বার ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয় 'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ দ্বিতীয়বারের মতো নীরব রইলেন।" ভগবান তৃতীয়বার ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও কি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় রয়েছে? সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এরূপ মনস্তাপ করতে না হয় 'শাস্তা আমাদের সামনে ছিলেন, অথচ সেই সম্মুখস্থ ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হইনি।' শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ তৃতীয়বারের মতো নীরব রইলেন।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, যদি শাস্তার প্রতি গৌরববশে জিজ্ঞাসা না কর, তাহলে বন্ধু বিবেচনা করে, বন্ধুর কাছে প্রকাশ করার মতো প্রকাশ করো।" শাস্তা এরূপ বললেও সেই ভিক্ষুগণ নীরব রইলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "অতি আশ্চর্য, ভন্তে, আমি অতীব প্রসন্ন। এই ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ,

---

[১] কুশীনগর ছিল মল্লরাজ্যের একটি অংশের রাজধানী। অপর অংশের রাজধানী ছিল পাবা। কুশীনগর ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান। বৌদ্ধদের চারি মহাপুণ্যতীর্থের অন্যতম পবিত্র একটি স্থানরূপে অভিহিত। ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায় বর্তমানে কাসিয়া নামে পরিচিত। (পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবন—করুণানন্দ ভিক্ষু)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় নেই।”

আনন্দের এ কথা শুনে ভগবান বললেন, “হে আনন্দ, তুমি প্রসন্ন বলছ। আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে এটা জ্ঞাত যে ‘এই ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে একজন ভিক্ষুর মনেও বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, পটিপদা সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় নেই’। আনন্দ, এই পাঁচশত ভিক্ষুর মধ্যে যে সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী সেও স্রোতাপন্ন, অপায় বিনিপাত নিরয় হতে উত্তীর্ণ।”

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. অচিন্তেয্যসুত্তং–অচিন্তনীয় সূত্র

৭৭. “হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়; যেগুলো চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। সেই চার বিষয় কী কী? যথা : বুদ্ধগণের বুদ্ধজ্ঞান অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। ধ্যানীগণের ধ্যান বিষয় অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। কর্মবিপাক অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়। লোকচিন্তা অচিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত নয়, যা চিন্তা করলে উন্মাদগ্রস্ত ও দুঃখের ভাগী হতে হয়।”

(সপ্তম সূত্র)

৮. দক্‌খিনসুত্তং–দাক্ষিণ্য সূত্র

৭৮. “হে ভিক্ষুগণ, দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা গ্রহীতা পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না। এরূপ দাক্ষিণ্য আছে, যা দাতার পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না? এ জগতে দাতা শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়; কিন্তু গ্রহীতা দুঃশীল, পাপধর্মী। এভাবে দাতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতে হয় না।

কীভাবে গ্রহীতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না? এ জগতে দাতা দুঃশীল, পাপধর্মী হয়; কিন্তু গ্রহীতা শীলবান, কল্যাণধর্মী। এভাবে গ্রহীতা পক্ষ হতে দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, দাতা পক্ষ হতে হয় না।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয় না, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় না? এ জগতে দাতাও দুঃশীল, পাপধর্মী হয়; গ্রহীতাও দুঃশীল, পাপধর্মী হয়। এভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয় না; গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয় না।

কীভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়? এ জগতে দাতাও শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়; গ্রহীতাও শীলবান, কল্যাণধর্মী হয়। এভাবে দাতা পক্ষ হতেও দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতা পক্ষ হতেও বিশুদ্ধ হয়। এগুলোই চার প্রকার দাক্ষিণ্য বিশুদ্ধ।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. বণিজ্জসুত্তং–বাণিজ্য সূত্র

৭৯. একসময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন কারণে এ জগতে কারোর কার্যকর বাণিজ্য ধ্বংস হয়? কারোর কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয় না? কারোর কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয়? কারোর কার্যকর বাণিজ্য পর অভিপ্রায়ে হয়?"

ভগবান বললেন, "হে শারীপুত্র, এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হওত আহ্বান করে বলে 'ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।' (শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় বলার পর) সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা প্রদান করে না। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয় তা ধ্বংস হয়।

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হওত আহ্বান করে বলে 'ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।' সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা যথোচিতভাবে প্রদান করে না। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা যথোচিত হয় না।

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হওত আহ্বান করে বলে 'ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন।' সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা যথোচিতভাবে প্রদান করে। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা যথোচিতভাবে হয়।"

এ জগতে কেউ (কোনো ব্যক্তি) শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হওত আহ্বান করে বলে "ভন্তে, আপনার অভিপ্রায় বা কি প্রয়োজন বলুন। সে যা প্রদান করতে মনোভাব ব্যক্ত করে, তা পর অভিপ্রায়ে প্রদান করে। তথা হতে চ্যুত হয়ে সে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়, তা পর অভিপ্রায়ে হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"শারীপুত্র, এ হেতুতে, এ কারণে এ জগতে কারো কার্যকর বাণিজ্য ধ্বংস হয়; কারো কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয় না; কারো কার্যকর বাণিজ্য যথোচিতভাবে হয়; কারো কার্যকর বাণিজ্য পর অভিপ্রায়ে হয়।"

(নবম সূত্র)

১০. কম্বোজসুত্তং–কম্বোজ সূত্র

৮০. একসময় ভগবান কৌশম্বিতে[১] ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন কারণে কোনো স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত হয় না, কর্মে নিয়োজিত হয় না এবং কম্বোজে (কম্বোজ নগরে) গমন করে না?"

"হে আনন্দ, ক্রোধ স্বভাবের কারণে, ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে, পরশ্রীকাতরতার কারণে, দুষ্প্রাজ্ঞ হবার কারণেÍএই হেতুতে, এই কারণে কোনো স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত হয় না, কর্মে নিয়োজিত হয় না, কম্বোজে গমন করে না।" (দশম সূত্র)

সম্যক বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

প্রধান, দৃষ্টি, সৎ পুরুষ, দুই শ্রেষ্ঠ মিলে পাঁচ,
কুশীনগর, অচিন্তনীয়, দাক্ষিণ্য, বাণিজ্য, কম্বোজ এ দশ।

(৯) ৪. মচলবগ্গো–মচল বর্গ

১. পাণাতিপাতসুত্তং–প্রাণিহত্যা সূত্র

৮১. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়? সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যাকারী হলে, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হলে, ব্যভিচারী হলে, মিথ্যাবাক্য ভাষণকারী হলে। এ চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে

---

[১]। কৌশম্বী—বুদ্ধের সমকালীন কৌশম্বী ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অষ্টম মহাজনপদ বংশের রাজধানী। মহীয়সী নারী শ্যামবতীর স্বামী রাজা উদয়নের মহা সমৃদ্ধশালী রাজধানী ছিল এ কৌশম্বী। রাজা উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। এ বিহারে কয়েক হাজার ভিক্ষু অবস্থান করতেন। বিহারটি ঘোষিতারাম নামে পরিচিত। কৌশম্বী বর্তমান নাম 'কোসম'। যা ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ এলাহাবাদের বাইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হলে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হলে, ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত হলে, মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. মুসাবাদসুত্তং–মিথ্যাবাক্য সূত্র

৮২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য ভাষণকারী হলে, পিশুনবাক্য ভাষণকারী হলে, পরুষবাক্য ভাষণকারী হলে এবং সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে, পরুষবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে এবং সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হলে। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অবন্নারহসুত্তং–নিন্দাযোগ্য সূত্র

৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে নিন্দনীয়ের প্রশংসা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত না হয়ে, অনুসন্ধান না করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ প্রকাশ করা। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে নিন্দনীয়ের নিন্দা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে নিরানন্দ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা; সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে, অনুসন্ধান করে আনন্দ বিষয়ে নিরানন্দ প্রকাশ করা। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।” (তৃতীয় সূত্র)

৪. কোধগরুসুত্তং–ক্রোধপরায়ণ সূত্র

৮৪. “হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ক্রোধপরায়ণ হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, পরনিন্দাকারী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, লাভের প্রত্যাশী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, সৎকারের প্রত্যাশী হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : ক্রোধপরায়ণ না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, পরনিন্দাকারী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, লাভের প্রত্যাশী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া, সৎকারের প্রত্যাশী না হয়ে সদ্ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এই চার ধর্মে সমন্বিত, সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।”

(চতুর্থ সূত্র)

৫. তমোতমসুত্তং–তমপরায়ণ সূত্র

৮৫. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : তম তমপরায়ণ, তম জ্যোতিঃপরায়ণ, জ্যোতি তমপরায়ণ, জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ।

কীরূপ পুদ্গল তম তমপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : চণ্ডালকুলে, বেনকুলে, ব্যাধকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ুদারকুলে, অন্ন-পান-ভোজনে অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলেIযেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কদাকার, বহুরোগগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধদ্রব্য পেষণ-লেপন, শয্যাসন, আবাস, তৈল-প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করতে পারে না। সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল তম তমপরায়ণ।

কীরূপ পুদ্গল তম জ্যোতিঃপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : চণ্ডালকুলে, বেনকুলে, ব্যাধকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ু দারকুলে, অন্ন-পান-ভোজনে অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলেIযেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কদাকার, বহুরোগগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধদ্রব্য পেষণ-লেপন, শয্যাসন, আবাস, তৈল-প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করতে পারে না। কিন্তু সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে না, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে না, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে না। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল তম জ্যোতিঃপরায়ণ।

কীরূপ পুদ্গল জ্যোতি তমপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : মহা বিত্তবান ক্ষত্রিয়কুলে, মহা বিত্তবান ব্রাহ্মণকুলে, মহা বিত্তবান গৃহপতিকুলে অথবা মহা ভোগ-সম্পদ, স্বর্ণ- রৌপ্য ও প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতি সুশ্রী, সুদর্শন, মনোহর ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা ও প্রসাধনীয় সুগন্ধ দ্রব্য, শয্যাসন, আবাস, প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। তবে সে কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল জ্যোতি তমপরায়ণ।

কীরূপ পুদ্গল জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। যেমন : মহা বিত্তবান ক্ষত্রিয়কুলে, মহা বিত্তবান ব্রাহ্মণকুলে, মহা বিত্তবান গৃহপতিকুলে অথবা মহা ভোগ-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতি সুশ্রী, সুদর্শন, মনোহর ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হয়। অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা ও প্রসাধনীয় সুগন্ধ দ্রব্য, শয্যাসন, আবাস, প্রদীপ ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। সে কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে। সেই কায়-বাক্য-মন দ্বারা সুচরিত আচরণ করার ফলে দেহান্তে মরণের পর সুগতি স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্গল জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. ওণতোণতসুত্তং–অবনতাবনত সূত্র

৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার পুদ্গল কী কী? যথা : অবনতাবনত, অবনতোন্নত, উন্নতাবনত, উন্নতোন্নত। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পুত্তসুত্তং–পুত্র সূত্র

৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল হয়? এ জগতে কোনো ভিক্ষু প্রতিপদায় শৈক্ষ্য[১] হয়; অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। যেমন, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার অনভিষিক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র অভিষেকে উদগ্রীব থাকে, ঠিক তেমনিভাবে সেই ভিক্ষু প্রতিপদায় শৈক্ষ্য হয়, অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে কোনো ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, তবে নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে কোনো ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি সাক্ষাৎ এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে কোনো ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই বহু বা অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতু পরিবর্তনজনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

ভিক্ষুগণ, যথার্থভাবে বললে আমাকেই শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। কারণ আমি প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে;

[১] শৈক্ষ্য—অর্থ শিক্ষাব্রতী, শিশিক্ষু। যার এখনও শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। যিনি অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত। যখন শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য অর্থাৎ অর্হৎ। (ধম্মপদ অট্‌ঠকথা—ড. সুকোমল চৌধুরী)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করি, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। যেসব ভিক্ষুগণের সাথে আমি অবস্থান করি, তারা আমার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে, অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। আমাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্ত্র দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তনজনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব আমার বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হই; আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করি। তাই যথার্থভাবে বললে আমাকেই শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সংযোজনসুত্তং–সংযোজন সূত্র

৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু তিন প্রকার সংযোজন[১] ক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী[২], নিয়ত সম্বোধি[৩] পরায়ণ স্রোতাপন্ন হয়। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল।

---

[১] সংযোজনজেন্তি বন্ধন্তীতি সংযোজনানি'—ভবচক্রে বা সংসারে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে আবদ্ধ করে এ অর্থে সংযোজন। এ মনোবৃত্তিগুলো সত্ত্ব বা জীবকে সংসারে ধরে রাখতে সমর্থ। এজন্য এগুলোকে বলা হয় সংযোজন বা বন্ধন। সংযোজন দশ প্রকার; যথা : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় অধোভাগীয় সংযোজন, পরবর্তী পাঁচটিকে বলা ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। (অট্ঠকথা)

[২] অবিনিপাত ধম্মো—চার প্রকার অপায়ে (নিরয়, তির্যক, প্রেত, অসুর যোনি) অবিনিপাত স্বভাব অর্থাৎ অপতনশীল। কিছুতেই আর নিরয়, তির্যক, প্রেত, অসুর যোনিতে উৎপন্ন হবে না।

[৩] সম্বোধি পরাযনো—মার্গত্রয়রূপ সম্বোধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্রোতাপন্ন তিনভাগে বিভাগ। একবীজ স্রোতাপন্ন (যারা একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন) কুলংকুল স্রোতাপন্ন (যারা দ্বিতীয়বার হতে ছয়বার পর্যন্ত কাম সুগতিতে জন্মগ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন), সত্তকখত্তু পরম স্রোতাপন্ন (যারা সাতবার পর্যন্ত কাম সুগতিতে জন্মান্তর গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন)—মহাপরিনির্বাণ সূত্র, শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু তিন প্রকার সংযোজন ক্ষয় করে; রাগ, দ্বেষ, মোহ ক্ষীণ করে সকৃদাগামী হয়। একবার মাত্র পুনর্জন্মগ্রহণ করে দুঃখের ক্ষয়সাধন করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপপাতিকসত্ত্ব হয় এবং সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়, আর পুনর্জন্মগ্রহণ করে না। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. সম্মাদিট্‌ঠিসুত্তং—সম্যক দৃষ্টি সূত্র

৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যকসমাধিসম্পন্ন হয়। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যক জ্ঞান, সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়। চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। যথার্থভাবে বললে আমাকে শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. খন্ধসুত্তং–স্কন্ধ সূত্র

৯০. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রমণাচল, শ্রমণ-পুণ্ডরীক, শ্রমণ-পদ্ম, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল? এ জগতে ভিক্ষু সাধারণ চিত্তসম্পন্ন শৈক্ষ্য হয় এবং অনুত্তর যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষী হয়ে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণাচল।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করেÏ'এটি রূপ', 'এটি রূপ সমুদয়', 'এটি রূপ নিরোধ'; 'এটি বেদনা', 'এটি বেদনা সমুদয়', 'এটি বেদনা নিরোধ'; 'এটি সংজ্ঞা', 'এটি সংজ্ঞা সমুদয়', 'এটি সংজ্ঞা নিরোধ'; 'এটি সংস্কার', 'এটি সংস্কার সমুদয়', 'এটি সংস্কার নিরোধ'; 'এটি বিজ্ঞান', 'এটি বিজ্ঞান সমুদয়', 'এটি বিজ্ঞান নিরোধ'। এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পুণ্ডরীক।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম? এ জগতে ভিক্ষু পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়দর্শী হয়ে অবস্থান করেÏ'এটি রূপ', 'এটি রূপ সমুদয়', 'এটি রূপ নিরোধ'; 'এটি বেদনা', 'এটি বেদনা সমুদয়', 'এটি বেদনা নিরোধ'; 'এটি সংজ্ঞা', 'এটি সংজ্ঞা সমুদয়', 'এটি সংজ্ঞা নিরোধ'; 'এটি সংস্কার', 'এটি সংস্কার সমুদয়', 'এটি সংস্কার নিরোধ'; 'এটি বিজ্ঞান', 'এটি বিজ্ঞান সমুদয়', 'এটি বিজ্ঞান নিরোধ'। এবং নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণ-পদ্ম।

কীরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল? এ জগতে ভিক্ষু প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ চীবর পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভোজন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ শয্যাসন পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে; প্রার্থিত হয়েই অধিকাংশ ভৈষজ্য উপকরণাদি পরিভোগ করে, অল্পই অপ্রার্থিত হয়ে। সে যেসব সব্রহ্মচারীর সাথে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে, তারা তার সাথে কায়-বাক্য-মন দ্বারা অধিকাংশ মনোজ্ঞ আচরণ করে; অল্পই অমনোজ্ঞ আচরণ করে। তাকে অধিকাংশ মনোজ্ঞ বস্তু দান দেয়, অল্পই অমনোজ্ঞ। পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, বাত, সন্নিপাতিক, ঋতুপরিবর্তন-জনিত, বায়ুজনিত, শারীরিক রসজাত, কর্মবিপাকজনিত যেসব রোগ জগতে বিদ্যমান, সেসব বহুবার উৎপন্ন হয় না; অল্পই উৎপন্ন হয়।

চার প্রকার ধ্যানে, আত্মজ্ঞানে নির্ভরশীল হয়ে সুখে অবস্থানকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টলাভী, অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে লাভী হয়; আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করে। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল। তাই যথার্থভাবে বললে আমাকে শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল বলা হয়। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।”

(দশম সূত্র)

মচল বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

“প্রাণিহত্যা, মিথ্যাবাক্য, নিন্দাবাক্য, ক্রোধ আর তমো
অবনতাবনত, পুত্র, সংযোজন, সম্যক দৃষ্টি, স্কন্ধ মিলে দশ।”

(১০) ৫. অসুরবগ্গো—অসুর বর্গ

১.অসুরসুত্তং—অসুর সূত্র

৯১. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর, দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর, অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব, দেব পরিষদসম্পন্ন দেব।

কীরূপ পুদ্‌গল অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং তার পরিষদও দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্‌গল অসুর পরিষদসম্পন্ন অসুর।

কীরূপ পুদ্‌গল দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়; কিন্তু তার পরিষদ সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্‌গল দেব পরিষদসম্পন্ন অসুর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে কিন্তু তার পরিষদ দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়। এরূপ পুদ্‌গল অসুর পরিষদসম্পন্ন দেব।

কীরূপ পুদ্‌গল দেব পরিষদসম্পন্ন দেব? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে এবং তার পরিষদও সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়। এরূপ পুদ্‌গল দেব পরিষদসম্পন্ন দেব।"

(প্রথম সূত্র)

২. পঠম সমাধিসুত্তং—সমাধি সূত্র (প্রথম)

৯২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়। কোনো পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়। কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. দুতিযসমাধিসুত্তং—সমাধি সূত্র (দ্বিতীয়)

৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী[১], কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী[২] নয়। কোনো পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়। কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী।

ভিক্ষুগণ, যে পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়; তার অধ্যাত্মচিত্ত শমথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন ভাবনা করা উচিত। ফলে পরবর্তীকালে সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী হয়।

যে পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়; তার অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধ্যাত্মচিত্ত শমথ ভাবনা করা উচিত। ফলে

---

[১] অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী—রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন যিনি।

[২] অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী—লোকোত্তর মার্গফল লাভ করেন যিনি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরবর্তীকালে সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী ও অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী হয়।

যে পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়; তার অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগসহকারে কুশল ধর্মসমূহ প্রতিলাভার্থে চেষ্টা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, যেমন কারো বস্ত্রে বা শির পাগড়িতে আগুন লাগলে সে অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগ- সহকারে তা নিভানোর চেষ্টা করে। ঠিক সেরূপে সেই পুদ্‌গলেরও অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য, উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগ- সহকারে কুশল ধর্মসমূহ প্রতিলাভার্থে চেষ্টা করা উচিত। ফলে পরবর্তীকালে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হয়।

যে পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, তার কুশল ধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আস্রবক্ষয়ের জন্য ভাবনা করা উচিত। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. ততিযসমাধিসুত্তং–সমাধি সূত্র (তৃতীয়)

৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়, কোনো পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়, কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়। কোনো পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী।

ভিক্ষুগণ, যে পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নয়, তদ্ধেতু সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী পুদ্‌গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেÍ'বন্ধু, কীভাবে সংস্কার দর্শন করা উচিত? কীভাবে সংস্কার জ্ঞাত হওয়া উচিত? কীভাবে সংস্কার অনুধাবন করা উচিত'? এর উত্তরে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করেÍ'বন্ধু, এভাবে সংস্কার দ্রষ্টব্য, এভাবে সংস্কার জ্ঞাতব্য, এভাবে সংস্কার অনুধাবনীয়'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্‌গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হয়।

যে পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী নয়, তদ্ধেতু সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী পুদ্‌গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেÍ'বন্ধু, কীভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত'? এর উত্তরে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করেÍ'বন্ধু, এভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত, এভাবে চিত্তকে অটল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা উচিত এভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী এবং অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভীও নয়, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভীও নয়, তদ্ধেতু সে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী পুদ্গলের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেÍ‘বন্ধু, কীভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত? কীভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত? এবং কীভাবে সংস্কার দর্শন করা উচিত? কীভাবে সংস্কার জ্ঞাত হওয়া উচিত? কীভাবে সংস্কার অনুধাবন করা উচিত'? এর উত্তরে অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী তার যথাদৃষ্ট, যথাজ্ঞাত ব্যাখ্যা করেÍ‘বন্ধু, এভাবে চিত্তকে শান্ত করা উচিত? এভাবে চিত্তকে অটল করা উচিত, এভাবে চিত্তকে সন্নিকৃষ্ট করা উচিত। এবং এভাবে সংস্কার দৃষ্টব্য, এভাবে সংস্কার জ্ঞাতব্য, এভাবে সংস্কার অনুধাবনীয়'। তার নিকট হতে এরূপ শুনে পরবর্তীকালে সেই পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী হয়।

যে পুদ্গল অধ্যাত্মচিত্ত শমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, (তদ্ধেতু) তার কুশল ধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আস্রবক্ষয়ের জন্য ভাবনা করা উচিত। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. ছবালাতসুত্তং–চিতার পোড়া কাষ্ঠ সূত্র

৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

ভিক্ষুগণ, যেমন চিতায় ব্যবহৃত উভয়দিকে পোড়া, তদুপরি মাঝখানে বিষ্ঠালিপ্ত কাষ্ঠ গ্রামেও আর জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না অরণ্যেও হয় না; এই আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয় পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

যে পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়, এই দ্বিতীয় পুদ্গল, প্রথম পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। যে পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়, এই তৃতীয় পুদ্গল, দ্বিতীয় পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। যে পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও- এই চতুর্থ পুদ্গল, তৃতীয় পুদ্গল হতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, যেমন গাভী হতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। এ ঘৃতমণ্ডই এসবের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। তেমনি যে পুদ্‌গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর সে এ চার প্রকার পুদ্‌গলের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান, পরমোৎকৃষ্টতর। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. রাগবিনযসুত্তং–রাগ ধ্বংস সূত্র

৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

কীরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়, কিন্তু অপরকে রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্‌গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল অপরকে রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে, কিন্তু স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় না। এরূপ পুদ্‌গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় না, অপরকেও রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বীয় রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয় এবং অপরকেও রাগ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্‌গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. খিপ্পনিসন্তিসুত্তং–সত্বর মনোযোগী সূত্র

৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়, আত্মহিতে তৎপর নয়, কিন্তু পরহিতে তৎপর; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশল ধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় এবং শ্রুত ধর্মেও হৃদয়ঙ্গমকারী হয়; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশল ধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় না এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয় না; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় না এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত না হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে। এরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশল ধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় না এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয় না; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় না এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত না হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। আর সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্গল কুশল ধর্মসমূহে সত্বর মনোযোগী হয় এবং শ্রুত ধর্মের হৃদয়ঙ্গমকারী হয়; ধারণকৃত ধর্মসমূহের অর্থ অনুসন্ধানে রত হয় এবং অর্থ ও বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। আর সুন্দর, শ্রুতিমধুর, উপমা দ্বারা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করে সব্রহ্মচারীদের জ্ঞাপন, জ্ঞাত, উৎসাহ প্রদান, পরিতৃপ্ত করে। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. অত্তহিতসুত্তং–আত্মহিত সূত্র

৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়, আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।” (অষ্টম সূত্র)

৯. সিক্খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র

৯৯. “হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর।”

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। কিন্তু অপরজনকে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, কিন্তু পরহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয় না। কিন্তু অপরজনকে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্গল পরহিতে তৎপর, কিন্তু আত্মহিতে তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয় না। অপরজনকেও প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়।

কীরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর? এ জগতে কোনো পুদ্গল নিজে প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয়। আর অপরজনকেও প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হতে উৎসাহিত করে। এরূপ পুদ্গল আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।

(নবম সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. পোতলিযসুত্তং–পোতলিয় সূত্র

১০০. "একসময় পোতলিয় পরিব্রাজক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কুশলালাপ করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট পোতলিয় পরিব্রাজককে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে পোতলিয়, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পোতলিয়, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে তোমার কোন পুদ্গলকে শ্রেষ্ঠতর, উৎকৃষ্টতর বলে মনে হয়?"

"মহাশয় গৌতম, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। মহাশয় গৌতম, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না; আমার মনে হয় সেই পুদ্গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বোচ্চ উদাসীনতা।"

"পোতলিয়, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। জগতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পোতলিয়, এ চার প্রকার পুদ্গলের মধ্যে যে পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সেই পুদ্গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বত্র কালজ্ঞ।"

"মহাশয় গৌতম, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে না। কোনো পুদ্‌গল প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে না। কোনো পুদ্‌গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দাও করে না, প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসাও করে না। কোনো পুদ্‌গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে। আমার মনে হয় এ চার প্রকার পুদ্‌গলের মধ্যে যে পুদ্‌গল প্রকৃত নিন্দনীয়ের নিন্দা করে এবং প্রকৃত প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সেই পুদ্‌গলই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর। তার কারণ কী? যেহেতু এটা সর্বত্র কালজ্ঞ।"

"মহাশয় গৌতম, খুবই উত্তম, খুবই উত্তম, যেমন অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ নির্দেশ করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান রূপসমূহ দেখতে পায়। এরূপে মহাশয় গৌতম কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করা হয়েছে। আমি মহাশয় গৌতমের, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণাগত হলাম। আজ হতে আমরণ পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসেবে ধারণা করুন।"

(দশম সূত্র)

অসুর বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

স্মারকগাথা :

অসুর, তিন সমাধি, পোড়া কাষ্ঠসহ হয় পঞ্চম
রাগ, মনোযোগী, আত্মহিত, শিক্ষা, পোতলিয় দশম।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ততিযপন্নাসকং–তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. বলাহকবগ্গো–বলাহক বর্গ

১. পঠমবলাহকসুত্তং–বলাহক সূত্র (প্রথম)

১০১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার বলাহক[১] বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না; বর্ষণ করে, কিন্তু গর্জন করে না; গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না; গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এ চার প্রকার বলাহক। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার বলাহকসদৃশ পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়; বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়; গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়; গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

কীরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তা হয়, কিন্তু কর্তা হয় না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল কর্তা হয় কিন্তু বক্তা হয় না। এরূপ পুদ্গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তাও হয় না, কর্তাও হয় না। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী? এ জগতে কোনো পুদ্গল বক্তাও হয়, কর্তাও হয়। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও

---

[১] বজ্রপূর্ণ ঘনকালো মেঘ, জলধর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, বর্ষণও করে।

এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি। এই চার প্রকার বলাহকসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।” (প্রথম সূত্র)

২. দুতিযবলাহক সুত্তং–বলাহক সূত্র (দ্বিতীয়)

১০২. “হে ভিক্ষুগণ, বলাহক চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না; বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না; গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না; গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এই চার প্রকার বলাহক। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার বলাহক সদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়; বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়; গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়; গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

কীরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। কিন্তু সে ‘এটা দুঃখ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জন করে কিন্তু বর্ষণ করে না। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। কিন্তু সে ‘এটা দুঃখ’ বলে যথাযথভাবে জানে, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’ বলে যথাযথভাবে জানে, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’ বলে যথাযথভাবে জানে, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্‌গল বর্ষণকারী কিন্তু গর্জনকারী নয়। যেমন কোনো বলাহক বর্ষণ করে কিন্তু গর্জন করে না। এ পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। অন্যদিকে সে ‘এটা দুঃখ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ সমুদয়’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধ’ বলে যথাযথভাবে জানে না, ‘এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা’ বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারীও নয়, বর্ষণকারীও নয়। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে এবং সে 'এটা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ সমুদয়' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধ' বলে যথাযথভাবে জানে, 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী। যেমন কোনো বলাহক গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এ পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বলাহক সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. কুম্ভসুত্তং–কুম্ভ সূত্র

১০৩. "হে ভিক্ষুগণ, কুম্ভ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শূন্য কিন্তু বহিরাবৃত; পূর্ণ কিন্তু অনাবৃত; শূন্য ও অনাবৃত; পূর্ণ ও বহিরাবৃত। এ চার প্রকার কুম্ভ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার কুম্ভসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত, পূর্ণগর্ভ কিন্তু অনাবৃত, শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত, পূর্ণগর্ভ ও বহিরাবৃত।

কীরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ কিন্তু বহিরাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ শূন্য, কিন্তু বহিরাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি

কীরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ কিন্তু অনাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ কিন্তু অনাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ পূর্ণ, কিন্তু অনাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল শূন্যগর্ভ ও অনাবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ শূন্য ও অনাবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ ও আবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পূর্ণগর্ভ ও আবৃত। যেমন কোনো কুম্ভ পূর্ণ ও আবৃত। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কুম্ভসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. উদকরহদসুত্তং-হ্রদ সূত্র

১০৪. "হে ভিক্ষুগণ, হ্রদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অগভীর কিন্তু গভীর প্রতীয়মান; গভীর কিন্তু অগভীর প্রতীয়মান; অগভীর, অগভীর প্রতীয়মান; গভীর, গভীর প্রতীয়মান। এ চার প্রকার হ্রদ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার হ্রদসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির; গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির; অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির; গভীর এবং গভীর প্রকৃতির।

কীরূপ পুদ্গল অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি ও পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল অগভীর কিন্তু গভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ অগভীর, কিন্তু গভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গভীর কিন্তু অগভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ গভীর, কিন্তু অগভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল অগভীর এবং অগভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ অগভীর এবং অগভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল গভীর এবং গভীর প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্‌গল গভীর এবং গভীর প্রকৃতির। যেমন কোনো হ্রদ গভীর এবং গভীর প্রতীয়মান। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হ্রদসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. অম্বসুত্তং–আম্র সূত্র (প্রথম)

১০৫. "হে ভিক্ষুগণ, আম্র চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কাঁচা কিন্তু পাকা প্রতীয়মান; পাকা কিন্তু কাঁচা প্রতীয়মান; কাঁচা এবং কাঁচা প্রতীয়মান; পাকা এবং পাকা প্রতীয়মান। এ চার প্রকার আম্র। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার আম্রসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির; পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির; কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির; পাকা এবং পাকা প্রকৃতির।

কীরূপ পুদ্‌গল কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্‌গল কাঁচা কিন্তু পাকা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র কাঁচা কিন্তু পাকা প্রতীয়মান। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্‌গল পাকা কিন্তু কাঁচা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র পাকা কিন্তু কাঁচা প্রতীয়মান। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্‌গল কাঁচা এবং কাঁচা প্রকৃতির। যেমন কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আম্র কাঁচা এবং কাঁচা প্রতীয়মান। আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল পাকা এবং পাকা প্রকৃতির? এ জগতে কোনো পুদ্গলের গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি, পাত্র-চীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার খুবই সন্তোষজনক। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল পাকা এবং পাকা প্রকৃতির। যেমন কোনো আম্র পাকা এবং পাকা প্রতীয়মান। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার আম্রসদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিয অম্বসুত্তং–আম্র সূত্র (দ্বিতীয়)

(এ সূত্রটি ষষ্ঠ সঙ্গীতি অট্ঠকথায় দেখা গেলেও মূল পালিপুস্তকে কোথাও দেখা যায় না)।

৭. মূসিকসুত্তং–মূষিক সূত্র

১০৭. "হে ভিক্ষুগণ, মূষিক চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্ত খনন করে কিন্তু গর্তে বাস করে না; গর্তে বাস করে কিন্তু গর্ত খনন করে না; গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না; গর্ত খননও করে, গর্তে বাসও করে। এ চার প্রকার মূষিক। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার মূষিক সদৃশ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : গর্ত খননকারী কিন্তু গর্ত নিবাসী নয়; গর্ত নিবাসী কিন্তু গর্ত খননকারী নয়; গর্ত খননকারীও নয়, গর্ত নিবাসীও নয়; গর্ত খননকারী এবং গর্ত নিবাসী।

কীরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী কিন্তু গর্ত নিবাসী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী কিন্তু গর্ত নিবাসী নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খনন করে কিন্তু গর্তে বাস করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্গল গর্ত নিবাসী কিন্তু গর্ত খননকারী নয়? এ জগতে কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। কিন্তু সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্গল গর্ত নিবাসী, কিন্তু গর্ত খননকারী নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্তে বাস করে, কিন্তু গর্ত খনন করে না। এই পুদ্গলকে আমি তাদৃশই বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল গর্ত খননকারীও নয়, গর্ত নিবাসীও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে না। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে না। এরূপ পুদ্‌গল গর্ত খননকারীও নয়, গর্ত নিবাসীও নয়। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল গর্ত খননকারী এবং গর্ত নিবাসী? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি ধর্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। এবং সে 'এটা দুঃখ', 'এটা দুঃখ সমুদয়', 'এটা দুঃখ নিরোধ', 'এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলে যথাযথভাবে জানে। এরূপ পুদ্‌গল গর্ত খননকারী এবং গর্ত নিবাসী। যেমন কোনো মূষিক গর্ত খনন করে এবং গর্তে বাস করে। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মূষিক-সদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. বলীবদ্দসুত্তং–ষাঁড় সূত্র

১০৮. "হে ভিক্ষুগণ, ষাঁড় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্বগবচণ্ড কিন্তু পরগবচণ্ড নয়; পরগবচণ্ড কিন্তু স্বগবচণ্ড নয়; স্বগবচণ্ড ও পরগবচণ্ড; স্বগবচণ্ডও নয়, পরগবচণ্ডও নয়। এ চার প্রকার ষাঁড়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার ষাঁড়সদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়; পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়; স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড; স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়।

কীরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল আপন পরিষদ বা আত্মীয়স্বজনের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে কিন্তু অপরের (বাইরের লোকজন) সাথে ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ড কিন্তু পরদলচণ্ড নয়। যেমন, কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো সবকে নানারূপ উৎপীড়ন করে, কিন্তু অন্য গো সবকে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল অপরের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সাথে ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্‌গল পরদলচণ্ড কিন্তু স্বদলচণ্ড নয়। যেমন, কোনো ষাঁড় অপরাপর গো সবকে উৎপীড়ন করে, কিন্তু স্বদলচণ্ড গো সবকে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্‌লকে আমি তাদৃশই বলি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল আত্মীয়স্বজনের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে, অপরের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে। এরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড। যেমন, কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো সব এবং অপরাপর গো সবকে নানারূপে উৎপীড়ন করে। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল আত্মীয়স্বজনের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে না, অপরের সাথেও ঝগড়াবিবাদ করে না। এরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ডও নয়, পরদলচণ্ডও নয়। যেমন কোনো ষাঁড় স্ব-দলীয় গো সবকেও নানাভাবে উৎপীড়ন করে না, অপরাপর গো সবকেও নানাভাবে উৎপীড়ন করে না। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ষাঁড়সদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. রুক্‌খসুত্তং–বৃক্ষ সূত্র

১০৯. "হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আঁশময়-আঁশবেষ্টিত; আঁশময়-সারবেষ্টিত; সারময়-আঁশবেষ্টিত; সারময়-সারবেষ্টিত। এ চার প্রকার বৃক্ষ। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার বৃক্ষসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত; আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত; সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত; সার সমন্বিত-সার পরিবৃত।

কীরূপ পুদ্‌গল আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং তার পরিষদও দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্‌গল আঁশ সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়-আঁশবেষ্টিত। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়, কিন্তু তার পরিষদ শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্‌গল আঁশ সমন্বিত-সার পরিবৃত। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়-সারবেষ্টিত। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল নিজে সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়, কিন্তু তার পরিষদ দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এরূপ পুদ্‌গল সার সমন্বিত-আঁশ পরিবৃত। যেমন কোনো বৃক্ষ সারময়-আঁশবেষ্টিত। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল সার সমন্বিত-সার পরিবৃত? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ হয়; তার পরিষদও সুশীল, কল্যাণ- ধর্মপরায়ণ হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। এরূপ পুদ্‌গল সার সমন্বিত-সারবেষ্টিত। যেমন কোনো বৃক্ষ সারময়-সারবেষ্টিত। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বৃক্ষসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।”

(অষ্টম সূত্র)

১১. আসীবিসসুত্তং–আশীবিষ সূত্র

১১০. “হে ভিক্ষুগণ, সর্প চার প্রকার। সেই চার প্রকার সর্প কী কী? যথা : আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়; ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়; আগতবিষ ও ঘোরবিষ; আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়। এ চার প্রকার আশীবিষ বা সর্প। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে চার প্রকার সর্পসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়; ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়; আগতবিষ ও ঘোরবিষ; আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়।

কীরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সহসা রেগে যায়। তবে সেই রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ কিন্তু ঘোরবিষ নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে, কিন্তু তা ভয়ংকর নয়। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সহসা রেগে যায় না; কিন্তু কোনো কারণে একবার রেগে গেলে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এরূপ পুদ্‌গল ঘোরবিষ কিন্তু আগতবিষ নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, কিন্তু তা ভয়ংকর। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ ও ঘোরবিষ? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সহসা রেগে যায় এবং সেই রাগ দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয় (সহজে ত্যাগ করতে পারে না)। এরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ ও ঘোরবিষ। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে এবং তা ভয়ংকর (সহসা নামে না)। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

কীরূপ পুদ্‌গল আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল সহসা রেগে যায় না এবং রেগে গেলেও অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এরূপ পুদ্‌গল আগতবিষও নয়, ঘোরবিষও নয়। যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, আসলেও তা ভয়ংকর নয়। এই পুদ্‌গলকে আমি তাদৃশই বলি।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সর্পসদৃশ পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।”

(নবম সূত্র)

বলাহক বর্গ প্রথম সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুই বলাহক, কুম্ভ আর হ্রদ, আম্র দুই,
মূষিক, ষাঁড়, বৃক্ষ, সর্প মিলে দশম।

(১২) ২. কেসিবগ্গো–কেসি বর্গ

১. কেসিসুত্তং–কেসি সূত্র

১১১. একসময় অশ্ব দমনকারী সারথি কেসি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। তখন ভগবান উপবিষ্ট কেসিকে এরূপ বললেন :

"কেসি, তোমাকে তো প্রসিদ্ধ অশ্ব দমনকারী বলা হয়। তুমি কীভাবে অদমিত অশ্বকে দমন কর?" "ভন্তে, আমি অদমিত অশ্বকে আস্তে আস্তে দমন করি; কঠোরভাবে দমন করি; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন করি।" "কেসি, যদি তোমার অদমিত অশ্ব আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়; কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে সেই অশ্বকে কী কর?" "ভন্তে, আমার অদমিত অশ্ব যদি আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়; কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে আমি সেই অশ্বকে হত্যা করি। তার কারণ কী? আমার আচার্যকুলের নিন্দা করা হবে বলে।"

"ভন্তে, ভগবানকে তো পুরুষদমনকারী সারথি বলা হয়। ভগবান কীভাবে অদম্য পুরুষকে দমন করেন?" "কেসি, আমি অদম্য পুরুষকে আস্তে আস্তে দমন করি; কঠোরভাবে দমন করি; আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন করি। তন্মধ্যে আস্তে আস্তে দমন এরূপ I এটি কায়সুচরিত, কায়সুচরিতের এ ফল; এটি বাক্‌সুচরিত, বাক্‌সুচরিতের এ ফল; এটি মনঃসুচরিত, মনঃসুচরিতের এ ফল; এরূপে দেবলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়; এরূপে মনুষ্যলোকে জন্মলাভ হয়। কঠোরভাবে দমন এরূপ I এটি কায়দুশ্চরিত, কায়দুশ্চরিতের এ ফল; এটি বাক্‌দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিতের এ ফল; এটি মনোদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিতের এ ফল; এরূপে নিরয়ে উৎপন্ন হয়; এরূপে তির্যককুলে গমন করে; এরূপে প্রেতলোকে গমন করে।"

"কেসি, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমন এরূপ I এটি কায়সুচরিত, কায়সুচরিতের এ ফল; এটি কায়দুশ্চরিত, কায়দুশ্চরিতের এ ফল; এটি বাক্‌সুচরিত, বাক্‌সুচরিতের এ ফল; এটি বাক্‌দুশ্চরিত; বাক্‌দুশ্চরিতের এ ফল; এটি মনঃসুচরিত, মনঃসুচরিতের এ ফল; এটি মনোদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিতের এ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ফল; এরূপে দেবলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়, এরূপে মনুষ্যলোকে জন্ম লাভ হয়; এরূপে নিরয়ে উৎপন্ন হয়, এরূপে তির্যককুলে গমন করে, এরূপে প্রেতলোকে গমন করে।"

"ভন্তে, আপনার অদম্য পুরুষ যদি আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়, কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে তাকে কী করেন?" "কেসি, যদি আমার অদম্য পুরুষ আস্তে আস্তে দমনে দমিত না হয়, কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমনে দমিত না হয়, তাহলে আমি তাকে বধ করি।" "ভন্তে, ভগবানের পক্ষে তো প্রাণিহত্যা করা অসম্ভব, অথচ ভগবান এরূপ বলছেন, 'কেসি, আমি তাকে বধ করি।" "সত্যিই, কেসি, তথাগতের পক্ষে প্রাণিহত্যা করা অসম্ভব। তবুও যেই অদম্য পুরুষ আস্তে আস্তে দমিত হয় না, কঠোরভাবে দমিত হয় না, আস্তে আস্তে এবং কঠোরভাবে দমিত হয় না; তথাগত তাকে বলা, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন না। এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও তাকে বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করে না। আর্যবিনয়ে সেই পুরুষ মৃত, যাকে তথাগত বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করে না।"

"ভন্তে, সত্যিই সেই পুরুষ মৃত, যাকে তথাগত বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণও বলা, অনুশাসন করা উচিত মনে করেন না।

ভন্তে, খুবই আশ্চর্য, খুবই অদ্ভুত, যেমন অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়, আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করা হয়, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো হয়, চক্ষুষ্মানকে রূপ দেখাবার জন্য তৈল প্রদীপ ধারণ করা হয়, তেমনিভাবে তথাগত কর্তৃক অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমি ভগবানের শরণ, তাঁর ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি। আজ হতে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।" (প্রথম সূত্র)

২. জবসুত্তং–দ্রুতগতি সূত্র

১১২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার গুণে সমন্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মন্থরগতি, দ্রুতগতি, ধৈর্য, সংযম। এ চার প্রকার গুণে সমন্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মন্থরগতি, দ্রুতগতি, ক্ষান্তি, সংযম। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পতোদসুত্তং–চাবুক সূত্র

১১৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করেIকী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কীই-বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ প্রথম ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করেIকী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কী-ই-বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ দ্বিতীয় ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে কিংবা লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু চর্মে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করেIকী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কীই-বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ তৃতীয় ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে, লোমে কিংবা চর্মে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, কিন্তু অস্থিতে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করেIকী কারণে সারথি আজ আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে, আমি কীই-বা তার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। এ জগতে কোনো ভদ্র আজানেয় অশ্ব এরূপ হয়। এ চতুর্থ ভদ্র আজানেয় অশ্ব জগতে বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে জগতে চার প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত'। তদ্দ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন সেই ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশই বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই প্রথম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত'। তদ্দ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে না। কিন্তু সে স্বয়ং দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষকে দেখলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে উদ্বিগ্ন না হলেও লোমে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত', অথবা সে নিজে দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ দেখে তদ্দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না। সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে না। কিন্তু তার জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত হলে তদ্দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া কিংবা লোমে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও চর্মে আঘাত পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান।

পুনঃ, এ জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শুনে যে 'অমুক গ্রামে বা নিগমে স্ত্রী বা পুরুষ দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত', অথবা সে নিজে দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত কোনো স্ত্রী বা পুরুষ দেখে, অথবা তার জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত বা কালপ্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা সে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে না, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে না, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে না। কিন্তু স্বয়ং নিজে তীব্র রুক্ষ, তিক্ত শারীরিক দুঃখ বেদনা এবং অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হলে তদ্দ্বারা উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে, সংবেগে উদ্যমী হয়ে একাগ্রচিত্তে কায়ানুদর্শনে পরম সত্য সাক্ষাৎ করে, প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করে দেখে। যেমন ভদ্র আজানেয় অশ্ব চাবুকের ছায়া দেখে, লোমে আঘাত পেয়ে কিংবা চর্মে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও অস্থিতে আঘাত পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সংবেগ উৎপন্ন করে। এ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি তাদৃশ বলি। জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এরূপ হয়। এই চতুর্থ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, জগতে এই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. নাগসুত্তং–হস্তী সূত্র

১১৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার গুণে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়, হত্যাকারী হয়, সহিষ্ণু হয়, দ্রুত গমনকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়? এ জগতে হস্তী দমনকারী সারথি রাজহস্তীকে যা করতে বলেI'পূর্বে কৃত হোক বা না হোক,' হস্তী তা উত্তমরূপে শ্রবণ করে (বা মেনে চলে)। এরূপে রাজহস্তী শ্রবণকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী হত্যাকারী হয়? এ জগতে যুদ্ধরত রাজহস্তী হস্তী হত্যা করে, হস্তীতে আরোহী সৈন্য হত্যা করে; ঘোড়া হত্যা করে, ঘোড়ায় আরোহী সৈন্য হত্যা করে; রথ ধ্বংস করে, রথে আরোহী সৈন্য হত্যা করে এবং পদাতিক সৈন্য হত্যা করে। এরূপে রাজহস্তী হত্যাকারী হয়।

কিরূপে রাজহস্তী সহিষ্ণু হয়? এ জগতে যুদ্ধরত রাজহস্তী বর্শার আঘাত, অসির আঘাত, তীরের আঘাত, কুঠারের আঘাত এবং রণ ঢোল, শঙ্খ-মৃদঙ্গের উচ্চ শব্দ সহ্য করে। এরূপে রাজহস্তী সহিষ্ণু হয়।

কিরূপে রাজহস্তী দ্রুত গমনকারী হয়? এ জগতে হস্তী দমনকারী সারথি রাজহস্তীকে যেদিকে পরিচালনা করেIপূর্বে গমন করুক বা না করুক, দ্রুত সেদিকে গমন করে। এরূপে রাজহস্তী গমনকারী হয়। এই চার অঙ্গে সমন্বিত রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়, হত্যাকারী হয়, সহিষ্ণু এবং দ্রুত গমনকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু তথাগতের প্রচারিত, দেশিত ধর্ম বিনয়কে জ্ঞাত হতে মনেপ্রাণে, একাগ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে। এরূপে ভিক্ষু শ্রবণকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু হত্যাকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে; সমূলে বিনষ্ট করে, (যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য) সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে; সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ করে না বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে; সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন অকুশল পাপধর্ম গ্রহণ করে না বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে; সমূলে বিনষ্ট করে, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। এরূপে ভিক্ষু হত্যাকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু সহিষ্ণু হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশক-মশক, বায়ুতাপ, সরীসৃপ-বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করে; অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, তিক্ত বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা এবং অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক, প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণায় সহনশীল, ধৈর্যশীল হয়। এরূপে ভিক্ষু সহিষ্ণু হয়।

কিরূপে ভিক্ষু দ্রুত গমনকারী হয়? যেমন, কোনো ব্যক্তি ইতঃপূর্বে দীর্ঘক্ষণ ধীর গতিতে চলার পর দ্রুত গতিতে গমন করে, ঠিক তেমনি, এ জগতে ভিক্ষু সব সংস্কার[১] উপশম, সব আসক্তি পরিত্যাগ, তৃষ্ণা ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ করে দ্রুত নির্বাণলাভী হয়, সেই দ্রুত গমনকারীর মতো। এরূপে ভিক্ষু দ্রুত গমনকারী হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, অঞ্জলি পাবার যোগ্য এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. ঠানসুত্তং–বিষয় সূত্র

১১৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিষয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা অপছন্দনীয়। তথায় কিছু করতে গেলে অনর্থের জন্ম হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা অপছন্দনীয়। অথচ তথায় কিছু করলে কল্যাণকর হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা পছন্দনীয়। অথচ তথায় কিছু করতে গেলে অনর্থের জন্ম হয়। এমন কিছু বিষয় আছে, যেখানে কিছু করা পছন্দনীয়। এবং তথায় কিছু করলে কল্যাণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে-বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়; তেমন বিষয়ে কিছু করলে যদি অনর্থের কারণ হয়ে থাকে, সে বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই বর্জনীয় বলে জানা কর্তব্য। যে-বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়, তেমন বিষয়ে কিছু করা অকর্তব্য বলে মনে করি। যদি সেই বিষয়ে কিছু করলে অনর্থের জন্ম হতে পারে বলে মনে হয়, তেমন বিষয়ে কিছু না করাই কর্তব্য।

যে-বিষয়ে কিছু করা অপছন্দনীয়, তথায় কিছু করলে যদি কল্যাণজনক হয়। সে বিষয়ে জ্ঞানী, অজ্ঞানী উভয়েই জানা কর্তব্য যে পুরুষের বীর্য-পরাক্রমতা দ্বারা তা সম্পাদন কর্তব্য। অজ্ঞানীদের পক্ষে এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব নয় যে,

---

[১]। সংস্কার—কর্ম মনোবৃত্তি। কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যা নিত্য সম্পাদ্যরূপ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাই সংস্কার। সংস্কার তিন প্রকার, যথা : (১) কুশল সংস্কার, (২) অকুশল সংস্কার, (৩) আনেঞ্জা সংস্কার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিছু বিষয় অপছন্দনীয় হলেও তথায় কিছু করা কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তাই অজ্ঞানী সে বিষয়ে কিছু করা থেকে বিরত থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব যে, এই বিষয়ে কিছু করা কষ্টকর হলেও যদি তাতে কিছু করি তাহলে সদর্থকর হবে। তাই জ্ঞানী তথায় কিছু করে এবং তদ্দ্বারা তথায় (কিছু করাতে) সদর্থই হয়ে থাকে।

যে-বিষয়ে কিছু করা সহজতর বটে, কিন্তু তথায় কিছু করাতে অনর্থ সাধিত হয়। এমন বিষয়ে জ্ঞানী, অজ্ঞানীর উভয়ের জানা কর্তব্য যে, সেখানেও পুরুষ বীর্য-পরাক্রমতা প্রয়োজন। কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে এরূপ ধারণা শিক্ষা করা সম্ভব নয় যে, এ বিষয়ে কিছু করা সহজ বটে, অথচ তদ্দ্বারা অকল্যাণেরই জন্ম হবে। এ বিষয়ে না জেনে সে যেখানে কিছু করে, তাতে অকল্যাণের জন্ম হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি এ শিক্ষা করে, এরূপ জানে যে, এ বিষয়ে কিছু করা কষ্টকর বটে, কিন্তু সেখানে কিছু করলে তাতে অকল্যাণের জন্ম হবে; তাই সে সেই বিষয়ে কিছু করে না। তার এই না করার কারণে তথায় সদর্থই হয়ে থাকে। এখানে উভয় ক্ষেত্রে কিছু করা কর্তব্য, তা হলে সদর্থকর হবে।

যে-বিষয়ে কিছু করা পছন্দনীয়; তেমন বিষয়ে কিছু করলে যদি অর্থের কারণ হয়ে থাকে, সে বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় বলে জানা কর্তব্য। যে-বিষয়ে কিছু করা পছন্দনীয়, তেমন বিষয়ে কিছু করা কর্তব্য বলে মনে করি। যদি সেই বিষয়ে কিছু করলে অর্থের জন্ম হতে পারে বলে মনে হয়, তেমন বিষয়ে কিছু করাই কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বিষয়।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. অপ্পমাদসুত্তং–অপ্রমাদ সূত্র

১১৬. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয়ে অপ্রমত্ত হওয়া কর্তব্য বা উচিত। সেই চার বিষয় কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, তোমরা কায়দুশ্চরিত ত্যাগ কর, কায়সুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; বাক্‌দুশ্চরিত ত্যাগ কর, বাক্‌সুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; মনোদুশ্চরিত ত্যাগ কর, মনঃসুচরিত বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও; মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ কর, সম্যক দৃষ্টি বৃদ্ধি কর এবং তথায় অপ্রমত্ত হও। যখন ভিক্ষুর কায়দুশ্চরিত প্রহীন হয়, কায়সুচরিত বৃদ্ধি পায়; বাক্‌দুশ্চরিত প্রহীন হয়, বাক্‌সুচরিত বৃদ্ধি পায়; মনোদুশ্চরিত প্রহীন হয়, মনঃসুচরিত বৃদ্ধি পায়; মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হয়, সম্যক দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ভিক্ষু মৃত্যুকে ভয় করে না।"

(ষষ্ঠ সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. আরক্খসুত্তং–রক্ষা সূত্র

১১৭. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয়ে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। সেই চারটি কী কী? যথা : 'কামোদ্দীপক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত অনুরক্ত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'হিংসা উৎপাদক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত প্রদুষ্ট হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'মোহ উৎপাদক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত মোহিত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। 'মত্ততাজনক ধর্মসমূহে আমার চিত্ত উন্মত্ত হয়নি' বলে স্বীয় মঙ্গলার্থে অপ্রমত্ত চিত্তে স্মৃতি রক্ষা করা উচিত।

যখন ভিক্ষুর চিত্ত কামোদ্দীপক ধর্মসমূহে অনুরক্ত না হয়ে আসক্তিহীন হয়; হিংসা উৎপাদক ধর্মসমূহে প্রদুষ্ট না হয়ে দ্বেষহীন হয়; মোহ উৎপাদক ধর্মসমূহে মোহিত না হয়ে মোহহীন হয়; মত্ততাজনক ধর্মসমূহে উন্মত্ত না হয়ে উন্মত্তহীন হয়; তখন সেই ভিক্ষু ভীত, কম্পিত, বিচলিত, ত্রাসিত হয় না এবং শ্রমণবচন হেতুতে সেরূপ স্থানে গমন করে না।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সংবেজনীযসুত্তং–আবেগজনক সূত্র

১১৮. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট চারটি স্থান আবেগজনক, দর্শনীয়। সেই চারটি স্থান কী কী? যথা : 'এই স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছেন' বলে তথাগতের জন্মস্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন' বলে তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভ স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন' বলে তথাগতের ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। 'এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন' বলে তথাগতের পরিনির্বাণের স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান। ভিক্ষুগণ, এই চারটি স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলপুত্রের নিকট আবেগজনক, দর্শনীয় স্থান।" (অষ্টম সূত্র)

৯. পঠমভযসুত্তং–ভয় সূত্র (প্রথম)

১১৯. "হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : জন্ম ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়। এগুলোই চার প্রকার ভয়।"

(নবম সূত্র)

১০. দুতিযভযসুত্তং–ভয় সূত্র (দ্বিতীয়)

১২০. "হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অগ্নি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভয়, জল ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়। এগুলোই চার প্রকার ভয়।”

(দশম সূত্র)

কেসি বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

“কেসি, দ্রুতগতি, চাবুক, হস্তী, বিষয়সহ পাঁচ,
অপ্রমাদ, রক্ষা, আবেগজনক, দুই ভয় মিলে দশ।”

(১৩) ৩. ভযবগ্গো–ভয় বর্গ

১. অত্তানুবাদসুত্তং–আত্মনিন্দা সূত্র

১২১. “হে ভিক্ষুগণ, ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : আত্মনিন্দা ভয়, পরনিন্দা ভয়, দণ্ড ভয়, দুর্গতি ভয়।

আত্মনিন্দা ভয় কীরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করেÍ‘আমি যদি কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত আচরণ করি, তাহলে আমি শীল হতে চ্যুত হয়েছি বলে নিজের কাছে নিজে নানাভাবে নিন্দনীয় হবো?’ এভাবে সে আত্মনিন্দা ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই আত্মনিন্দা ভয়।

পরনিন্দা ভয় কীরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করেÍ‘আমি যদি কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত আচরণ করি, তাহলে শীল হতে চ্যুত হয়েছি বলে অন্যজনেরা আমাকে নানাভাবে নিন্দা করবে?’ এভাবে সে পরনিন্দা ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই পরনিন্দা ভয়।

দণ্ড ভয় কীরূপ? এ জগতে কেউ দেখে যে, রাজাগণ দুষ্কৃতকারী চোরকে বন্দী করে বিবিধ শাস্তি প্রদান করে। যেমন : তীব্র, অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রদান করায়, রাহুমুখ করায়, বল্কল পরিচ্ছদ পরিধান করায়, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরায়, কুকুরকে খাওয়ায়, জলন্ত আগুনে এবং উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করায়; কশাঘাত, বেত্রাঘাত এবং দণ্ডাঘাত করায়; হস্ত ছেদন, পদ ছেদন, হস্ত-পদ ছেদন, কর্ণ ছেদন, নাসিকা ছেদন এবং কর্ণ-নাসিকা ছেদন করায়; হস্ত দগ্ধ, বড়শিতে বিদ্ধ এবং মাংস খণ্ড খণ্ড করায়; প্রহারে অস্থি চুরমার, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ এবং অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে এরূপ চিন্তা করেÍ'এরূপ পাপকর্ম সম্পাদনের হেতুতে রাজাগণ দুষ্কৃতিকারী চোরকে বন্দী করে বিবিধ শাস্তি প্রদান করে। যেমন : তীব্র, অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রদান করায়, রাহুমুখ করায়, বল্কল পরিচ্ছদ পরিধান করায়, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরায়, কুকুরকে খাওয়ায়, জ্বলন্ত আগুনে এবং উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করায়; কশাঘাত, বেত্রাঘাত এবং দণ্ডাঘাত করায়; হস্ত ছেদন, পদ ছেদন, হস্ত-পদ ছেদন, কর্ণ ছেদন, নাসিকা ছেদন এবং কর্ণ-নাসিকা ছেদন করায়; হস্ত দগ্ধ, বড়শিতে বিদ্ধ এবং মাংস খণ্ড খণ্ড করায়; প্রহারে অস্থি চুরমার, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ এবং অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করায়।' সে দণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে পরদ্রব্য চুরি করে না। সাথে সাথে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত পরিত্যাগ করে; এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই দণ্ড ভয়।

দুর্গতি ভয় কীরূপ? এ জগতে কেউ এরূপ চিন্তা করেÍ'কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত্রের ফলে পরকালে দুঃখময় বিপাক উৎপন্ন হয়। আমিও যদি কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত্র আচরণ করি, তাহলে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হবো'? সে দুর্গতি ভয়ে ভীত হয়ে কায়-বাক্য-মনো দুশ্চরিত্র পরিত্যাগ করে এবং কায়-বাক্য-মনো সুচরিত বৃদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে। এটিই দুর্গতি ভয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ভয়।" (প্রথম সূত্র)

২. উমিভযসুত্তং–ঊর্মি ভয় সূত্র

১২২. "হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে অবতরণকারীর নিঃসন্দেহে চার প্রকার ভয় বিদ্যমান থাকে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ঊর্মি ভয়, কুমির ভয়, আবর্ত ভয়, শুশুক ভয়। মহাসমুদ্রে অবতরণকারীর এই চার প্রকার ভয় বিদ্যমান থাকে। ঠিক এরূপে এ ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কোনো কোনো কুলপুত্রের নিঃসন্দেহে চার প্রকার ভয় বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? ঊর্মি ভয়, কুমির ভয়, আবর্ত ভয়, শুশুক ভয়।

ঊর্মি ভয় কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করেÍ'আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ উৎপীড়িত ছিলাম; এ-সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি, তথায় সব্রহ্মচারীগণ তাকে এরূপে উপদেশ, অনুশাসন করেÍ'তোমার এভাবে গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করা উচিত।' ফলে তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়Í'আমি আগে গৃহী অবস্থায় অন্যকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদেশ, অনুশাসন করতাম। অথচ এখানে এরা আমাকে পুত্র, নাতি বিবেচনায় উপদেশ, অনুশাসন করা উচিত মনে করছে।' সে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে যায়। এটাকে বলা হয় ঊর্মি ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্ব প্রাপ্ত বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। এখানে ঊর্মি ভয় বলতে ক্রোধ, উপায়াসের অধিবচন। ঊর্মি ভয় এরূপই।

কুমির ভয় কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করেI‘আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম; এ-সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে নয় কি,' তথায় সব্রহ্মচারীগণ তাকে এরূপ উপদেশ, অনুশাসন করেI‘এটা তোমার খাওয়া উচিত, এটা খাওয়া অনুচিত; এটা ভোজন করা উচিত, এটা ভোজন করা অনুচিত; এটার আস্বাদ গ্রহণ করা উচিত, এটার আস্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত; এটা পান করা উচিত, এটা পান করা অনুচিত; কপ্পিয় খাওয়া উচিত, অকপ্পিয় খাওয়া অনুচিত; কপ্পিয় ভোজন করা উচিত, অকপ্পিয় ভোজন করা অনুচিত; কপ্পিয় আস্বাদন করা উচিত, অকপ্পিয় আস্বাদন করা অনুচিত; কপ্পিয় পান করা উচিত, অকপ্পিয় পান করা অনুচিত; সকালে খাওয়া উচিত, বিকালে খাওয়া অনুচিত; সকালে ভোজন করা উচিত, বিকালে ভোজন করা অনুচিত; সকালে আস্বাদ গ্রহণ করা উচিত, বিকালে আস্বাদ গ্রহণ করা অনুচিত; সকালে পান করা উচিত, বিকালে পান করা অনুচিত।' ফলে তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়I‘আমি আগে গৃহী থাকাকালীন যা ইচ্ছা করতাম তা খেতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা খেতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা ভোজন করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা ভোজন করতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা আস্বাদন করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা আস্বাদন করতাম না; যা ইচ্ছা করতাম তা পান করতাম, যা ইচ্ছা করতাম না, তা পান করতাম না; কপ্পিয়ও খেতাম, অকপ্পিয়ও খেতাম; কপ্পিয়ও ভোজন করতাম, অকপ্পিয়ও ভোজন করতাম; কপ্পিয়ও আস্বাদন করতাম, অকপ্পিয়ও আস্বাদন করতাম; কপ্পিয়ও পান করতাম, অকপ্পিয়ও পান করতাম; সকালেও খেতাম, বিকালেও খেতাম; সকালেও ভোজন করতাম, বিকালেও ভোজন করতাম; সকালেও আস্বাদ গ্রহণ করতাম, বিকালেও আস্বাদ গ্রহণ করতাম; সকালেও পান করতাম, বিকালেও পান করতাম। যদিও শ্রদ্ধাবান গৃহীরা আমাকে সকালে, বিকালে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি দান দিচ্ছে, কিন্তু এরা (সব্রহ্মচারীগণ) সেসব খেতে বারণ করবে বলে মনে হচ্ছে। ফলে সে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মনে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে যায়। এটাকে বলা হয় কুমির ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্বপ্রাপ্ত বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। এখানে কুমির ভয় বলতে উদরপূর্ণ করণেরই অধিবচন। কুমির ভয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপই।

আবর্ত ভয় কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করেÍ‘আমি জন্ম, জরা মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম; এ-সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে, নয় কি,’ সে পূর্বাহ্ন সময়ে পিণ্ডাচরণের নিমিত্তে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-মন অরক্ষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত এবং স্মৃতিবিভ্রম অবস্থায় গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তথায় সে গৃহপতি, গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে সমন্বিত, সমর্পিত হয়ে আমোদ-প্রমোদে রত দেখতে পায়। যার ফলে তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়Í ‘আগে আমি গৃহী অবস্থায় পঞ্চকামগুণে সমন্বিত, সমর্পিত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করতাম। আমার গৃহীকুলে ভোগ-সম্পদ ছিল। সেই ভোগ-সম্পদ পরিভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেও সক্ষম আমি। এটাই ভালো হয়, যদি আমি শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে গৃহী হয়ে সেই ভোগ-সম্পদ পরিভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করি। ফলে সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে গৃহী হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় আবর্ত ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীনত্বপ্রাপ্ত বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। আবর্ত ভয় বলতে পঞ্চকামগুণেরই অধিবচন। আবর্ত ভয় এরূপই।

শুশুক ভয় কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কুলপুত্র শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ চিন্তা করেÍ‘আমি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস নানাবিধ দুঃখে অবতীর্ণ, উৎপীড়িত ছিলাম; এ-সমস্ত দুঃখরাশির উপশম অল্প হলেও আমার জ্ঞাত হয়েছে, নয় কি, সে পূর্বাহ্ন সময়ে পিণ্ডাচরণের নিমিত্তে চীবর পরিধান ও পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-মনে অরক্ষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত এবং স্মৃতি বিভ্রম অবস্থায় গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তথায় সে স্ত্রীলোককে স্বল্প বসনে, অর্ধ আবৃত দেহে দেখতে পায়। স্ত্রীলোককে সেভাবে দেখে কামরাগে তার চিত্ত দূষিত হয়। কামরাগে দূষিত চিত্ত নিয়ে সে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান করে গৃহী হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় শুশুক ভয়ে ভীত হয়ে শিক্ষাপদ প্রত্যাখান করে হীনত্বপ্রাপ্ত বা গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া। শুশুক ভয় বলতে স্ত্রীলোকের এ অবস্থারই অধিবচন। শুশুক ভয় এরূপই।

ভিক্ষুগণ, এ ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কোনো কোনো কুলপুত্রের নিঃসন্দেহে এই চার প্রকার ভয় বিদ্যমান।”

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পঠম নানাকরণসুত্তং–নানাকরণ সূত্র (প্রথম)

১২৩. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্‌গল কামনা ও অকুশল পাপধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক[১], বিচার[২] সহিত বিবেকজ (নির্জনতাজনিত) প্রীতি, সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করেন। সে তা উপভোগ করে বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মলোকের আয়ু এক কল্প। তথায় পৃথকজন[৩] যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করার কারণে অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ (আনন্দ) ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি, সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে আভস্‌সর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আভস্‌সর ব্রহ্মলোকের আয়ু দুই কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল

---

[১] বিতর্ক—চিত্তোৎপত্তির প্রাথমিক ক্রিয়া। যে চৈতসিক সম্পন্ন করে, তাকে বলে বিতর্ক। বিতর্ক চৈতসিকগুলোকে আলম্বনের দিকে পরিচালিত করে। তা যেন চিত্তকে আলম্বনে আরোহন করিয়ে দেয়।

[২] বিচার—চিত্তকে আলম্বনে বিচরণ করায়। বিতর্ক যেমন চিত্তকে আলম্বনে আরোহন করায়, তেমনি বিচার চিত্তকে তাতে বিচরণ করায়। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যখন আলম্বন গ্রহণ করে, বিচার সে আলম্বনে বার বার নিমজ্জিত হয়ে প্রবর্তিত হয়। (অভিধর্ম দর্পন—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী)

[৩] পৃথকজন বা পুথকজন, সাধারণ লোক। যারা মুক্তিমার্গের সন্ধান পায়নি, তাদের বলা হয় পৃথকজন। তন্মধ্যে মুক্তিমার্গ অন্বেষণে নিরতদের বলা হয় কল্যাণ পৃথকজন, আর সংসার মোহে আচ্ছন্নদের বলা হয় অন্ধ পৃথকজন। (ধম্মপদট্‌ঠকথা—ড. সুকোমল চৌধুরী)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন) হয়ে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ বলেন, 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখবিহারী;' সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে; এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে সুভকিণ্হ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। সুভকিণ্হ ব্রহ্মলোকের আয়ু চার কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয় এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়; সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে; এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। বেহপ্ফল ব্রহ্মলোকের আয়ু পাঁচ কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. দুতিযনানাকরণসুত্তং–নানাকরণ সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল কামনা ও অকুশল পাপধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক, বিচার সহিত বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে আরোহন করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল বিতর্ক, বিচার প্রশমিত করার কারণে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ (আনন্দ) ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি, সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ বলেন, 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখবিহারী;' সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাজ্য হয়, এবং পূর্বেই মানসিক সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়; সেই সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ নামক চতুর্থ ধ্যানস্তরে আরোহণ করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়; এবং সেই ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পঠমমেত্তাসুত্তং–মৈত্রী সূত্র (প্রথম)

১২৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে উর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মৈত্রী সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মালোকের আয়ু এক কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল করুণা সহগত চিত্তে একদিকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, করুণা সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে আভস্‌সর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আভস্‌সর ব্রহ্মলোকের আয়ু দুই কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল মুদিতা সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মুদিতা সহগত চিত্তে একদিকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে শুভকিণ্‌হ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। শুভকিণ্‌হ ব্রহ্মলোকের আয়ু চার কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল উপেক্ষা সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে; সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে; বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, উপেক্ষা সহগত চিত্তে পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে। তথায় স্থিত, অভিনিবিষ্ট হয়ে বহুবার অবস্থান করে এবং তা বিনষ্ট হয় না। পরে কোনো একসময়ে কালপ্রাপ্ত হয়ে বেহপ্‌ফল ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। বেহপ্‌ফল ব্রহ্মলোকের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ু পাঁচ কল্প। তথায় পৃথকজন যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে নিরয়ে, তির্যককুলে, প্রেতকুলে গমন করে। আর ভগবানের শ্রাবকগণ তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থান করে আয়ু শেষে সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়। এখানে নানাকরণ বলতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এবং অশ্রুতবান পৃথকজনের গতি, উৎপত্তির এ পার্থক্য বিশেষ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিযমেত্তাসুত্তং–মৈত্রী সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৬. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল মৈত্রী সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে তির্যকক্রমে সর্বদা সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মৈত্রী সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল করুণা সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, করুণা সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল মুদিতা সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, মুদিতা সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ।

পুনঃ, এ জগতে কোনো পুদ্গল উপেক্ষা সহগত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে। সেরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যকক্রমে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বলোকে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী, প্রশান্ত, উপেক্ষা সহগত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। সে তথায় রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত হয়। এবং ধর্মসমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শেল, বিপদ, ক্লেশ, শত্রু, ভগ্ন, শূন্য, অনাত্মরূপে দর্শন করে। তাই সে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। পৃথকজনের এই উৎপত্তি অসাধারণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পঠম তথাগত অচ্ছরিযসুত্তং–তথাগত আশ্চর্য সূত্র (প্রথম)

১২৭. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে চার প্রকার আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভাব হয়। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : বোধিসত্ত্ব যখন তুষিত দেবলোক ত্যাগ করে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ঐ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারেÍ'ওহো অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে!' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, বোধিসত্ত্ব যখন স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে মাতৃকুক্ষি হতে ভূমিষ্ঠ হন; তখন দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ঐ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারে- 'ওহো অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে।' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, তথাগত যখন অনুত্তর সম্যক বুদ্ধত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মলোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ঐ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারেI'ওহো অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে!' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

পুনঃ, তথাগত যখন অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মার ভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণের দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয় যেখানে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন এবং মহানুভাব চন্দ্র-সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও দেবানুভাব অতিক্রম করে অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব সত্ত্ব ঐ স্থানে উৎপন্ন হয়েছে তারাও সেই আলোতে পরস্পরকে জানতে পারেIওহো অন্যান্য সত্ত্বও এখানে উৎপন্ন হয়েছে!' তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. দুতিয তথাগত অচ্ছরিযসুত্তং–তথাগত আশ্চর্য সূত্র (দ্বিতীয়)

১২৮. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : পঞ্চকামগুণে রমিত, পঞ্চকামগুণে রত, পঞ্চকামগুণে মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অনাসক্ত ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

অহংকারে রমিত, অহংকারে রত, অহংকারে মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অহংকার বিনাশক ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

তৃষ্ণায় রমিত, তৃষ্ণায় রত, তৃষ্ণায় মত্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত নিবৃত্তির ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

অবিদ্যাগত, অবিদ্যাচ্ছন্ন, অবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তিও যদি তথাগতের দেশিত অবিদ্যা বিনাশক ধর্ম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, তাহলে তার চিত্তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এ চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবে এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. আনন্দ অচ্ছরিযসুত্তং–আনন্দ আশ্চর্য সূত্র

১২৯. "হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষু পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষু পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুণী পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষুণী পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসক পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসক পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসিকা পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসিকা পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।" (নবম সূত্র)

১০. চক্কবত্তি অচ্ছরিযসুত্তং–চক্রবর্তী আশ্চর্য সূত্র

১৩০. "হে ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে ক্ষত্রিয় পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ব্রাহ্মণ পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

গৃহপতি পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে গৃহপতি পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

শ্রমণ পরিষদ যদি চক্রবর্তী রাজার দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়। তখন যদি চক্রবর্তী রাজা উপদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই উপদেশ শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর চক্রবর্তী রাজা মৌন থাকলে শ্রমণ পরিষদের তৃপ্তি মিটে না। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে আনন্দের চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষু পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষু পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুণী পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে ভিক্ষুণী পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসক পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসক পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

উপাসিকা পরিষদ যদি আনন্দকে দর্শনার্থে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই দর্শন লাভে তারা আনন্দিত হয়, তখন যদি আনন্দ ধর্মদেশনা প্রদান করে, তাহলে সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয়। আর আনন্দ মৌন থাকলে উপাসিকা পরিষদের তৃপ্তি মিটে না।

ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চার প্রকার আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান।"

(দশম সূত্র)

ভয় বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

অত্তানুবাদ, ঊর্মি, নানাকরণ দুটি করে সবই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৈত্রী, আশ্চর্য দুটি দুটি মিলে হয় দশমই।

(১৪) ৪. পুগ্গলবগ্গো—পুদ্‌গল বর্গ

১. সংযোজনসুত্তং—সংযোজন সূত্র

১৩১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন এবং ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ সংযোজন ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না। কোনো পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন, উৎপত্তি লাভ সংযোজন এবং ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? সকৃদাগামী[১] লাভী পুদ্‌গলের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? ঊর্ধ্বস্রোতাসম্পন্ন অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক- গামীর। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু উৎপত্তি লাভ ও ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না? অনাগামীলাভী পুদ্‌গলের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ সংযোজন প্রহীন হয়; কিন্তু ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয় না।

কোন পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়? অর্হতের। এই পুদ্‌গলের অধোভাগীয়, উৎপত্তি লাভ, ভবপ্রাপ্তি সংযোজন প্রহীন হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।" (প্রথম সূত্র)

২. পটিভানসুত্তং—প্রতিভ সূত্র

১৩২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথার্থ প্রতিভ, কিন্তু ক্ষিপ্র প্রতিভ নয়; ক্ষিপ্র প্রতিভ, কিন্তু যথার্থ প্রতিভ

---

[১] সকৃদাগামী লাভীদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রহীন হয়, শেষের দুটি আংশিক অবশিষ্ট থাকে মাত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয়; যথার্থ প্রতিভ ও ক্ষিপ্র প্রতিভ; যথার্থ প্রতিভও নয়, ক্ষিপ্র প্রতিভও নয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. উগ্ঘটিতঞ্ঞূসুত্তং–উদ্ঘাটিতজ্ঞ সূত্র

১৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উদ্ঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাসে সব বোঝেন), বিপশ্চিতজ্ঞ (যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝতে পারেন), নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থবোধ লাভ করেন), পদ-পরম (যিনি পদমাত্র মুখস্থ করতে অক্ষম, অর্থবোধেও অক্ষম)। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. উট্ঠানফলসুত্তং–উত্থানফল সূত্র

১৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উত্থান ফলোপজীবী, কিন্তু কর্ম (পুণ্য) ফলোপজীবী নয়; কর্ম ফলোপজীবী কিন্তু উত্থান ফলোপজীবী নয়; উত্থান ফলোপজীবী ও কর্ম ফলোপজীবী; উত্থান ফলোপজীবীও নয়; কর্ম ফলোপজীবীও নয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. সাবজ্জসুত্তং–সদোষ সূত্র

১৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সদোষযুক্ত পুদ্গল, দোষবহুল পুদ্গল, অল্পদোষযুক্ত পুদ্গল, নির্দোষ পুদ্গল।

সদোষযুক্ত পুদ্গল কীরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল সদোষযুক্ত।

দোষবহুল পুদ্গল কীরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল বহুল দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। অল্পই মাত্র নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল বহুল দোষযুক্ত।

অল্পদোষযুক্ত পুদ্গল কীরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল বহু (পরিমাণ) নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। অপরদিকে নিতান্ত অল্প দোষযুক্ত কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল অল্প দোষযুক্ত।

নির্দোষ পুদ্গল কীরূপ? এ জগতে কোনো পুদ্গল কেবল নির্দোষমূলক কায়-বাক্য-মনো কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্গল নির্দোষ।

ভিক্ষুগণ, জগতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(পঞ্চম সূত্র)

৬. পঠমসীলসুত্তং–শীল সূত্র (প্রথম)

১৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা কোনোটিই পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী; কিন্তু সমাধি, প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি পরিপূরণকারী, কিন্তু প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয় না। কোনো পুদ্গল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. দুতিযসীলসুত্তং–শীল সূত্র (দ্বিতীয়)

১৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি কোনোটাই হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি হয়; কিন্তু সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয় না। কোনো পুদ্গল শীল গৌরবী, শীল অধিপতি; সমাধি গৌরবী, সমাধি অধিপতি; প্রজ্ঞা গৌরবী, প্রজ্ঞা অধিপতি হয়। এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. নিকট্ঠসুত্তং–উন্নত সূত্র

১৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন; অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন; অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন; উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কীরূপ পুদ্গল উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে, কিন্তু কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা চিন্তায় মগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল উন্নতকায় কিন্তু অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কীরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে না, কিন্তু নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ, অবিহিংসা চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় কিন্তু উন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কীরূপ পুদ্গল অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে না এবং কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা চিন্তায় মগ্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। এরূপ পুদ্‌গল অনুন্নতকায় এবং অনুন্নত চিত্তসম্পন্ন।

কীরূপ পুদ্‌গল উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন? এ জগতে কোনো পুদ্‌গল গভীর অরণ্যে, নির্জন স্থানে বাস করে এবং নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ, অবিহিংসা চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এরূপ পুদ্‌গল উন্নতকায় এবং উন্নত চিত্তসম্পন্ন। জগতে এই চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান।”

(অষ্টম সূত্র)

৯. ধম্মকথিকসুত্তং–ধর্মকথিক সূত্র

১৩৯. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মকথিক বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ধর্মকথিক পরিষদে অল্পমাত্র ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অনর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় দক্ষ নয়। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে অল্পমাত্র ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় সুদক্ষ। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে বহু ভাষণ করে, কিন্তু সেটা অনর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় দক্ষ নয়। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত।

কোনো ধর্মকথিক পরিষদে বহু ভাষণ করে, এবং সেটা অর্থপূর্ণ। পরিষদও উক্ত ভাষণের অর্থ-অনর্থ বিবেচনায় সুদক্ষ। এ ধর্মকথিক এরূপ পরিষদে ধর্মকথিক বলে অভিহিত। জগতে এই চার প্রকার ধর্মকথিক বিদ্যমান।” (নবম সূত্র)

১০. বাদীসুত্তং–বক্তা সূত্র

১৪০. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বক্তা বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো বক্তা অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করে না। কোনো বক্তা ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করে না। কোনো বক্তা অর্থ অনুসারেও ব্যাখ্যা করে এবং ব্যঞ্জন অনুসারেও ব্যাখ্যা করে। কোনো বক্তা অর্থ অনুসারেও ব্যাখ্যা করে না এবং ব্যঞ্জন অনুসারেও ব্যাখ্যা করে না। এই চার প্রকার বক্তা। এটা অস্থানে অনবকাশ যে, শুধুমাত্র চারি প্রতিসম্ভিদায় সমন্বিত পুদ্‌গলই অর্থ ও ব্যঞ্জন অনুসারে ব্যাখ্যা করতে পারে।” (দশম সূত্র)

পুদ্‌গল বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

সংযোজন, প্রতিভ, উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ, উত্থান সহ পাঁচ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদোষ, দুই শীল, উন্নত, ধর্মকথিক মিলে দশ।

(১৫) ৫. আভাবগ্গো–আভা বর্গ

১. আভাসুত্তং–আভা সূত্র

১৪১. “হে ভিক্ষুগণ, আভা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র আভা, সূর্য আভা, অগ্নি আভা, প্রজ্ঞা আভা। এগুলোই চার প্রকার আভা। এই চার প্রকার আভার মধ্যে প্রজ্ঞা আভাই শ্রেষ্ঠ।”

(প্রথম সূত্র)

২. পভাসুত্তং–প্রভা সূত্র

১৪২. “হে ভিক্ষুগণ, প্রভা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র প্রভা, সূর্য প্রভা, অগ্নি প্রভা, প্রজ্ঞা প্রভা। এগুলোই চার প্রকার প্রভা। এই চার প্রকার প্রভার মধ্যে প্রজ্ঞা প্রভাই শ্রেষ্ঠ।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. আলোকসুত্তং–আলো সূত্র

১৪৩. “হে ভিক্ষুগণ, আলো চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : চন্দ্র আলো, সূর্য আলো, অগ্নি আলো, প্রজ্ঞা আলো। এগুলোই চার প্রকার আলো। এই চার প্রকার আলোর মধ্যে প্রজ্ঞা আলোই শ্রেষ্ঠ।”

(তৃতীয় সূত্র)

৪. ওভাসসুত্তং–জ্যোতি সূত্র

১৪৪. “হে ভিক্ষুগণ, জ্যোতি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র জ্যোতি, সূর্য জ্যোতি, অগ্নি জ্যোতি, প্রজ্ঞা জ্যোতি। এ চার প্রকার জ্যোতি। এই চার প্রকার জ্যোতির মধ্যে প্রজ্ঞা জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ।”

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পজ্জোতসুত্তং–রশ্মি সূত্র

১৪৫. “হে ভিক্ষুগণ, রশ্মি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চন্দ্র রশ্মি, সূর্য রশ্মি, অগ্নি রশ্মি, প্রজ্ঞা রশ্মি। এ চার প্রকার রশ্মি। এই চার প্রকার রশ্মির মধ্যে প্রজ্ঞা রশ্মিই শ্রেষ্ঠ।” (পঞ্চম সূত্র)

৬. পঠমকালসুত্তং–সময় সূত্র (প্রথম)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, সময় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ, যথাসময়ে ধর্ম আলোচনা, যথাসময়ে সম্যক আচরণ, যথাসময়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন। এই চার প্রকার সময়।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. দুতিযকালসুত্তং–সময় সূত্র (দ্বিতীয়)

১৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ আচরণ দ্বারা অনুক্রমে আস্রবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ, যথাসময়ে ধর্ম আলোচনা, যথাসময়ে সম্যক আচরণ, যথাসময়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন এ চার প্রকারের যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ সম্যক আচরণের মাধ্যমে অনুক্রমে আস্রবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব। যেমন ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপর ভারি বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেই বৃষ্টির পানি নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে গিরিগুহা পরিপূর্ণ করে। গিরিগুহা পরিপূর্ণ করে ছোট গর্ত পরিপূর্ণ করে। ছোট গর্ত পরিপূর্ণ করে বড় গর্ত পরিপূর্ণ করে। বড় গর্ত পরিপূর্ণ করে ছোট নদী পরিপূর্ণ করে। ছোট নদী পরিপূর্ণ করে বড় নদী পরিপূর্ণ করে। বড় নদী পরিপূর্ণ করে সমুদ্র পরিপূর্ণ করে।

ঠিক একইভাবে এই চার প্রকারের যথার্থ সময়, যথার্থ ভাবনা, যথার্থ আচরণ দ্বারা আস্রবসমূহ অনুক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত করা সম্ভব।" (সপ্তম সূত্র)

৮. দুচ্চরিতসুত্তং–দুশ্চরিত সূত্র

১৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, বাক্ দুশ্চরিত চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ অর্থাৎ বৃথা বাক্য। এই চার প্রকার বাক্ দুশ্চরিত।" (অষ্টম সূত্র)

৯. সুচরিতসুত্তং–সুচরিত সূত্র

১৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, বাক্ সুচরিত চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সত্য বাক্য, মধুর বাক্য, নম্র বাক্য, অর্থপূর্ণ বাক্য। এই চার প্রকার বাক্ সুচরিত।" (নবম সূত্র)

১০. সারসুত্তং-সার সূত্র

১৫০. "হে ভিক্ষুগণ, সার চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার। এই চার প্রকার সার।"

(দশম সূত্র)

আভা বর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারকগাথা :

আভা, প্রভা, আলো, জ্যোতি, রশ্মিসহ পঞ্চম,
দুই সময়, দুই চরিত আর সার মিলে দশম।
তৃতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

৪. চতুত্থপন্নাসকং–চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. ইন্দ্রিযবগ্গো–ইন্দ্রিয় বর্গ

১. ইন্দ্রিযসুত্তং–ইন্দ্রিয় সূত্র

১৫১. "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়। এগুলোই চার প্রকার ইন্দ্রিয়।" (প্রথম সূত্র)

২. সদ্ধাবলসুত্তং–শ্রদ্ধাবল সূত্র

১৫২. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল। এই চার প্রকার বল।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. পঞ্ঞাবলসুত্তং–প্রজ্ঞাবল সূত্র

১৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. সতিবলসুত্তং–স্মৃতিবল সূত্র

১৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : স্মৃতিবল, সমাধিবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পটিসঙ্খানবলসুত্তং–সতর্কতা বল সূত্র

১৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সতর্কতাবল, ভাবনাবল, অনবদ্যবল, সংযমবল। এই চার প্রকার বল।"

(পঞ্চম সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. কপ্পসুত্তং–কল্প সূত্র

১৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, কল্পের চার প্রকার অসংখ্যেয় কাল। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : যখন কল্পের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তিকাল গণনা করা দুঃসাধ্য–এত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প উৎপত্তি হয়ে চলমান থাকে, সেই চলমানকাল গণনা করা দুঃসাধ্যIএত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংসকাল গণনা করা দুঃসাধ্যIএত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর।

যখন কল্প ধ্বংস হয়ে স্থিত থাকে (অর্থাৎ নতুন কল্প পুনর্বার আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত) সেই স্থিতকাল গণনা করা দুঃসাধ্যIএত বছর, এত শত বছর, এত হাজার বছর বা এত লক্ষ বছর। ভিক্ষুগণ, এই কল্পের চার প্রকার অসংখ্যেয় কাল।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. রোগসুত্তং–রোগ সূত্র

১৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, রোগ দুই প্রকার। সেই দুই প্রকার কী কী? যথা : কায়িক রোগ, চৈতসিক রোগ।

যেসব সত্ত্ব কায়িক রোগে আক্রান্ত, তাদেরকে এক বছরেও আরোগ্য লাভ করতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকি শত বছরের পরেও আরোগ্য লাভ করতে দেখা যায়। কিন্তু যেসব সত্ত্ব চৈতসিক রোগে আক্রান্ত, তাদের মুহূর্ত সময়ের জন্যও আরোগ্য লাভ করা দুঃসাধ্য, তবে ক্ষীণাস্রবের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়।

ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতগণের চার প্রকার রোগ বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ শাসনে কোনো ভিক্ষু যে-কোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট না থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ ও মনস্তাপগ্রস্ত হয়। সে যে-কোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট না থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ, মনস্তাপগ্রস্ত, অহংকারী হয়ে প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে পাপ ইচ্ছা ইৎপন্ন করে। এবং প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে তৎপর, চেষ্টাশীল ও উদ্যমশীল হয়। অতঃপর সে গৃহীকুলে উপস্থিতকালে, উপবেশনকালে, ধর্মভাষণকালে এবং পায়খানা-প্রস্রাব কার্যাদি সম্পাদন কালেও এসব চিন্তা করে বা এসব চিন্তায় মগ্ন থাকে। প্রব্রজিতগণের এ চার প্রকার রোগ বিদ্যমান।

তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিতI'আমরা যে-কোনো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য উপকরণাদিতে সন্তুষ্ট থেকে মহতী ইচ্ছাপরায়ণ ও মনস্তাপগ্রস্ত হবো না। প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে পাপ ইচ্ছা উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব না। প্রশংসা, লাভ-সৎকার প্রতিলাভার্থে তৎপর, চেষ্টাশীল, উদ্যমী হবো না। শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, ডংশক-মশক, বায়ুতাপ, সরীসৃপ, বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করব। অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি এবং উৎপন্ন তীব্র, রুক্ষ, তিক্ত শারীরিক দুঃখ বেদনা আর অমনোজ্ঞ, সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করব, (এসবে) ক্ষমাশীল হবো।' এভাবেই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।" (সপ্তম সূত্র)

৮. পরিহানিসুত্তং-পরিহানি সূত্র

১৫৮. একসময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র "আবুসোগণ" বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। তখন ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ আবুসো" বলে তাঁকে প্রত্যুত্তর দিলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যে-কোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিতI'কুশল ধর্ম ব্যতীত আমার পরিহানি ঘটবে', পরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : রাগবহুল, দ্বেষবহুল, মোহবহুল এবং জ্ঞান বিষয়াদিতে প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন না হওয়া। এই চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যে-কোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিতI'কুশল ধর্ম ব্যতীত আমার পরিহানি ঘটবে', পরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন।

আবুসোগণ, চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যে-কোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিতI'কুশল ধর্ম দ্বারা আমার পরিহানি ঘটবে না', অপরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় এবং জ্ঞান বিষয়াদিতে প্রজ্ঞা চক্ষু উৎপন্ন হওয়া। এই চার ধর্ম নিজে দর্শন করে যে-কোনো ভিক্ষু, ভিক্ষুনীর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিতI'কুশল ধর্ম দ্বারা আমার পরিহানি ঘটবে না', অপরিহানি সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. ভিক্খুনীসুত্তং-ভিক্ষুণী সূত্র

১৫৯. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী জনৈক পুরুষকে আহ্বান করে এরূপ বলল, "হে পুরুষ, তুমি এখানে এসে কথা শুন। আর্য আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে কৃতাঞ্জলিপূর্ণ বন্দনা করে বলবে, 'ভন্তে, অমুক ভিক্ষুণী অধিকতর পীড়িতা, দুঃখিতা। তিনি আপনাকে বন্দনা করছেন। ভন্তে, এটা উত্তম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীকে দেখে আসেন'।"

'আর্যে, তাই হোক' বলে সেই পুরুষ ভিক্ষুণীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করল। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল, "ভন্তে, অমুক ভিক্ষুণী অধিকতর পীড়িতা, দুঃখিতা। তিনি আপনাকে বন্দনা করছেন। ভন্তে, এটা উত্তম হবে যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক ভিক্ষুণী আবাসে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীকে দেখে আসেন"। আয়ুষ্মান আনন্দ তুষ্ণীভাবে সম্মতি দিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে ভিক্ষুণী আবাসে সেই ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হলেন। সেই ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান আনন্দকে দূর থেকে আসতে দেখে আপাদমস্তক আবৃত করে মঞ্চে শয়ন করল। আনন্দ ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন, "ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিত; তৃষ্ণাজাত, তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত; মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিত। এই শরীর মৈথুনজাত হলেও মৈথুনে (নির্বাণ) সেতু ধ্বংস হয় বলে ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিতIএরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু সতর্কতার সাথে আহার পরিভোগ করেI'ক্রীড়ার জন্য নয়, প্রমত্ততার জন্য নয়, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বৃদ্ধি সাধনের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়, শুধুমাত্র এই চতুর্মহাভৌতিক দেহের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ, পুরানো ক্ষুধা-যন্ত্রণা বিনাশার্থ, নতুন যন্ত্রণা অনুৎপাদনার্থ আমি ভোজন করছি। এ পরিমিত ভোজন আমার মধ্যম প্রতিপদার অবস্থা প্রকাশিত হবে এবং আমি অনবদ্য সুখে অবস্থান করতে পারব।' সে অন্য সময় আহারে আশ্রিত হলেও (পরে) আহার ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর আহারজাত, আহারাশ্রিত হলেও আহার ত্যাগ করা উচিত'Iএরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর তৃষ্ণাজাত, তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিতIএরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণ করে যে 'অমুক ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করছে।' তখন সে এরূপ চিন্তা করে, 'আমিও বা কেন আস্রবসমূহ ক্ষয় করে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করতে পারব না'। সে অন্য সময় তৃষ্ণায় আশ্রিত হলেও (পরে) তৃষ্ণা ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর তৃষ্ণাজাত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণাশ্রিত হলেও তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত'Ïএরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিতÏএরূপে এটি বলা হয়েছে। কী কারণে তা বলা হয়েছে? এ জগতে ভিক্ষু শ্রবণ করে যে 'অমুক ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করছে।' তখন সে এরূপ চিন্তা করেÏ'সেই আয়ুষ্মান আস্রবসমূহ ক্ষয় করে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা এ জীবনে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অবস্থান করতে পারলে, আমি কেন পারব না'। সে অন্য সময় মানাশ্রিত হলেও (পরে) মান ত্যাগ করে। 'ভগিনী, এ শরীর মানজাত, মানাশ্রিত হলেও মান ত্যাগ করা উচিত'Ïএরূপে যা বলা হয়েছে, তা এ কারণে বলা হয়েছে।"

"ভগিনী, এ শরীর মৈথুনজাত, কিন্তু মৈথুনে (নির্বাণ) সেতু ধ্বংস হয় বলে ভগবান কর্তৃক ব্যক্ত।"

অতঃপর সেই ভিক্ষুণী মঞ্চ হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে আয়ুষ্মান আনন্দের পাদদ্বয়ে অবনত শিরে বন্দনা করে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমার অপরাধ হয়েছে; আমি মূর্খ ও নির্বোধের ন্যায় যা প্রকাশ করেছি তা অকুশল। আমার যে অপরাধ কৃত হয়েছে তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভবিষ্যতের জন্য সংযত হবো।" "যথার্থই, ভগিনী। তোমার অপরাধ হয়েছে; তুমি মূর্খ ও নির্বোধের ন্যায় যা প্রকাশ করেছ, তা অকুশল। যখন তুমি স্বীয় অপরাধ দর্শন করে যথাধর্ম প্রতিকার করেছ, তাই আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর্যবিনয়ে সেই সাফল্য লাভ করে, যে-জন স্বীয় অপরাধ দর্শন করে যথাধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়।" (নবম সূত্র)

১০. সুগতবিনয়সুত্তং-সুগত বিনয় সূত্র

১৬০. "হে ভিক্ষুগণ, সুগত বা সুগত বিনয় বহুজনের হিত-সুখার্থে, লোকানুকম্পায় জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব-মনুষ্যের হিত-সুখ, মঙ্গল সাধিত হয়।

কাকে সুগত বলা হয়? ভিক্ষুগণ, তথাগত এ জগতে অর্হৎ, সম্যক- সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তর পুরুষ- দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই সুগত।

সুগত বিনয় কী? তিনি যা ধর্মদেশনা করেন, তা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ; অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। এটিই সুগত বিনয়। এই সুগত বা সুগত বিনয় বহুজনের হিত-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখার্থে, লোকানুকম্পায় জগতে বিদ্যমান থাকলে দেব-মনুষ্যের হিত-সুখ, মঙ্গল সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু পরিষদ অস্পষ্ট বা অবিন্যস্ত পদব্যঞ্জন দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে। অস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থও অস্পষ্ট হয়। এ প্রথম প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, ভিক্ষু পরিষদ অনমনীয় (একগুঁয়ে) হয়। সেই অসহিষ্ণু বা অবাধ্যতা ধর্মে সমন্বিত হয়ে তারা অনুশাসনে অনুপযুক্ত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, যেসব ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা উত্তমরূপে অপরকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করে না। তাদের মৃত্যুর পর ত্রিপিটক অরক্ষিত, মূলোচ্ছিন্ন হয়। এ তৃতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

পুনঃ, স্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী ও অলস হয়। একাকীবাস পরিত্যাগ করে লাভ-সৎকারে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় (নির্বাণ সম্বন্ধীয়) প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য চেষ্টা করে না। পরবর্তী ভিক্ষুসঙ্ঘ তাদের অনুসরণ করে। তারাও ভোগী, অলস হয়। একাকীবাস পরিত্যাগ করে লাভ-সৎকারে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে না। এ চতুর্থ প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে সদ্ধর্মের অবনতি, অন্তর্ধান হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি, উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু পরিষদ সুস্পষ্ট বা সুবিন্যাস্ত পদব্যঞ্জন দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে ত্রিপিটক শিক্ষা করে। সুস্পষ্ট পদব্যঞ্জনের অর্থও সুস্পষ্ট হয়। এ প্রথম প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, ভিক্ষু পরিষদ নমনীয় (বিনীত) হয়। সেই সহিষ্ণু, সুবাধ্যতা ধর্মে সমন্বিত হয়ে অনুশাসনে উপযুক্ত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, যেসব ভিক্ষু বহুশ্রুত, ত্রিপিটকধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর; তারা উত্তমরূপে অপরকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করে। তাই তাদের মৃত্যুর পরও ত্রিপিটক অরক্ষিত, মূলোচ্ছিন্ন হয় না। এ তৃতীয় প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।

পুনঃ, স্থবির ভিক্ষুগণ ভোগী ও অলস হয় না। লাভ-সৎকার পরিত্যাগ করে একাকীবাসে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করার জন্য, অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পরবর্তী ভিক্ষুসঙ্ঘ তাদের অনুসরণ করে। তারাও ভোগী, অলস হয় না। লাভ-সৎকার পরিত্যাগ করে একাকীবাসে পূর্বগামী হয়। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ চতুর্থ প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারে সদ্ধর্মের স্থিতি ও উন্নতি হয়; অন্তর্ধান হয় না।"

(দশম সূত্র)
ইন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা, স্মৃতি, সতর্কতাসহ পাঁচ,
কল্প, রোগ, পরিহানি, ভিক্ষুণী, সুগত মিলে দশ।

(১৭) পটিপদাবগ্গো–প্রতিপদাবর্গ

১. সংখিত্তসুত্তং–সংক্ষিপ্ত সূত্র

১৬১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা (উপায়)চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা (কষ্টকর বা দুঃসাধ্য প্রতিপদা, যার ফলে ক্রমে ক্রমে বা ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করা যায়)। দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা (কষ্টকর বা দুঃসাধ্য, তবে দ্রুতজ্ঞানার্জন করা যায়)। সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা (সুখকর বা সুসাধ্য প্রতিপদা যার ফলে ক্রমে ক্রমে বা ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জন করা যায়)। সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা (সুখকর বা সুসাধ্য প্রতিপদা যার ফলে দ্রুত জ্ঞানার্জন করা যায়।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার প্রতিপদা।" (প্রথম সূত্র)

২. বিত্থারসুত্তং–বিস্তার সূত্র

১৬২. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় এবং সর্বদা রাগজনিত (আসক্তিজনিত) দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলা হয় দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Ïএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রার্দুভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুত গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একে বলে দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় না ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Ïএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাব অনুযায়ী তীব্র রাগ বা আসক্তিশ্রেণীর হয় না এবং সর্বদা রাগজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র দোষশ্রেণির হয় না ও সর্বদা দোষজনিত দুঃখ এবং দৌর্মনস্য অনুভব করে না। স্বভাব অনুযায়ী তীব্র মোহশ্রেণির হয় না এবং সর্বদা মোহজনিত দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Ïএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুত গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, আর এগুলোই হচ্ছে চার প্রতিপদা।" (দ্বিতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. অসুভসুত্তং–অশুভ সূত্র

১৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপের প্রতি লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল), বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে দুঃখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুত গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একেই বলে দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হওত উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দ্রুত দুর্বলভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন অনুক্রমিকভাবে মন্থর গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, একেই বলে সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হওত উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন অনুক্রমিকভাবে দ্রুত গতিতে আস্রবসমূহ ক্ষয় করতে সক্ষম হয়। একে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার প্রতিপদা।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. পঠমখমসুত্তং–ক্ষমাশীল সূত্র (প্রথম)

১৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অক্ষমা (ক্ষমাহীনতা) প্রতিপদা, ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা, আত্মদমন প্রতিপদা ও সমা বা মনের সমভাব প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, অক্ষমা (ক্ষমাহীন) প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আক্রোশকারীকে প্রতি-আক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে ও বিবাদকারীর সঙ্গে প্রতিবিবাদ করে। একেই বলে অক্ষমা প্রতিপদা।

ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আক্রোশকারীকে প্রতি-আক্রোশ করে না, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে না, আর বিবাদকারীর সঙ্গে প্রতিবিবাদ করে না। একেই বলে ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা।

আত্মদমন প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিমিত্তগ্রাহী[১], অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায় ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায় ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় আত্মদমন প্রতিপদা।

সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক

---

[১] নিমিত্তগ্রাহী—ষড়ইন্দ্রিয়ে আলম্বন গ্রহণ করে তাতে পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

[২] অনুব্যঞ্জনগ্রাহী—অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হাত-পা, স্মিত হাসি, কথা, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি অবয়বিক প্রভেদকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্মসমূহ গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। একেই সমা প্রতিপদা বলে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. দুতিযখমসুত্তং–ক্ষমাশীল সূত্র (দ্বিতীয়)

১৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অক্ষমা (ক্ষমাহীনতা) প্রতিপদা, ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা, আত্মদমন প্রতিপদা ও সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, অক্ষমা প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি শীত-উষ্ণ, ও ক্ষুধা-পিপাসা, ডাঁশ-মশা, বায়ু-তাপ ও সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা, এবং অমনঃপূত, প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না এবং তাতে ধৈর্যশীলও হয় না। একেই বলে অক্ষমা প্রতিপদা।

ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি, শীত-উষ্ণ ও ক্ষুধা-পিপাসা ডাঁশ-মশা, বায়ু-তাপ ও সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির আক্রমণ সহ্য করতে পারে। অপরের নিন্দাবাক্য, অনাদর, কুযুক্তি ও উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, কটু, বিরক্তিকর দৈহিক যন্ত্রণা এবং অমনঃপূত, প্রাণহরণকর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে এবং ধৈর্যশীলও হয়। একেই ক্ষমা বা ক্ষমাশীল প্রতিপদা বলে।

আত্মদমন প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায় ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায় ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, মন ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। একেই বলা হয় আত্মদমন প্রতিপদা।

ভিক্ষুগণ, সমা (মনের সমভাব) প্রতিপদা কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে, সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্ক গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ গ্রহণ না করে বরং উহাকে পরিত্যাগ, অপনোদন করে সমূলে বিনষ্ট করে এবং চিত্ত পরিশুদ্ধ করে। একেই সমা প্রতিপদা বলে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।”

(পঞ্চম সূত্র)

৬. উভযসুত্তং–উভয় সূত্র

১৬৬. “হে ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থর অভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা।এই প্রতিপদাটি উভয় ক্ষেত্রে হীনরূপে আখ্যায়িত হয়। দুঃখ বিধায় এ প্রতিপদা হীনরূপে আখ্যায়িত হয়, আবার মন্থর বিধায়ও এ প্রতিপদা হীনরূপে আখ্যায়িত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রতিপদাটি হীনরূপে আখ্যায়িত হয়।

দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা।এই প্রতিপদাটি দুঃখতার জন্য হীনরূপে আখ্যায়িত হয়।

সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা।এই প্রতিপদাটি মন্থর গতির জন্য হীনরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আখ্যায়িত হয়।

সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞাIএই প্রতিপদাটি উভয় ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। সুখকর বিধায় এ প্রতিপদা উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়, আবার ক্ষিপ্র বিধায় এ প্রতিপদা উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রতিপদাটি উৎকৃষ্টরূপে আখ্যায়িত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার প্রতিপদা।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. মহামোগ্গল্লানসুত্তং–মহামৌদ্গল্যায়ন সূত্র

১৬৭. একসময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারীপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো মৌদ্গল্যায়ন, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে কোন প্রতিপদার মাধ্যমে আপনার চিত্ত উপাদানহীন ও আস্রবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে?"

"আবুসো শারীপুত্র, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, এ চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞার মাধ্যমে আমার চিত্ত উপাদানহীন ও আস্রবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. সারিপুত্তসুত্তং–শারীপুত্র সূত্র

১৬৮. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট মহামৌদ্গল্যায়ন আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো শারীপুত্র, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা। আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে কোন প্রতিপদার মাধ্যমে আপনার চিত্ত উপাদানহীন ও আস্রবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে?"

"আবুসো মৌদ্গল্যায়ন, প্রতিপদা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

: দুঃখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা, দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা, সুখ প্রতিপদা মন্থরাভিজ্ঞা ও সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞা। এ চার প্রকার প্রতিপদা।

আবুসো, চার প্রকার প্রতিপদার মধ্যে সুখ প্রতিপদা ক্ষিপ্র অভিজ্ঞার মাধ্যমে আমার চিত্ত উপাদানহীন ও আস্রবসমূহ হতে বিমুক্ত হয়েছে।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. সসঙ্খারসুত্তং–সসংস্কার সূত্র

১৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কোনো পুদ্‌গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ (অর্হত্ত্ব) লাভ করে। কোনো পুদ্‌গল দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। কোনো পুদ্‌গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। আর কোনো পুদ্‌গল দেহ ত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্‌গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপে লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল), বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপে পুদ্‌গল ইহজন্মে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

কিরূপে পুদ্‌গল দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কায়ে অশুভানুদর্শী, আহারে প্রতিকুলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী ও সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তার মৃত্যুসংজ্ঞা আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল (পাপের প্রতি লজ্জাবল), ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়বল) বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপে পুদ্‌গল দেহ ত্যাগের পর সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

কিরূপে পুদ্‌গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হওত উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহ অত্যধিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের আধিক্যের দরুন ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপেই পুদ্গল ইহজন্মে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। কিরূপে পুদ্গল দেহ ত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হওত উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতিপরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চবিধ শৈক্ষ্যবলকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে, যথা : শ্রদ্ধাবল, হ্রীবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল ও প্রজ্ঞাবল। তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়Iএ পঞ্চেন্দ্রিয়- সমূহ মৃদু বা দুর্বলভাবে প্রাদুর্ভাব হয়। সে এ পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতার দরুন দেহ ত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপেই পুদ্গল দেহ ত্যাগের পর অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে এ চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান।" (নবম সূত্র)

১০. যুগনদ্ধসুত্তং–সুসামনঞ্জস্য সূত্র

১৭০. আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বির ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান আনন্দ 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ আবুসো' বলে আয়ুষ্মান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন, "হে আবুসোগণ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার কাছে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় বলে থাকে, সে চারি মার্গের মধ্যে যে-কোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু পূর্বে শমথ ভাবনা করে বিদর্শন ভাবনা ভাবিত করে। পূর্বে শমথ ভাবনা করে বিদর্শন ভাবনা ভাবিত করায় তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ[১] ধ্বংস হয়।

পুনঃ, আবুসোগণ, ভিক্ষু পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করে শমথ ভাবনা ভাবিত করে। পূর্বে বিদর্শন ভাবনা করে শমথ ভাবনা ভাবিত করায় তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেইমার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

পুনঃ, ভিক্ষু শমথ ও বিদর্শন এই উভয় ভাবনা একসঙ্গে ভাবিত করে। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা একসঙ্গে ভাবিত হয়ে তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

পুনঃ, ভিক্ষুর মন হতে ধর্মসম্বন্ধীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়। সে সময় তার চিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে স্থির হয়, সুস্থির হয়, একীভূত হয় ও সমাধিস্থ হয়। তার মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অভ্যাস করে, ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। তার সেই মার্গ অভ্যাসকৃত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হওয়ায় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয় এবং অনুশয়সমূহ ধ্বংস হয়।

আবুসোগণ, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আমার নিকট অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় বলে থাকে, সে এই চার মার্গের যে-কোনো এক মার্গের দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।" (দশম সূত্র)

প্রতিপদা বর্গ সমাপ্ত।

স্মারকগাথা :

---

[১] অনুশয় হচ্ছে মনের সুপ্ত অকুশল চৈতসিক বা পাপ মনোবৃত্তি, যা চিত্তপ্রবাহে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত থাকে। অনুশয় সপ্তবিধ, যথা : কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান (অহংকার), দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা অনুশয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংক্ষিপ্ত, বিস্তার, অশুভ, দুই ক্ষমাশীল উভয় সূত্র;
মৌদ্‌গল্যায়ন, শারীপুত্র, সসংস্কার ও সুসামঞ্জস্য দশ।

(১৮) ৩. সঞ্চেতনিয বগ্‌গো—সঞ্চেতনীয় বর্গ

১. চেতনাসুত্তং—চেতনা সূত্র

১৭১. "হে ভিক্ষুগণ, কায়ের কারণে ও কায়িক জ্ঞান (সঞ্চেতন) হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্যের কারণে ও বাক্‌ সঞ্চেতন হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মনের কারণে ও মানসিক সঞ্চেতন হেতু আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় ও অবিদ্যা প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা কায়সংস্কার পুনঃপ্রকাশ (পুনঃ জাগ্রত) পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও কায়সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক কায়সংস্কার পুনঃপ্রকাশ হয়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক কায়সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা বাচনিক সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও বাচনিক সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক বাচনিক সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক বাচনিক সংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

নিজের দ্বারা মনঃসংস্কার পুনঃপ্রকাশ হয়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরের দ্বারাও মনঃসংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সম্প্রজ্ঞানে বা ইচ্ছাপূর্বক মনঃসংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক মনঃসংস্কার পুনঃপ্রকাশ পায়, যার দরুন আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এ ধর্মসমূহে অবিদ্যা সংঘটিত হয়, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ, নিরোধ হলে কায় উৎপন্ন হয় না, যে প্রত্যয়ে বা (যার দরুন) সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্য উৎপন্ন হয় না, যার দরুন সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মন উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বস্তু উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। আয়তন উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। সেই অধিকরণ উৎপন্ন হয় না, যার কারণে সেই আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ,[১] আত্মভাব প্রতিলাভ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন আত্মভাব (বা দেহসম্পত্তি) প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মসঞ্চেতন বা আত্ম-জ্ঞান লাভ (আত্ম বিষয়ে জ্ঞান বা ধারণা) হয়, পরোপলব্ধি (অপরের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা) হয় না। এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন পরোপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মোপলব্ধি হয় না। আবার, এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয়, পরোপলব্ধিও হয়। এমন আত্মভাব প্রতিলাভ আছে, যেই আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয় না, পরোপলব্ধিও হয় না। এই চার প্রকার আত্মভাব প্রতিলাভ।"

এরূপে ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই বিষয়ের অর্থ এরূপে আমি বিস্তৃতভাবে জানি। ভন্তে, তথায় যেরূপ আত্মভাব (বা দেহসম্পত্তি) প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধি হয়, কিন্তু পরোপলব্ধি হয় না, তাদৃশ আত্মোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের (দেবগণের) কায় তথা হতে চ্যুত হয়[২]। তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন পরোপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মোপলব্ধি হয় না, সেরূপ পরোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের কায়ও তথা হতে চ্যুত হয়। তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধি ও পরোপলব্ধি উভয়ই হয় এবং সেরূপ আত্মোপলব্ধি পরোপলব্ধি হেতু সেই সত্ত্বগণের কায় তথা হতে চ্যুত হয়। ভন্তে, তথায় যেরূপ আত্মভাব প্রতিলাভের দরুন আত্মোপলব্ধিও হয় না, পরোপলব্ধিও হয় না, তা দ্বারা তাদের কোন দেবগণরূপে জানা উচিত?" "হে শারীপুত্র, তাদের নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত দেবগণরূপে জানা উচিত।"

"ভন্তে, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে

---

[১] আলোচ্য সূত্রের এই অংশ হতে শেষ পর্যন্ত 'আত্মভাব অর্জন সূত্র নামে পৃথক আরেকটি সূত্ররূপে ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মূল পাঠে অবিচ্ছেদ্য সূত্ররূপে দেয়া আছে বিধায় আমরাও মূল পালি অনুযায়ী সূত্রটি তর্জমা করেছি।

[২] খিদ্দা-পাদোসিকা নামক দেবগণ যেমন নিজ স্বাতন্ত্র্যেই (বা আত্মভাবে) সর্বদা ডুবে থেকে সুধা বা স্বর্গীয় (দিব্য) আহার পান করতে ভুলে যায় এবং পরিণতিতে সেই স্বর্গভূমি হতে চ্যুত হয়, তদ্রূপ অবস্থার কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না?" "হে শারীপুত্র, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গলের অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ অপ্রহীন থাকে; সে এজন্মে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে তা আস্বাদন করে, আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা দ্বারা সে আনন্দানুভব করে। তথায় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত অভিনিবিষ্ট, বহুল বিহারী হয় এবং তা পরিহীন না হয়ে মৃত্যুর পর নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনপ্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে।

শারীপুত্র, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গলের অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ প্রহীন হয়; সে এ জন্মে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে তা আস্বাদন করে, আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা দ্বারা সে আনন্দানুভব করে। তথায় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত, অভিনিবিষ্ট, বহুল বিহারী হয় এবং তা পরিহীন না হয়ে মৃত্যুর পর নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনপ্রাপ্ত দেবগণের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না।

শারীপুত্র, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে, এ জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে। আর এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো সত্ত্ব তথা হতে চ্যুত হয়ে এই জগতে আগমন ও প্রত্যাগমন করে না।" (প্রথমসূত্র)

২. বিভক্তিসুত্তং–বিভাগ সূত্র

১৭২. একসময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র 'আবুসো ভিক্ষুগণ,' বলে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ আবুসো' বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র এরূপ বললেন :

"হে আবুসোগণ, ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর[১] আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ অর্থ প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ(উদ্ঘাটন), বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি(সংশয়) আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

---

[১] ইংরেজী তর্জমায় অনুবাদ **F.L WOODWARD** মহাশয় ভুলবশত অর্ধমাসের স্থলে ছয় মাস উল্লেখ করেছেন। পালিতে 'অদ্ধমাসুপসম্পনেন' দেয়া আছে। এতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, উপসম্পদা লাভের মাত্র এক পক্ষের পরই শারীপুত্র স্থবির চারি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব হয়েছিলেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, থেরগাথা, পৃ. ৪৬০।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ ধর্ম প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ভিক্ষুত্ব লাভের অর্ধমাস পর আমার সুনির্দিষ্টভাবে ব্যঞ্জনসহ প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়েছিল। তা আমি অনেক পর্যায়ে ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রবর্তন, বিবরণ, বিভাজন ও প্রদর্শন করতে পারি। যার সেই বিষয়ে সন্দেহ ও বিমতি আছে সে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে। যিনি আমাদের সুকুশল ধর্মসমূহের শাস্তা, তাঁর সম্মুখে হলেও আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।”

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. মহাকোট্ঠিকসুত্তং–মহাকোট্ঠিক সূত্র

১৭৩. একসময় আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন :

“হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে?”

“হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।”

“আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না?”

“আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।”

“আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না?”

“হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।”

“আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয় কি?”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেনÏ"হে আবুসো, 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আবুসো, তাহলে এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ কিরূপে দ্রষ্টব্য?"

এবার আয়ুষ্মান শারীপুত্র বলেন, "হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে'Ïএরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছুই বিদ্যমান থাকে না'Ïএরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'Ïএরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'Ïএরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতি যতদূর প্রপঞ্চের (প্রতিবন্ধকের) গতিও ততদূর; আর প্রপঞ্চের গতি যতদূর, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতিও ততদূর। আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ এবং নিরোধ হলে প্রপঞ্চও নিরোধ ও উপশম হয়।"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. আনন্দসুত্তং—আনন্দ সূত্র[১]

১৭৪. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে 'হে আবুসো' বলে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে

---

[১] ইংরেজি অনুবাদে এই সূত্রটি স্বাতন্ত্র্যভাবে দেখানো হয় নি। পূর্বোক্ত কোটিঠক সূত্রের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ইংরেজি তর্জমায় সূত্রটি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু, আমাদের মূল পালিতে পৃথকভাবে উক্ত হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে আমরাও আলোচ্য সূত্রটি স্বাতন্ত্র্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে?"

"হে আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না?"

" আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না?"

" আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

"আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয় কি?"

"আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।"

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে উদ্দেশ করে বলে ওঠেনÍ"হে আবুসো, 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'Íএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'Íএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'Íএরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না থাকে তাও নয়'Íএরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, এরূপ প্রশ্ন করো না।' আবুসো, তাহলে এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ কিরূপে দ্রষ্টব্য?"

এবার আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক বলেন, "হে আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি বিদ্যমান থাকে'Íএরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছুই বিদ্যমান থাকে না'Íএরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে তদ্ভিন্ন কি কিছু বিদ্যমান থাকে, নাকি থাকে না'Íএরূপ বললে অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। আর 'ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ ও নিরোধ হলে কিছু বিদ্যমান থাকে না, আবার না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে তাও নয়'Ïএরূপ বললেও অপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক হয়। ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতি যতদূর প্রপঞ্চের (প্রতিবন্ধকের) গতিও ততদূর; আর প্রপঞ্চের গতি যতদূর, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের গতিও ততদূর।

আবুসো, ষড়বিধ স্পর্শায়তনের অশেষ, বিরাগ এবং নিরোধ হলে প্রপঞ্চও নিরোধ ও উপশম হয়।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. উপবাণসুত্তং–উপবাণ সূত্র

১৭৫. একসময় আয়ুষ্মান উপবাণ আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে 'হে আবুসো' বলে সম্বোধন করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট উপবাণ শারীপুত্রকে এরূপ বললেন :

"হে আবুসো শারীপুত্র, বিদ্যার দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?"

"আবুসো, তা এরূপ নয়।"

"হে আবুসো শারীপুত্র, আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?"

"আবুসো, তা এরূপ নয়।"

"হে আবুসো শারীপুত্র, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধন- কারী হয়?"

"আবুসো, তা এরূপ নয়।"

"হে আবুসো শারীপুত্র, অন্য ধর্ম (অন্য বিষয় বা প্রণালী), বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়?"

"আবুসো, তা এরূপ নয়।"

"হে আবুসো শারীপুত্র, বিদ্যার দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে আপনি পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, তা এরূপ নয়।' আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়'Ïএরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, তা এরূপ নয়।' বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়'Ïএরূপ প্রশ্ন করলে পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, তা এরূপ নয়।' আর অন্য ধর্ম (অন্য বিষয় বা প্রণালী), বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা কি কেউ অন্তসাধনকারী হয়'Ïএরূপ প্রশ্ন করলেও পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আবুসো, তা এরূপ নয়।' আবুসো, তাহলে কিরূপে, কেউ অন্তসাধনকারী হয়?"

"হে আবুসো, যদি বিদ্যার দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত (আসক্তিপূর্ণ) অন্তসাধনকারী। যদি আচরণের দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত অন্তসাধনকারী। যদি বিদ্যা ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচরণের দ্বারা কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো উপাদানযুক্ত অন্তসাধনকারী। আর যদি অন্য ধর্ম, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা, কেউ অন্তসাধনকারী হতো, তাহলে সে হতো পৃথকজন অন্তসাধনকারী। আবুসো, পৃথকজনই অন্য ধর্ম, বিদ্যা ও আচরণের দ্বারা অন্তসাধনে বিশ্বাসী হয়। আচরণ বিপন্ন ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে না, দেখে না। আচরণসম্পন্ন ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে ও দেখে। যথাযথভাবে জানলে ও দেখলেই অন্তসাধনকারী হয়।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. আযাচনসুত্তং–প্রার্থনা[১] সূত্র

১৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে "আমি যেন শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন সদৃশ হই।' এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষু-শ্রাবকদের মধ্যে বিশেষত শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পন্না ভিক্ষুণী প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে "আমি যেন ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা সদৃশ হই। এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষুণী-শ্রাবিকাদের মধ্যে বিশেষত ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান উপাসক প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে 'আমি যেন চিত্ত (চিত্র) গৃহপতি ও আলবক হত্থক সদৃশ হই। এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক-উপাসকদের মধ্যে বিশেষত চিত্তগৃহপতি ও আলবক হত্থকের নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে 'আমি যেন খুজ্জত্তরা উপাসিকা ও নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়া সদৃশ হই।' এরূপে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা-উপাসিকাদের মধ্যে বিশেষত খুজ্জত্তরা উপাসিকা ও নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়ার নীতি বা আদর্শ এতই বেশি।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. রাহুলসুত্তং–রাহুল সূত্র

১৭৭. একসময় আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুলকে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে রাহুল, যা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পৃথিবী ধাতু রয়েছে, তা সবই পৃথিবী

---

[১] এই প্রার্থনা শব্দটি (পালিতে আযাচন) অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খণ্ডের দুক নিপাতে করা হয়েছে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। দ্রষ্টব্য : অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খণ্ডের দুক নিপাত, পৃ. ১২২—সুমঙ্গল বড়ুয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'Ïএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে পৃথিবী ধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও পৃথিবী ধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আপধাতু রয়েছে, সেসবই আপধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'Ïএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে আপধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও আপধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক তেজধাতু রয়েছে, সেসবই তেজধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'Ïএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে তেজধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও তেজধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক বায়ুধাতু রয়েছে, সেসবই বায়ুধাতুযুক্ত। 'তা আমার নয়, তা আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়'Ïএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করা উচিত। এভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করলে বায়ুধাতুর প্রতি অনাসক্তি জন্মে ও বায়ুধাতু হতে চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়।

যখন হতে ভিক্ষু এই চারি ধাতুসমূহে নিজেকে আত্মা নয় বলে দর্শন করে, তখন হতে 'এই ভিক্ষু তৃষ্ণা ধ্বংস (ক্ষয়) করেছে, সংযোজন পরিত্যাগ করেছে ও সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত উপলব্ধি করেছে' বলা হয়।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. জম্বালীসুত্তং–অপরিষ্কার পুষ্করিণী সূত্র

১৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্গল পৃথিবীতে বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ (সৎকায়) নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলেও পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না (আকর্ষণ করে না)। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয় না। ভিক্ষুগণ যেমন পুরুষ আঠালো হস্তদ্বারা বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে থাকে, তার সেই হস্ত তাতে সংলগ্ন হয়, লেগে যায় এবং দৃঢ়ভাবে আটকা পড়ে; ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার সৎকায় নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলেও পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো পুরুষ পরিষ্কার হস্তে বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে থাকে, তার সেই হস্ত তাতে সংলগ্ন হয় না, লেগে যায় না এবং দৃঢ়ভাবে আটকা পড়ে না; ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধে মনোযোগ দেয়। তার পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের প্রতি মনোযোগ থাকলে সৎকায় নিরোধে চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবেই সেই ভিক্ষুর সৎকায় নিরোধ প্রত্যাশিত হয়।

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলেও অবিদ্যা প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয় না। ভিক্ষুগণ, যেমন বহুবর্ষ ধরে অপরিষ্কৃত কোনো এক পুষ্করিণী আছে। তাতে যেই জল প্রবেশদ্বারাদি আছে, কোনো পুরুষ এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়, জল নির্গমন দ্বারাদি খুলে দেয় এবং বৃষ্টিদেবও যথাসময়ে বর্ষণ করে না। সেজন্য সেই অপরিষ্কার পুষ্করিণীর আলিতে (বাঁধে) কোনো ফাটল প্রত্যাশিত হয় না। ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলেও অবিদ্যা প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয় না, প্রসাদিত হয় না, স্থিত হয় না ও প্রবর্তিত হয় না। এভাবেই সেই ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রভেদ প্রত্যাশিত হয় না।

এ জগতে কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলে অবিদ্যা প্রভেদে চিত্ত অগ্রসর হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রভেদ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, যেমন বহুবর্ষ ধরে অপরিষ্কৃত কোনো এক পুষ্করিণী আছে। তাতে যেই জল প্রবেশদ্বারাদি আছে, কোনো পুরুষ এসে সেগুলো খুলে দেয়, জল নির্গমন দ্বারাদি বন্ধ করে দেয় এবং বৃষ্টিদেবও যথাসময়ে বর্ষণ করে। সেজন্য সেই অপরিষ্কার পুষ্করিণীর আলিতে (বাঁধে) ফাটল প্রত্যাশিত হয়। ঠিক এরূপেই কোনো ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। সে অবিদ্যা প্রভেদে মনোযোগ দেয়। তার অবিদ্যা প্রভেদের প্রতি মনোযোগ থাকলে অবিদ্যা প্রভেদে তার চিত্ত অগ্রসর হয়, প্রসাদিত হয়, স্থিত হয় ও প্রবর্তিত হয়। এভাবে সেই ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রভেদ প্রত্যাশিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্‌গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।”

(অষ্টম সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. নিব্বানসুত্তং–নির্বাণ সূত্র

১৭৯. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ‘হে আবুসো’ বলে সম্বোধন করলেন। আর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আনন্দ শারিপুত্রকে এরূপ বললেন, “আবুসো শারীপুত্র, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয় না?”

“হে আবুসো আনন্দ, এ জগতে সত্ত্বগণ এই পরিত্যাগভাগীয় (পরিত্যাগে সহায়ক) সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না, এই স্থিতিভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না, এই বিশেষভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে না ও এই নির্বেদভাগীয় সংজ্ঞাও যথাযথভাবে জানে না। আবুসো আনন্দ, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্বগণ এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয় না।”

“আবুসো শারীপুত্র, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্ব এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়?” “আবুসো আনন্দ, এ জগতে সত্ত্বগণ এই পরিত্যাগভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে, এই স্থিতিভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে, এই বিশেষভাগীয় সংজ্ঞা যথাযথভাবে জানে ও এই নির্বেদভাগীয় সংজ্ঞাও যথাযথভাবে জানে। আবুসো আনন্দ, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো সত্ত্বগণ এ জন্মে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়।”

(নবম সূত্র)

১০. মহাপদেসসুত্তং–মহাসঙ্গতি সূত্র

১৮০. একসময় ভগবান ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণ “হে ভিক্ষুগণ” বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভগবানের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের চার প্রকার মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) সম্পর্কে দেশনা করব, তা তোমরা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর; আমি ভাষণ করছি।” “ভন্তে, তাই হোক” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার মহাসঙ্গতি কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকেI‘আবুসো, আমি ভগবানের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যেIএটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন’। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময়ে এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি এ ভিক্ষুটির গৃহীত ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকেI'আবুসো, আমি ভগবানের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিল থাকে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি এই ভিক্ষুটির সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই প্রথম মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকেI'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ও অর্হৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করছেন। আমি সেই সংঘের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি সেই সংঘের গৃহীর ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকেI'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ও অর্হৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করছেন। আমি সেই সংঘের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিল থাকে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি সেই সংঘের সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই দ্বিতীয় মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যাঁরা বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরগণের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে, এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি সেই স্থবিরগণের গৃহীত ভুল শিক্ষা'। ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যাঁরা বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরগণের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি স্থবিরগণের সুগৃহীত শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এই তৃতীয় মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে—'অমুক নামক আবাসে একজন স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দনও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে না মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য না হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন নয়; এটি স্থবিরের গৃহীত ভুল শিক্ষা।' ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে থাকে 'অমুক নামক আবাসে একজন স্থবির ভিক্ষু অবস্থান করছেন, যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর। আমি সেই স্থবিরের সম্মুখ হতে শ্রবণ করেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয় ও এটিই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত কথা অভিনন্দন করাও উচিত নয়, আবার প্রত্যাখ্যান করাও উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জনসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত, বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা উচিত। সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সাথে পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষাকালে যদি সূত্রের সাথে মিলে এবং বিনয়ের সাথে সাযুজ্য হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য যে 'এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বচন; এটি স্থবিরের সুগৃহীত শিক্ষা।'

ভিক্ষুগণ, এই চতুর্থ মহাসঙ্গতি (বা প্রমাণ) তোমাদের ধারণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার মহাসঙ্গতি।"

(দশম সূত্র)

সঞ্চেতনীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারকগাথা :

চেতনা, বিভাগ, কোট্‌ঠিক, আনন্দ আর পঞ্চমে উপবাণ;
প্রার্থনা, রাহুল, অপরিষ্কার পুষ্করিণী, মহাসঙ্গতি ও নির্বাণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৯) ৪. ব্রাহ্মণবগ্‌গো-ব্রাহ্মণ বর্গ

(১) যোধজীবসুত্তং-যোদ্ধা সূত্র

১৮১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার অঙ্গে সমন্বিত যোদ্ধা রাজার যোগ্য হয়, রাজভোগ্য হয় ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে যোদ্ধা স্থান সম্বন্ধে দক্ষ (সুশিক্ষিত), দূর-ভেদক, অক্ষণভেদী (বিদ্যুৎ বেগে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধকারী) আর বহুসংখ্যক বস্তু (বৃহৎবস্তু) বা কায় বিদ্ধকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার অঙ্গে সমন্বিত যোদ্ধা রাজার যোগ্য হয়, রাজভোগ্য হয় ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। ঠিক এরূপেই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষুও আহ্বানের যোগ্য হয়, সম্মানের যোগ্য হয়, দক্ষিণার বা দানের যোগ্য হয়, অঞ্জলির (বন্দনার) যোগ্য হয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে দক্ষ, দূর ভেদী, অক্ষণ ভেদী ও বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে দক্ষ (সুশিক্ষিত) হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। এরূপেই একজন ভিক্ষু স্থান সম্বন্ধে (সুশিক্ষিত) হয়।

কিরূপে ভিক্ষু দূরভেদী হয়? এ জগতে ভিক্ষু অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত রূপ আছে, সে সমস্ত রূপকে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'Íএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বেদনা আছে, সে সমস্ত বেদনাকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'Íএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত সংজ্ঞা আছে, সে সমস্ত সংজ্ঞাকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'Íএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত সংস্কার আছে, সে সমস্ত সংস্কারকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'Íএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, হীন, প্রণীত, দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বিজ্ঞান আছে, সে-সমস্ত বিজ্ঞানকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই, ও এটি আমার আত্মা নয়'Íএরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু এরূপেই দূরভেদী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু অক্ষণভেদী (বিদ্যুৎ বেগে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধকারী) হয়? এ জগতে ভিক্ষু যথাযথরূপে জানে যে, 'এটি দুঃখ', 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ' ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়।' ভিক্ষুগণ, এরূপেই একজন ভিক্ষু অক্ষণভেদী হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়? এ জগতে ভিক্ষু বৃহৎ অবিদ্যাস্কন্ধ বিদ্ধ করে। এরূপেই একজন ভিক্ষু বৃহৎ বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়, সম্মানের যোগ্য হয়, দক্ষিণার বা দানের যোগ্য হয়, অঞ্জলির (বন্দনার) যোগ্য হয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।" (প্রথম সূত্র)

২. পাটিভোগসুত্তং–প্রতিভূ (জামিনদার) সূত্র

১৮২. "হে ভিক্ষুগণ, জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।

সেই চার প্রকার কী কী? যথা : 'জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'Ïএই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। 'ব্যাধিধর্ম আমাকে পীড়িত না করুক'Ïএই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। 'মরণধর্ম আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত না করুক'Ïএই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না। এবং 'পূর্বে নিজের দ্বারা কৃত পাপ, সংক্লেশ; বেদনাদায়ক দুঃখবিপাকী ও এই জন্ম-জরা-মরণ প্রদায়ী সেই বিপাক আমাকে পুনর্জন্ম প্রদান না করুক'Ïএই বিষয়ে জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।

ভিক্ষুগণ, জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার (বা দায়ী) হতে পারে না।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সুতসুত্তং–শ্রুত সূত্র

১৮৩. একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, বেলুবনে কলন্দকনিবাপে। সে সময় মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হওত ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"হে মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী যে, কোনো জন দৃষ্ট বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ দেখেছি, তাতে কোনো দোষ নেই; কোনো জন শ্রুত বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ শ্রবণ করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই; কোনো জন অনুমিত[1] (নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ) বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ উপলব্ধি করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই এবং কোনো জন বিজ্ঞাত (মনের দ্বারা অনুভূত বা জ্ঞাত) বিষয়ে বলে থাকে যে, আমি এরূপ অনুভব করেছি, তাতে কোনো দোষ নেই।"

"হে ব্রাহ্মণ, সমস্ত দৃষ্টবিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সমস্ত দৃষ্টবিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। সব শ্রুতবিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সব শ্রুতবিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। সব অনুমিত বা উপলব্ধির বিষয় ভাষণ করা উচিত, তা আমি বলি না, আবার সব উপলব্ধির বিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না। এবং সব বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত তা আমি বলি না, আবার সব বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত নয়, তাও আমি বলি না।

যেই দৃষ্টবিষয় ভাষণ করলে অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ দৃষ্টবিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই দৃষ্টবিষয় ভাষণ না করলে কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ দৃষ্টবিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই শ্রুতবিষয় ভাষণ করলে অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ শ্রুতবিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই শ্রুতবিষয় ভাষণ না করলে কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ শ্রুত বিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করলে অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই অনুমিত বা উপলব্ধ বিষয় ভাষণ না করলে কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ অনুমিত বা

---

[1] পালিতে 'মুত্তং'। 'মুতং' অর্থে ঘাযিতং (আঘ্রাত), সাযিতং (স্বাদিত) ও ফুট্টং (স্পৃষ্ট)—এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পায়। পালি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫—শান্তরক্ষিত মহাস্থবির। উক্ত অভিধানে 'ফুট' শব্দের পরিবর্তে এই 'ফুট্ট ও পুট্‌ঠ' শব্দদ্বয় ভুল লিখিত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। পৃ. ১১৩৯।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপলব্ধ বিষয় ভাষণ করা উচিত।

যেই বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করলে অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয় কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আমি বলি এরূপ বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা অনুচিত। আর যেই বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ না করলে কুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অকুশল ধর্মসমূহ অভিবৃদ্ধি হয়, আমি বলি এরূপ বিজ্ঞাত বিষয় ভাষণ করা উচিত।"

অতঃপর মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. অভযসুত্তং–অভয় সূত্র

১৮৪. একসময় জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হওত ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"হে মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী যে 'এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি মরণধর্মকে ভয় করেন না ও মৃত্যুর শঙ্কা (ভয়) অনুভব করেন না।" "হে ব্রাহ্মণ, মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি আছে এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারীও আছে; আর এমন ব্যক্তি আছে যে মরণধর্মকে ভয় করে না এবং মৃত্যুর শঙ্কাও অনুভব করে না।"

"মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি কামে অনুরাগী হয়, কামে আকাঙ্ক্ষী হয়, কামে প্রেমী হয় এবং কাম-পিয়াসী হয়, কাম পরিদাহী হয় ও কাম তৃষ্ণায় বশীভূত হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি দেহে অনুরাগী হয়, দেহ আকাঙ্ক্ষী হয়, দেহ প্রেমী হয় এবং দেহ পিয়াসী হয়, দেহ পরিদাহী হয় ও দেহ তৃষ্ণায় বশীভূত হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'প্রিয় কায় আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অকল্যাণকারী হয়, অকুশলকারী হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভীরুর রক্ষাকারী হয় না, পাপী হয়, নিষ্ঠুর (নির্দয়) হয় ও অসৎকর্মী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'আমার দ্বারা কল্যাণকর্ম করা হয়নি, কুশল কর্ম করা হয়নি, ভীরু ব্যক্তিদের রক্ষা করা হয়নি; আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হয়েছে, নির্দয়পূর্ণ কার্য করা হয়েছে ও অসৎকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। অকল্যাণকারী, অকুশলকারী, ভীরুর অরক্ষাকারী, পাপী, নির্দয়ী ও অসৎকর্মীদের যেই গতি হয়, মৃত্যুর পর আমারও সেই গতি হবে।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একেই বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি এবং মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সন্দেহকারী হয়, বিচিকিৎসাসম্পন্ন (সন্দেহ পোষণকারী) হয় ও সদ্ধর্মের অনিষ্টকারী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'আমি সন্দেহকারী, বিচিকিৎসী ও সদ্ধর্মে অনিষ্টকারী।' সে তাই অনুশোচনা করে, ক্লান্তি অনুভব করে, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। একে বলে মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী। এরাই হচ্ছে চার প্রকার মরণধর্মে ভীত ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অনুভবকারী।

হে ব্রাহ্মণ, মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি কামের প্রতি বীতরাগী (অনাসক্ত) হয়, অনাকাঙ্ক্ষী হয়, অপ্রেমী হয়, অপিয়াসী হয়, অপরিদাহী হয় ও তৃষ্ণায় বশীভূত হয় না (বিতৃষ্ণ হয়)। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কের কারণে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় না যে 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি দেহের প্রতি বীতরাগী হয়, অনাকাঙ্ক্ষী হয়, অপ্রেমী হয়, অপিয়াসী হয়, অপরিদাহী হয় ও তৃষ্ণায় বশীভূত হয় না। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'প্রিয় কামসমূহ আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমিও প্রিয় কামসমূহ পরিত্যাগ করব।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিষ্পাপ (ধার্মিক) হয়, দয়ালু হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৎকর্মী হয়, কল্যাণকারী হয়, কুশলকারী হয় ও ভীরুর রক্ষাকারী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হয়নি, নির্দয়পূর্ণ কার্যকর্ম করা হয়নি, অসৎকর্ম করা হয়নি; আমার দ্বারা কল্যাণকর কর্ম করা হয়েছে, কুশল কর্ম করা হয়েছে ও ভীরু ব্যক্তিদের রক্ষা করা হয়েছে। নিষ্পাপী, দয়ালু, সৎকর্মী, কল্যাণকারী, কুশলকারী, ভীরু রক্ষাকারী ব্যক্তির যেই গতি হয়, মৃত্যুর পর আমারও সেই গতি হবে।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।

পুনঃ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সন্দেহহীন হয়, বিচিকিৎসাহীন হয় ও সদ্ধর্মে পূর্ণতালাভী হয়। সে কোনো তীব্র রোগাতঙ্ক অনুভব করে। তার সেই তীব্র রোগাতঙ্কে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয় যে 'আমি সন্দেহমুক্ত, বিচিকিৎসাহীন ও সদ্ধর্মে পূর্ণতালাভী।' তজ্জন্য সে অনুশোচনা করে না, ক্লান্তি অনুভব করে না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। একে বলে মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী। ব্রাহ্মণ, এরাই হচ্ছে চার প্রকার মরণধর্মে অভীরু ব্যক্তি ও মৃত্যুর শঙ্কা অননুভবকারী।"

"হে মাননীয় গৌতম, অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, যেমন কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে করে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, তাঁর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। আজ হতে আমৃত্যু পর্যন্ত আমাকে উপাসকরূপে ধারণ করুন।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. ব্রাহ্মণসচ্চসুত্তং–ব্রাহ্মণ্য সত্য সূত্র

১৮৫. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহুসংখ্যক নামকরা (জ্ঞাত), প্রসিদ্ধ (অভিজ্ঞাত) পরিব্রাজক সিপ্পিনিকাতীরে পরিব্রাজকারামে অবস্থান করছিলেন, যেমনIঅন্নভার, বরধর, সকুলুদায়ী প্রমুখ অন্যান্য নামকরা ও প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকগণ। একদিন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে সিপ্পিনিকাতীরে পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হলেন।

সে সময়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ অলোচনার সূত্রপাত হয়েছিলI"এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য, এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য।" অনন্তর ভগবান সেই পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান পরিব্রাজকদের এরূপ বললেন :

“হে পরিব্রাজকগণ, একত্রিত হয়ে তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল?” “হে মাননীয় গৌতম, এখানে আমরা একত্রিত ও সম্মিলিত হলে আমাদের মধ্যে এরূপ আলোচ্য বিষয় উত্থাপিত হয়েছিলÍ‘এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য, এটিই ব্রাহ্মণ্য সত্য’।”

“হে পরিব্রাজকগণ, চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্য আমার কর্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে প্রচারিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকেÍ‘সব প্রাণীই অবধ্য (হত্যার অনুচিত)।’ এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্দ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ (উত্তম) বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও (অপর ব্যক্তির চেয়ে) হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পায় প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকেÍ‘সব কাম অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।’ এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্দ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ (উত্তম) বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে কামসমূহের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকেÍ‘সব ভব অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।’ এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্দ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবসমূহের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়।

পুনঃ, কোনো ব্রাহ্মণ এরূপ বলে থাকেÍ‘কোনো কিছুর সাথে আমি সম্পর্কযুক্ত নই এবং কোনো কিছুর প্রতি আমার আসক্তি নাই।’ এরূপ ভাষণের দরুন ব্রাহ্মণটি সত্য বলে থাকে, মিথ্যা নয়। সে তদ্দ্বারা নিজেকে শ্রমণ বলে মনে করে না, ব্রাহ্মণ বলে মনে করে না; অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলে মনে করে না, সদৃশ মনে করে না ও হীন মনে করে না। অধিকন্তু সে সেই সত্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আকিঞ্চন[১] (শূন্য অবস্থা অর্থাৎ কিছুই নেই) প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয়। পরিব্রাজকগণ, এই চার প্রকার ব্রাহ্মণ্য সত্যই আমার কর্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে প্রচারিত হয়েছে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. উম্মগ্গসুত্তং–উন্মার্গ সূত্র

১৮৬. একসময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক বা জগৎ কী দ্বারা চালিত হয়, কী বা কার দ্বারা লোক নিরীক্ষণ করা যায় এবং কীই-বা উৎপন্ন হলে বশ (আয়ত্ত) হয়?"

সাধু, সাধু, ভিক্ষু, তুমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ্I'ভন্তে, লোক বা জগৎ কী দ্বারা চালিত হয়, কী বা কার দ্বারা নিরীক্ষণ করা যায় এবং কী-ই-বা উৎপন্ন হলে বশ (আয়ত্ত) হয়?' "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ"। "ভিক্ষু, চিত্তের দ্বারা লোক বা জগৎ চালিত হয়, চিত্তের দ্বারা লোক নিরীক্ষণ করা যায় এবং চিত্ত উৎপন্ন হলেই বশ বা আয়ত্ত হয়।"

'সাধু, ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে, এই যে 'বহুশ্রুত ধর্মধর, বহুশ্রুত ধর্মধর' বলা হয়Iকিরূপে একজন বহুশ্রুত ধর্মধর হয়?"

সাধু, সাধু ভিক্ষু, তুমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ্I"ভন্তে, এই যে 'বহুশ্রুত ধর্মধর, বহুশ্রুত ধর্মধর' বলা হয়Iকিরূপে একজন বহুশ্রুত ধর্মধর হয়?" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।" "হে ভিক্ষু, আমার কর্তৃক বহু প্রকারে ধর্ম দেশিত হচ্ছে, যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল। ভিক্ষু, চতুষ্পদ গাথার অর্থ ও ধর্ম বিবেচনা (বিচার) করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ব্যক্তিকেই যথার্থরূপে বহুশ্রুত ধর্মধর বলা হয়।"

'সাধু, ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, "ভন্তে, এই যে 'শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ' বলা হয়Iকিরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়?"

---

[১] পালিতে 'আকিঞ্চঞ্ঞঞ্ঞ'। এ অবস্থার সত্ত্বগণের বায়ুর অদৃশ্য দেহ আছে বটে, কিন্তু 'নাম' নামক 'বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান' কার্যকরী নহে বলে নিষ্ক্রিয়। সে জন্য এই অবস্থার সত্ত্বগণকে 'আকিঞ্চঞ্ঞঞ্ঞ' (আকিঞ্চন) সত্ত্ব বা কেবল শূন্যময় অবস্থার সত্ত্ব বলা হয়। পালি বাংলা অভিধান ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

“সাধু, সাধু ভিক্ষু, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ্য"“ভন্তে, এই যে ‘শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ’ বলা হয়Iকিরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়?” “হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।” ভিক্ষু, এ জগতে ভিক্ষুর ‘এটি দুঃখ’ তা শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; ‘এটি দুঃখ সমুদয়’ তা তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; ‘এটি দুঃখ নিরোধ’ তা তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; ‘এটি দুঃখ নিরোধের উপায়’ তাও তার শ্রুত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তার অর্থ তন্নতন্ন করে দর্শন করে; ভিক্ষু এরূপে একজন শ্রুতবান তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়।

“সাধু, ভন্তে,” বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আরও প্রশ্ন করলেন, “ভন্তে, এই যে ‘পণ্ডিত মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত মহাজ্ঞানী’ বলা হয়। কিরূপে একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়?”

সাধু, সাধু, ভিক্ষু, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। হে ভিক্ষু, তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ্য"“ভন্তে, এই যে ‘পণ্ডিত মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত মহাজ্ঞানী’ বলা হয়Iকিরূপে একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়?” “হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।” “ভিক্ষু, এ জগতে পণ্ডিত মহাজ্ঞানী নিজের অনিষ্ট চিন্তা করে না, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, উভয়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না; আত্মহিত, পরহিত, উভয়হিত এবং সর্বলোকের হিত চিন্তা করে। হে ভিক্ষু, এরূপেই একজন পণ্ডিত মহাজ্ঞানী হয়।” (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বস্‌সকারসুত্তং—বর্ষকার সূত্র

১৮৭. একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন বেলুবনস্থ কলন্দকনিবাপে। সেই সময়ে মগধমহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হওত ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মগধমহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

“মাননীয় গৌতম, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে ‘এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ’ বলে চিনতে (জানতে) পারে কি?” “হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে ‘এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ’ বলে চিনবে, তা অসম্ভব।” “মাননীয় গৌতম, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে ‘এই ব্যক্তি সৎপুরুষ’ বলে চিনতে পারে কি?” “হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য সৎপুরুষকে ‘এই ব্যক্তি সৎপুরুষ’ বলে চিনবে, তা অসম্ভব।” “মাননীয় গৌতম, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে ‘এই ব্যক্তি সৎপুরুষ’ বলে চিনতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারে কি?" "হে ব্রাহ্মণ, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।" "মাননীয় গৌতম, একজন সৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনতে পারে কি? "হে ব্রাহ্মণ, একজন সৎপুরুষ অন্য অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।"

মাননীয় গৌতম, কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত, গৌতমের দ্বারা এটি সুভাষিত হলো যে "হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব।

মাননীয় গৌতম, একসময় তোদেয়্য ব্রাহ্মণের পরিষদ এরূপ বদনাম করছিল যে 'এই মূর্খ এলেয়্যো রাজা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি বিপ্রসন্ন (ভক্ত), শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম (বন্দনা) ও সমীচীনকর্ম বা শ্রদ্ধানিবেদন করেন। এমনকি এলেয়্যো রাজার পরিষদ, যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণও মূর্খ যারা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি বিপ্রসন্ন। তারাও শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।" "হে ব্রাহ্মণ, তোদেয়্যো ব্রাহ্মণ তাদের এভাবেই (পরিচালিত করে) উপদেশ দেয়। তারা কি মনে করে যে, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজা কার্যমীমাংসায় এবং অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন?" "মাননীয়, এরূপই, পণ্ডিত রাজা এলেয়্যো কার্য-মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।"

"মাননীয় গৌতম, যেহেতু, রামপুত্র শ্রমণ কার্য-মীমাংসায় বাদ-মীমাংসায় পণ্ডিত রাজা এলেয়্যোর চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাই রাজা এলেয়্যো শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি অভিপ্রসন্ন এবং তিনি রামপুত্র শ্রমণের প্রতি এরূপে বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, তারা মনে করে যে, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ, যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণ কার্য মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন?" 'মাননীয়, এরূপই, পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ যথা : যমক, মোগ্গল্লো, উগ্র, নাবিন্দকী, গন্ধর্ব, অগ্নিবৈশ্যগণ কার্য মীমাংসায় এবং বাদ-মীমাংসায় অন্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।"

"মাননীয় গৌতম, যেহেতু রামপুত্র শ্রমণ কার্য-মীমাংসায় ও বাদ-মীমাংসায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাই পণ্ডিত এলেয়্যো রাজার পরিষদ শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি অভিপ্রসন্ন; এবং তারা শ্রমণ রামপুত্রের প্রতি এরূপে পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করেন, যথা : অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচীনকর্ম করেন।"

"মাননীয় গৌতম, কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত, মাননীয় গৌতমের দ্বারা এটি সুভাষিত হলো যে 'হে ব্রাহ্মণ, একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন অসৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা অসম্ভব। একজন সৎপুরুষ অন্য একজন সৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি সৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। আর একজন সৎপুরুষ অন্য অসৎপুরুষকে 'এই ব্যক্তি অসৎপুরুষ' বলে চিনবে, তা সম্ভব। মাননীয় গৌতম, আমরা এখন গমন করব। আমাদের বহুকৃত্য (কার্য) ও করণীয় আছে।" "হে ব্রাহ্মণ, এখন তুমি যা উচিত মনে কর।" অতঃপর মগধমহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। (সপ্তম সূত্র)

৮. উপকসুত্তং–উপক সূত্র

১৮৮. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, আমি এরূপ মতবাদী ও এরূপ দৃষ্টিপোষণকারী যে কোনো ব্যক্তি অপরকে নিন্দা করে থাকে, সে অপরকে নিন্দা করলেও সব নিন্দা কার্যে পরিণত করতে পারে না। কার্যে পরিণত করতে না পেরে ঘৃণার্হ ও নিন্দার্হ হয়।" "হে উপক, তদ্রূপ তুমিও অপরকে নিন্দা কর, কিন্তু অপরকে নিন্দা করলেও সেই নিন্দা কার্যে পরিণত করতে পারো না। কার্যে পরিণত করতে না পেরে ঘৃণার্হ ও নিন্দার্হ হও।" (তখন উপক বলল) "ভন্তে , যেমন জালে ভেসে উঠা মৎস্যকে বৃহৎ পাশ বা রজ্জু দ্বারা বন্ধন (বা আবদ্ধ) করে; ঠিক এরূপেই আমিও ভেসে উঠে ভগবানের মহৎ কথাপাশে আবদ্ধ হয়েছি।"

"হে উপক, আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, 'এটি অকুশল বিষয়'। তথাগতের যেই ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত তাই হচ্ছে অকুশল। উপক, মৎ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সেই অকুশল পরিত্যাগ করা উচিত। তথাগতের ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্তI এরূপে অকুশল পরিত্যাগ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপক, আমার কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, 'এটি কুশল বিষয়'। তথাগতের যেই ধর্মদেশনা অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত তাই হচ্ছে কুশল। উপক, মৎ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সেই কুশল ভাবিত বা বৃদ্ধি করা উচিত। তথাগতের অপরিমাণ পদযুক্ত ও অপরিমাণ ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্মদেশনা।এরূপে কুশল ভাবিত বা বৃদ্ধি করা উচিত।"

অতঃপর মণ্ডিকাপুত্র উপক ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে যেরূপ কথাবার্তা হয়েছিল তৎসমস্ত মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুকে বললেন।

এরূপ উক্ত হলে মগধ রাজ্যের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে মণ্ডিকাপুত্র উপককে এরূপ বললেন, "বিধ্বংসী লবণ প্রস্তুতকারী বালক, মুখর (বাচাল) ও কী দুঃসাহসী যে, সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সম্মুখবর্তী হওয়া উচিত বলে মনে করে। উপক, দূর হও এখান হতে, বিনাশ হোক তোমার, তোমাকে যাতে আর এখানে না দেখি।" (অষ্টম সূত্র)

৯. সচ্ছিকরণীযসুত্তং–উপলব্ধিযোগ্য সূত্র

১৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম উপলব্ধিযোগ্য। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এমন ধর্ম আছে, যা কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, এমন ধর্ম আছে, যা স্মৃতিদ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, এমন ধর্ম আছে, যা চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ও এমন ধর্ম আছে, যা প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। ভিক্ষুগণ, কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কীরূপ? অষ্টবিধ বিমোক্ষ[১] কায় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য।

স্মৃতি দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কীরূপ? স্মৃতি দ্বারা পূর্বনিবাস (পূর্বপূর্ব জন্মের বাসস্থান) উপলব্ধিযোগ্য।

চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য কীরূপ? সত্ত্বগণের চ্যুতি।উৎপত্তি (জন্ম-মৃত্যু) চক্ষুদ্বারা উপলব্ধিযোগ্য।

প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম কীরূপ? আস্রব ক্ষয়ই প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার উপলব্ধিযোগ্য ধর্ম।"

(নবম সূত্র)

---

[১] অষ্টবিধ বিমোক্ষ বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য, দীর্ঘনিকায় তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫—ভিক্ষু শীলভদ্র, অঙ্গুত্তর নিকায় চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম নিপাত, পৃ. ২৯৪ সুমঙ্গল বড়ুয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. উপোসথসুত্তং–উপোসথ সূত্র

১৯০. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন পূর্বারামস্থ মিগারমাতা প্রাসাদে। সেই সময় ভগবান উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর ভগবান তুষ্ণীভূত ভিক্ষুসংঘকে তুষ্ণীভূত (মৌনাবলম্বিত) অবস্থায় দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, যেরূপ পরিষদ অনলস, নিষ্প্রলাপী ও পরিশুদ্ধ সারে প্রতিষ্ঠিত; এই ভিক্ষুসংঘ পরিষদও সেরূপ। যেরূপ পরিষদের দর্শন লাভ করা জগতে দুর্লভ, সেরূপ এই ভিক্ষুসংঘ ও এই পরিষদ। যেরূপ পরিষদ আহ্বানের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় (বন্দনার যোগ্য) ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, এই ভিক্ষুসংঘ আর এই পরিষদও সেরূপ। যেই পরিষদে অল্প দানে বহুফল হয় ও বহুদানে বহুতর ফল হয়, এই ভিক্ষুসংঘ ও পরিষদ সেরূপ। যেই পরিষদ দর্শনের জন্য খাদ্যদ্রব্যসহ যোজন যোজন রাস্তা গমন করে, এই ভিক্ষুসংঘ ও পরিষদ সেরূপ।

এই ভিক্ষুসংঘে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষু আছে। এই ভিক্ষুসংঘে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষুও আছে। এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আনেঞ্জাপ্রাপ্ত (শূন্যতা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত) হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষু আছে। আর এই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আর্যপ্রাপ্ত (অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) হয়ে অবস্থান করছে এমন ভিক্ষুও আছে।

কিরূপে ভিক্ষু দেবত্বপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌমনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু দেবত্বপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই উর্ধ্ব, অধঃ, নিম্নে আড়াআড়িতে সর্বত্র সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু করুণাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু মুদিতাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। ভিক্ষু উপেক্ষাসহগত চিত্তে একদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারিদিকে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ঊর্ধ্বে, অধে, নিম্নে তির্যকক্রমে সর্বত্র সব প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্‌গত, অপ্রমাণ, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আনেঞ্জাপ্রাপ্ত হয়? এ জগতে ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে 'অনন্ত আকাশ' সংজ্ঞায় আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে সম্পূর্ণরূপে আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত বিজ্ঞান' সংজ্ঞায় বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞায় বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে। এবং সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আনেঞ্জাপ্রাপ্ত হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আর্যপ্রাপ্ত (অর্হৎ) হয়? এ জগতে ভিক্ষু 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়' তা যথার্থরূপে জানে,'এটি দুঃখ নিরোধ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' তা যথার্থরূপে জানে। এরূপেই ভিক্ষু আর্যপ্রাপ্ত হয়।"

(দশম সূত্র)

ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারকগাথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোদ্ধা, প্রতিভূ, শ্রুত, অভয়, ব্রাহ্মণ্য সত্য পঞ্চম;
উন্মার্গ, বর্ষকার, উপক, উপলব্ধিযোগ্য ও উপোসথ দশম।

(২০) ৫. মহাবগ্গো–মহাবর্গ

১. সোতানুগতসুত্তং–শ্রোতানুগত সূত্র

১৯১. "হে ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশিত হয়। চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায়। এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত প্রথম আনিশংস।

পুনঃ, এ জগতে ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদলIএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না; অধিকন্তু, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান ভিক্ষু দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, ভেরি শব্দে দক্ষ কোনো পুরুষ রাজপথে উপস্থিত হয়ে ভেরি শব্দ শুনতে পেলে 'এটি ভেরির শব্দ নাকি নয়' এরূপে তার কোনো সন্দেহ বা বিমতি হয় না। অতঃপর এটি ভেরির শব্দ বলেই তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদলIএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, অধিকন্তু চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান এক ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত দ্বিতীয় আনিশংস।

পুনঃ, ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদলIএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, আর চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু দেবপুত্র দেব পরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম'। এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, শঙ্খ শব্দে দক্ষ কোনো পুরুষ রাজপথে উপস্থিত হয়ে শঙ্খ শব্দ শুনতে পেলে 'এটি শঙ্খের শব্দ নাকি নয়' এরূপে তার কোনো সন্দেহ বা বিমতি হয় না। অতঃপর এটি শঙ্খ শব্দই বলে তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদলIএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, আর চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষুও দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু দেবপুত্র দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে। তখন তার এরূপ স্মরণ হয় যে 'এটিই সেই ধর্মবিনয়, যেখানে আমি পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।' এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্যের পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত তৃতীয় আনিশংস।

পুনঃ, ভিক্ষু সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্লIএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেবপরিষদে ধর্ম দেশনা করে না; আর দেবপুত্রও দেবপরিষদে ধমদেশনা করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিন্তু কোনো উপপাতিক সত্ত্ব তাকে এরূপে স্মরণ করিয়ে দেয়Ï‘প্রভু, আপনি স্মরণ করুন, আপনি স্মরণ করুন যে, যেখানে আমরা পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম’। প্রত্যুত্তরে সে এরূপ বলেÏ‘প্রভু, আমি স্মরণ করছি, আমি স্মরণ করছি’। এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। যেমন, ধূলি খেলার দুই সাথী মাঝে মধ্যে একে অপরের সাথে মিলিত হলে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে এরূপ বলে থাকেÏ‘বন্ধু, এটি তোমার স্মরণ হচ্ছে কি? বন্ধু, এটি কি তোমার স্মরণ হচ্ছে’? প্রত্যুত্তরে অপর বন্ধু এরূপ বলেÏ‘বন্ধু, আমি স্মরণ করছি, বন্ধু, আমার স্মরণ হচ্ছে’। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুও সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্লÏএই ধর্মসমূহ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করে। সেই ধর্মসমূহ তার শ্রোতানুগত, বাক্যের দ্বারা পরিচিত, মননকৃত ও দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। সে বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও কোনো এক দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তথায় তাকে অন্য কোনো সুখীজন ধর্মপদ আবৃত্তি করে শোনায় না, চিত্তবশীপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না। আর দেবপুত্রও দেবপরিষদে ধর্মদেশনা করে না, কিন্তু উপপাতিক উপপাতিককে এরূপ স্মরণ করিয়ে দেয়Ï‘প্রভু, আপনি স্মরণ করুন, আপনি স্মরণ করুন যে, যেখানে আমরা পূর্বে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম।’ প্রত্যুত্তরে অন্যজন এরূপ বলেÏ‘প্রভু, আমি স্মরণ করছি, আমি স্মরণ করছি।’ এরূপে মন্থরগতিতে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সেই সত্ত্ব খুব দ্রুতই শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী হয়। শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ে, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এটিই প্রত্যাশিত চতুর্থ আনিশংস। ভিক্ষুগণ, শ্রোতানুগত ধর্মের, বাক্য পরিচয়ের, মননকৃত বিষয়ের ও দৃষ্টি সুপ্রতিবিদ্ধের এই চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।”

(প্রথম সূত্র)

২. ঠানসুত্তং–বিষয় সূত্র

১৯২. “হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার বিষয় অপর চার বিষয় দ্বারা জ্ঞাতব্য। চার প্রকার কী কী? সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা (পবিত্রতা) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়। আর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়।

ভিক্ষুগণ, 'সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়;' এরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সহাবস্থানের দরুন এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ধরে শীলসমূহ ভঙ্গকারী, ছিদ্রকারী, সবলকারী (কলুষিতকারী), বিরুদ্ধকারী, অমঙ্গলকারী, অসামঞ্জস্যকারী এবং এই আয়ুষ্মান শীলসমূহে দুঃশীল; শীলবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সহাবস্থানের দরুন এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ধরে শীলসমূহ অভঙ্গকারী, অছিদ্রকারী, অসবলকারী, অবিরুদ্ধকারী, সঙ্গতকারী, সামঞ্জস্যকারী এবং এই আয়ুষ্মান শীলসমূহে শীলবান, দুঃশীল নয়।' 'সহাবস্থানের মাধ্যমে একজনের শীল সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়; এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, এই হেতুতেই তা ব্যক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সংস্রবের দরুন এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মান নানাভাবে একজনের সাথে একরকম আচরণ (ব্যবহার) করে, দুই জনের সাথে ভিন্নভাবে, তিনজনের সঙ্গে ভিন্নরূপে এমনকি বহুজনের সাথেও অন্যভাবে আচরণ করে। তার পূর্বের আচরণের সাথে পরের আচরণের সঙ্গতি থাকে না। এই আয়ুষ্মান আচরণগত দিক দিয়ে অপরিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ আচরণকারী নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে সংস্রবের দরুন এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মান একজনের সাথে একরকম আচরণ করে, দুইজনের সাথে একইভাবে, তিনজনের সঙ্গে একইরূপে, এমনকি বহুজনের সাথেও একইভাবে আচরণ করে। তার পূর্বের আচরণের সাথে পরের আচরণের সঙ্গতি থাকে। এই আয়ুষ্মান পরিশুদ্ধ আচরণকারী, অপরিশুদ্ধ আচরণকারী নয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সংস্রবের মাধ্যমে একজনের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়;' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘসময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়'Íএরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়েও এরূপ গভীর চিন্তা করে নাÍ'সেরূপ এ জনসংবাস ও এ দেহধারণ যেরূপ জনসংবাস ও দেহধারণের দরুন অষ্টলোক ধর্ম লোককে (জগৎকে) ব্যাপৃত বা অনুপরিবর্তন করে এবং জগৎ ও অষ্টলোকধর্মে আবর্তিত হয়, যথা : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।' সে জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে, ক্লান্ত হয়, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়।

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে এরূপ গভীর চিন্তা করেÍ'সেরূপ এ জনসংবাস ও এ দেহধারণ যেরূপ জনসংবাস ও দেহধারণের দরুন অষ্টলোকধর্ম লোককে ব্যাপৃত বা অনুপরিবর্তন করে এবং জগৎ ও অষ্টলোকধর্মে আবর্তিত হয়, যথা : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।' সে জ্ঞাতি ক্ষয়ে, ভোগসম্পত্তি বিনাশে ও রোগ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে না, ক্লান্ত হয় না, বিলাপ করে না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না ও সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয় না। 'আপদ বা বিপদের মাধ্যমে একজনের বল (শক্তি) সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়।' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই উক্ত হয়েছে।

ভিক্ষুগণ, 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে উক্ত হয়েছে। তা কী কারণে ব্যক্ত হয়েছে? এ জগতে একজন পুদ্গল আরেকজন পুদ্গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিপুল ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে না। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত নয়; সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও অসমর্থ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলে দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, যেমন, চক্ষুষ্মান পুরুষ জলপূর্ণ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে জলে ভেসে উঠা ছোট ছোট মৎস্য দর্শন করে। তার এরূপ মনে হয় যে 'এই মৎস্যগুলোর নড়াচড়া, তরঙ্গাঘাত ও চলার গতি দেখে ধারণা হয় যে, এই মৎস্য ছোট, বড় নয়। এরূপেই একজন পুদ্‌গল আরেকজন পুদ্‌গলের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানে যে, ইনি দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে না।' সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত নয়; সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও অসমর্থ। তাই এই আয়ুষ্মান দুপ্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান নয়।'

ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো পুদ্‌গল আরেকজন পুদ্‌গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও দক্ষ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন, চক্ষুষ্মান পুরুষ জলপূর্ণ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে জলে ভেসে উঠা বড় মৎস্য দর্শন করে। তার এরূপ মনে হয় যে 'এই মৎস্যগুলোর নড়াচড়া, তরঙ্গাঘাত ও চলার গতি দেখে ধারণা হয় যে, এই মৎস্য বড়, ছোট নয়।' ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন পুদ্‌গল আরেকজন পুদ্‌গলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এরূপ জানে যে 'এই আয়ুষ্মানকে উন্মার্গ ও মীমাংসামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইনি আসলে প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়। তার কারণ কী? এই আয়ুষ্মান গম্ভীর, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতের বোধগম্য ধর্মালোচনা করতে পারে। সে যা ধর্ম ভাষণ করে, তা পর্যাপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে, অর্থ ব্যাখ্যা করে দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপ্ত করতে এবং আরোপ, উদ্‌ঘাটিত, বিভাজন ও উন্মুক্ত করতেও দক্ষ। তাই এই আয়ুষ্মান আসলেই প্রজ্ঞাবান, দুষ্প্রাজ্ঞ নয়।'

ভিক্ষুগণ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হবে, তাও আবার দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অল্পক্ষণে নয়; মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের মাধ্যমে, দুষ্প্রাজ্ঞের মাধ্যমে নয়' এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে। এই চার প্রকার বিষয় অপর চার বিষয় দ্বারা জ্ঞাতব্য।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. ভদ্দিযসুত্তং-ভদ্রিয় সূত্র

১৯৩. একসময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন মহাবনস্থ কূটাগারশালায়। সে সময় ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমি এরূপ শ্রবণ করেছি যে, 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করেন।' ভন্তে, যারা এরূপ বলেন যে, 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তিত করেন' তারা কি ভগবানের প্রতি অভূত (অসত্য) বিষয়ে দুর্নাম (অপবাদ) করল, নাকি ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করল অথবা কি তাদের সহধার্মিক বাদানুবাদের দরুন নিন্দার্হ হয়? ভন্তে, আমরা ভগবানকে অপবাদ বা নিন্দা করতে অনিচ্ছুক।"

হে ভদ্রিয়, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়; অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, ভদ্রিয়, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে 'এ ধর্মসমূহ অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞজনের নিন্দিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়;' কেবল তখনিই তা তোমরা ত্যাগ করবে।

ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, পুরুষের আধ্যাত্মিকভাবে যে লোভ, দোষ (দ্বেষ), মোহ ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় তা কি তার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, নাকি অহিতের জন্য? "ভন্তে, অহিতের জন্য।" "ভদ্রিয়, লোভী, দোষযুক্ত, মোহযুক্ত ও ক্রোধী পুরুষ পুদ্গল লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হয়ে (লোভ, দোষ, মোহ ও ক্রোধ চিত্তে) প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, পরদারে গমন করে, মিথ্যাভাষণ করে এবং অপরকেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত বা উৎসাহিত করে, যা দীর্ঘকাল ধরে অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।"

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, এই ধর্মসমূহ কুশল নাকি অকুশল?" "ভন্তে, অকুশল।" "দোষযুক্ত নাকি দোষমুক্ত?" "ভন্তে, দোষযুক্ত।" "বিজ্ঞজনের গর্হিত (নিন্দিত) নাকি প্রশংসিত?" "ভন্তে, গর্হিত।" "সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়, নাকি হয় না? এ বিষয়ে তোমাদের কী মত?" "ভন্তে, সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের এই মত।"

ভদ্রিয়, সেই বিষয়ে তাদের আমরা পূর্ব হতে এরূপ বলে আসছি যে, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে 'এ ধর্মসমূহ অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞজনের নিন্দিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা ত্যাগ করবে। এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে; তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভদ্রিয়, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে 'এ ধর্মসমূহ কুশল, দোষমুক্ত, বিজ্ঞজনের প্রশংসিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা লাভ করে অবস্থান করবে।

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, পুরুষের আধ্যাত্মিকভাবে যে অলোভ, অদোষ (অদ্বেষ), অমোহ ও অক্রোধ উৎপন্ন হয় তা কি তার হিতের জন্য উৎপন্ন হয়, নাকি অহিতের জন্য?" "ভন্তে, হিতের জন্য।" "ভদ্রিয়, অলোভী, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত ও অক্রোধী পুরুষ পুদ্গল লোভ, দোষ, মোহ ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত না হয়ে (অলোভ, অদোষ, অমোহ ও অক্রোধ চিত্তে) প্রাণিহত্যা করে না, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে না, পরদারে গমন করে না, মিথ্যাভাষণ করে না এবং অপরকেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত বা উৎসাহিত করায় না, যা দীর্ঘকাল ধরে হিত ও সুখের কারণ হয়।" "হ্যাঁ, ভন্তে, এরূপ।"

"ভদ্রিয়, তা তোমরা কি মনে কর, এই ধর্মসমূহ কুশল নাকি অকুশল?" "ভন্তে, কুশল।" "দোষযুক্ত নাকি দোষমুক্ত?" "ভন্তে, দোষমুক্ত।" "বিজ্ঞজনের গর্হিত নাকি প্রশংসিত?" "ভন্তে, প্রশংসিত।" "সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে অহিত ও দুঃখের জন্য সংবর্তিত হয়, নাকি হয় না? আর যদি তা হয় কিরূপেই বা এরূপ হয়?" "ভন্তে, সেই ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়।ঠিক এ প্রকারেই এরূপ হয়।"

"ভদ্রিয়, সে বিষয়ে তাদের আমরা পূর্ব হতে এরূপ বলে আসছি যে, তোমরা এরূপে জনশ্রুতিতে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। পুরুষ পরম্পরায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্ধবিশ্বাসে, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে, তর্কপ্রসূত মতে, অনুমানবশত, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ও ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবে না। কিন্তু, যখন তোমরা নিজে নিজেই জানতে পারবে যে 'এ ধর্মসমূহ কুশল, দোষমুক্ত, বিজ্ঞজনের প্রশংসিত এবং এ ধর্মসমূহ সম্পাদিত হলে হিত ও সুখের জন্য সংবর্তিত হয়'; কেবল তখনিই তা তোমরা লাভ করে অবস্থান করবে। এরূপে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা এই হেতুতেই ব্যক্ত হয়েছে।

ভদ্রিয়, জগতে কোনো সৎপুরুষ থাকলে তার শ্রাবককে এরূপে প্ররোচিত করেI'হে পুরুষ, এসো লোভকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। লোভকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে লোভজনক কর্ম করো না। দোষকে (দ্বেষকে) ত্যাগ করে অবস্থান করো। দোষকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে দোষজনক কর্ম করো না। মোহকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। মোহকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে মোহজনক কর্ম করো না। এবং ক্রোধকে ত্যাগ করে অবস্থান করো। ক্রোধকে ত্যাগ করে অবস্থান করার সময় কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে ক্রোধজনক কর্ম করো না।"

এরূপ ব্যক্ত হলে ভদ্রিয় লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন, "অতি সুন্দর ভন্তে, অতি মনোরম, ভন্তে, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।"

"হে ভদ্রিয়, তাহলে কি আমি তোমাকে এরূপ বলেছি যে 'ভদ্রিয়, এসো, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমার শাস্তা হব?" "ভন্তে, না।" "এরূপবাদী ও এরূপ প্রকাশকারী কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমাকে অসৎ, তুচ্ছ, মিথ্যা ও অভূতভাবে অপবাদ করে, যথা : 'শ্রমণ গৌতম নাকি কুহকী মায়া জানেন, যা দ্বারা অন্য তীর্থিয় শ্রাবকদেরও আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করেন।" "ভন্তে, আবর্তনীয় মায়া সত্যি মঙ্গলপ্রদ ও কল্যাণকর। আমার প্রিয় আত্মীয়স্বজনকে এই আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করতে পারলেই মঙ্গল।" "এটা আমার আত্মীয়-স্বজনদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। যদি সব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে।"

"এরূপ ভদ্রিয়, তা এরূপই যে, অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও কুশল ধর্মসমূহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভের জন্য যদি সব ক্ষত্রিয়দের এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি সকল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদের আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য ও কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি সদেবলোক, সমারলোক, সব্রহ্মলোক, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ এবং সদেব মনুষ্যগণদেরও এই আবর্তনী মায়া দ্বারা আবর্তিত করতে পারি, তবে তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। আর ভদ্রিয়, অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ ও কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য যদি মহাশাল বৃক্ষরাজিকেও এই আবর্তনী মায়ায় আবর্তিত করতে পারি তবে, তা তাদের সবার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। আর মনুষ্যদের কথাই বা কি,"

(তৃতীয় সূত্র)

৪. সামুগিযসুত্তং–সামুগিয় সূত্র

১৯৪. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কোলিয়তে অবস্থান করছিলেন সামুগং নামক কোলিয়দের গ্রামে। অতঃপর বহুসংখ্যক সামুগিয় কোলিয়পুত্র আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই সামুগিয় কোলিয়পুত্রগণকে আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন, "সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চার প্রকার শ্রেষ্ঠ, পরিশুদ্ধ প্রধানীয় বা অনুশীলনীয় অঙ্গ জ্ঞাত, দর্শিত ও সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীলপরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, দৃষ্টি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ ও বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ শীল পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। একেই শীল পরিশুদ্ধি বলে। এরূপে শীল পরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ (ইচ্ছা), ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় শীল পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে, যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। একেই চিত্ত পরিশুদ্ধি বলে। এরূপে চিত্ত পরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব' পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব'। আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

দৃষ্টি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কীরূপ? এ জগতে ভিক্ষু 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ', 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' যথার্থভাবে জানে। একেই দৃষ্টি পরিশুদ্ধি বলে। এরূপে দৃষ্টি পরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

শ্রেষ্ঠ বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ কীরূপ? শ্রেষ্ঠ আর্যশ্রাবক এই শীল পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ ও দৃষ্টি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ দ্বারা কামোদ্দীপক ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে সরিয়ে রাখে ও বন্ধন মুক্তিকারক ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে মুক্ত করে। সে কামোদ্দীপক ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে সরিয়ে রেখে ও বন্ধন মুক্তিকারক ধর্মসমূহ দ্বারা চিত্তকে মুক্ত করে সম্যক বিমুক্তি লাভ করে। একেই বিমুক্তি পরিশুদ্ধি বলে। এরূপে বিমুক্তি পরিশুদ্ধি অপরিপূর্ণ থাকলে 'পরিপূর্ণ করব', পরিপূর্ণ থাকলে 'সর্বত্র অনুগ্রহণ করব' আর তথায় যেই ছন্দ, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান; একেই বলা হয় বিমুক্তি পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সত্ত্বগণকে বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায়মার্গ লাভের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য এই চার প্রকার শ্রেষ্ঠ পরিশুদ্ধ প্রধানীয় বা অনুশীলনীয় অঙ্গ জ্ঞাত, দর্শিত ও সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. বপ্পসুত্তং—বপ্প সূত্র

১৯৫. একসময় ভগবান শাক্য নগরীতে অবস্থান করছিলেন কপিলাবস্তুর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিগ্রোধারামে। সে সময়ে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন এরূপ বললেন :

"হে বপ্প, কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে সংযত হলে অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আস্রবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে?" "হ্যাঁ ভন্তে, সেই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিপক্ব বিপাক। সেই কারণে বা হেতুতেই পুরুষ দুঃখবেদনীয় আস্রবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে।" এভাবে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন ও নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে এরূপ বললেন :

"হে মৌদ্গল্যায়ন, একত্রিত হয়ে তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল?" "ভন্তে, নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে আমি এরূপ বলেছিলামI'হে বপ্প, কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে সংযত হলে অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আস্রবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে?" এরূপ বললে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য আমাকে বলল, 'হ্যাঁ ভন্তে, সেই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিপক্ব বিপাক। যেই কারণে বা হেতুতেই পুরুষ দুঃখবেদনীয় আস্রবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্ম হচ্ছে।" ভন্তে, এই বিষয়েই আমার ও নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল; অনন্তর ভগবান আগমন করলেন।

অতঃপর ভগবান নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্যকে এরূপ বললেন, "হে বপ্প, যদি তুমি আমাকে সঠিকরূপে জানতে পার, প্রত্যাখ্যানীয় বিষয় প্রত্যাখ্যান কর এবং আমার দ্বারা ভাষিত যেই বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পার তা আমার নিকট উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসা করতে পার যে, 'ভন্তে, এটির অর্থ কীরূপ? আর এটি অনুকূল কথা নয় কি?" "ভন্তে, আমি ভগবানকে সঠিকরূপে জানব, প্রত্যাখ্যানীয় বিষয় প্রত্যাখ্যান করব এবং ভগবানের দ্বারা ভাষিত যেই বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পারি বা আমি ভগবানের নিকট উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসা করব যে, 'ভন্তে, এটির অর্থ কীরূপ? আর এটি অনুকূল কথা নয় কি?"

"বপ্প, তা তুমি কি মনে কর, যে ব্যক্তির কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ আস্রব ও পরিলাহ (কষ্ট) উৎপন্ন হয়, কিন্তু কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্ম হতে নিবৃত্তজনের সেরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আস্রব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয় না। সে নতুনভাবে আর কোনো কর্ম (কার্য) করে না, পুরনো কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তা ধ্বংস করে; যা সন্দৃষ্টিক, নির্জর (অক্ষয়), অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, ঔপনায়িক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যেই কারণে পুরুষ দুঃখবেদনীয় আস্রবসমূহের স্রোতে পড়ে পুনর্জন্মগ্রহণ করছে।"

"না ভন্তে,"

বপ্প, এরূপে সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সতত অবস্থানের দরুন ছয়টি বিষয় অধিগত হয়। যথা : যে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পষ্টব্য সংস্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে, 'আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; আর 'কায় ভেদে মৃত্যুর পর (জীবনাবসানের পর) এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে' তাও প্রকৃতরূপে জানে।

যেমন, বপ্প, যজ্ঞীয় খুঁটি বা স্তম্ভের প্রত্যয়ে ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। অতঃপর কোনো পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। সে সেই যজ্ঞীয় খুঁটির মূল ছেদন করে, মূল ছেদনপূর্বক সমূলে উঠিয়ে ফেলে উশীর নালি পর্যন্ত মূল অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত মূল উপড়িয়ে নিয়ে আসে। তার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে। খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে ফাড়ে। ফাড়ার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে বিভক্ত করে বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায়। বাতাসে ও রৌদ্রে শুকিয়ে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে চূর্ণ করে, চূর্ণ করে প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বপ্প, এরূপে সেই যজ্ঞীয় খুঁটির প্রত্যয়ে প্রতিবিম্বিত ছায়া মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও পুনরোৎপত্তি রহিত হয়।

বপ্প, ঠিক এরূপেই সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সতত অবস্থানের দরুন ছয়টি বিষয় অধিগত হয়। যথা : সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পষ্টব্য সংস্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকৃতরূপে জানে; জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে 'আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি' বলে প্রকৃতরূপে জানে; আর 'কায় ভেদে মৃত্যুর পর এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে' তাও প্রকৃতরূপে জানে।

এরূপ উক্ত হলে নির্গ্রন্থশ্রাবক বপ্প শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন- "ভন্তে, যেমন, ধনাকাঙ্ক্ষী পুরুষ পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে। সে তা লাভ করে না, অধিকন্তু পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হয়। তদ্রূপভাবেই আমিও ধনাকাঙ্ক্ষী মূর্খ নির্গ্রন্থগণকে পূজা করেছি। তাই আমি কোনো ফল লাভ করিনি, অধিকন্তু পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হয়েছি। ভন্তে, মূর্খ নির্গ্রন্থগণের প্রতি যে আমার শ্রদ্ধা ছিল আজ হতে তা আমি প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছি এবং খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছি। অতি সুন্দর ভন্তে, অতি মনোরম ভন্তে, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. সালহসুত্তং–সাল্হ সূত্র

১৯৬. একসময় ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন মহাবনস্থ কূটাগারশালায়। সে সময় সাল্হ ও অভয় লিচ্ছবি ভগবানের নিকট উপস্থিত হওত ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সাল্হ লিচ্ছবি ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা দ্বিবিধ বিষয়ের দ্বারা ওঘ (স্রোত) উত্তীর্ণ প্রজ্ঞাপ্ত করেন, যথা : শীল বিশুদ্ধি ও তপস্যা পরিহার। এক্ষেত্রে ভগবান কী বলবেন?"

"হে সাল্হ, শীল বিশুদ্ধিকে আমি অন্যতর শ্রমণ্য অঙ্গ বলি। যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা পরিহারবাদী, তপস্যা পরিহারাচারী ও তপস্যা পরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে অক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অপরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও অপরিশুদ্ধ জীবনধারী তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে অক্ষম।

সাল্হ, যেমন, পুরুষ নদী পারেচ্ছুক হয়ে ধারালো কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় বৃহৎ, ঋজু, সতেজ ও অধিক উচ্চতাসম্পন্ন শালবৃক্ষ দর্শন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করে অগ্রভাগ ছেদন করে; অগ্রভাগ ছেদন করে শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে (ছেঁটে) নেয়; কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেয়; ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর লেখনী (কলম) দিয়ে লিখে; লেখনী দিয়ে লেখার পর পাষাণ গোলক (নরম পাথরের ঢেলা যা ধৌতকার্যে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে ধৌত করে এবং পাষাণ গোলক দিয়ে ধৌত করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

সাল্হ, তা তুমি কি মনে কর, সেই পুরুষ কি নদী পার হতে পারবে?" "না ভন্তে," "তার কারণ কী?" "ভন্তে, সেই শালবৃক্ষ বাহ্যিকভাবে সুপরিকর্মকৃত কিন্তু ভিতরে অবিশুদ্ধ, তার প্রতি এরূপ প্রত্যাশিত যে, শালবৃক্ষ ডুবে যাবে ও পুরুষটি দুর্বিপাকে পড়বে।"

"সাল্হ, তদ্রূপ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা পরিহারবাদী, তপস্যা পরিহারাচারী ও তপস্যা পরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে অক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অপরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, অপরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও অপরিশুদ্ধ জীবনধারী, তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে অক্ষম।

সাল্হ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা অপরিহারবাদী, তপস্যা অপরিহারাচারী ও তপস্যা অপরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ পরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও পরিশুদ্ধ জীবনধারী, তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে সক্ষম হয়।

সাল্হ, যেমন, পুরুষ নদী পারেচ্ছুক হয়ে ধারালো কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় বৃহৎ, ঋজু, সতেজ ও অধিক উচ্চতাসম্পন্ন শালবৃক্ষ দর্শন করে। তখন সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করে অগ্রভাগ ছেদন করে; অগ্রভাগ ছেদন করে শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; শাখাপত্রাদি সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে ছেঁটে নেয়, কুঠার দ্বারা কিছু কিছু করে কেটে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে ছেঁটে নেয়; ধারালো ছুরি দিয়ে আরও কিছু কিছু করে ছেঁটে নেওয়ার পর ধারালো বাটালি নিয়ে ভিতরে সুবিশোধিত ও পরিষ্কার করে; ভিতরে সুবিশোধিত ও পরিস্কৃত করে লেখনী দিয়ে লিখে; লেখনী দিয়ে লেখার পর পাষাণ গোলক দিয়ে ধৌত করে; পাষাণ গোলক দিয়ে ধৌত করার পর নৌকা তৈরি করে; নৌকা তৈরি করার ক্ষেপণী (দাঁড়) বাঁধে এবং ক্ষেপণী বাঁধার পর নদীতে আনয়ন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাল্‌হ, তা তুমি কি মনে কর, সেই পুরুষ কি নদী পার হতে পারবে?" "হ্যাঁ ভন্তে," "তার কারণ কী?" "ভন্তে, সেই শালবৃক্ষ বাহ্যিকভাবে সুপরিকর্মকৃত, ভিতরে সুবিশুদ্ধ ও ক্ষেপণী বাঁধা। তার প্রতি এরূপ প্রত্যাশিত যে 'নৌকাটি ডুবে না যাবে ও পুরুষটি নিরাপদে পরপারে গমন করতে পারবে।"

"সাল্‌হ, তদ্রূপ, যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তপস্যা অপরিহারবাদী, তপস্যা অপরিহারাচারী ও তপস্যা অপরিহারাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, তারা ওঘোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। আর যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ পরিশুদ্ধ কায় সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ বাচনিক সদাচারসম্পন্ন, পরিশুদ্ধ মনো সদাচারসম্পন্ন ও পরিশুদ্ধ জীবনধারী তারাও জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন একজন যোদ্ধা বহু চমৎকার শর (বাণ) সম্বন্ধে জানে; অতঃপর সে তিনটি কারণে রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য ও রাজার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। সেই ত্রিবিধ কারণ কী কী? দূরভেদক, অক্ষণভেদী ও বহুসংখ্যক বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী।

সাল্‌হ, যেমন একজন যোদ্ধা দূরভেদক হয়; ঠিক এরূপে আর্যশ্রাবকও সম্যকসম্বোধিসম্পন্ন হয়। সম্যকসম্বোধি সম্পন্ন আর্যশ্রাবক অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত ও দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত রূপ আছে, সে সমস্ত রূপকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই ও এটি আমার আত্মা নয়'Iএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে। একইভাবে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত ও দূরে বা নিকটে যে-সমস্ত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে, সে সমস্ত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে সে 'এটি আমার নয়, এটি আমি নই ও এটি আমার আত্মা নয়'Iএরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দর্শন করে।

সাল্‌হ, যেমন একজন যোদ্ধা অক্ষণভেদী হয়; ঠিক এরূপে আর্যশ্রাবকও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক 'এটি দুঃখ' তা যথার্থরূপে জানে, 'এটি দুঃখ সমুদয়' 'এটি দুঃখ নিরোধ' ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' বলেও তা যথার্থরূপে জানে।

সাল্‌হ, যেমন একজন যোদ্ধা বহুসংখ্যক বস্তু বা কায় বিদ্ধকারী হয়; তদ্রূপভাবে আর্যশ্রাবকও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক বৃহৎ অবিদ্যাস্কন্ধকে বিদ্ধ করে।"

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. মল্লিকাদেবীসুত্তং–মল্লিকাদেবী সূত্র

১৯৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময় মল্লিকাদেবী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মল্লিকাদেবী ভগবানকে এরূপ বললেন :

“ভন্তে, কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়?

কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী হয় কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়?

কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়?

আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা এবং আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়?”

“হে মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী হয়। সামান্য কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে (অত্যধিক প্রতিবাদী হয়ে উঠে); কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। ঈর্ষাপরায়ণা হয়, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে। সেরূপ কর্ম সম্পাদন হেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী হয়। সামান্য কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে; কোপ, দোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করে। ঈর্ষাপরায়ণা হয় না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে না এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে না। সেরূপ কর্ম সম্পাদন হেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী হয় কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অক্রোধী ও উপায়াসবিহীন হয়। তাকে বহু কিছু বলা হলেও সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। ঈর্ষাপরায়ণা হয়, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে এবং ঈর্ষাচিত্ত পোষণ করে। সেরূপ কর্ম সম্পাদন হেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। আর সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়।

মল্লিকে, এ জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অক্রোধী ও উপায়াসবিহীন হয়। তাকে বহু কিছু বলা হলেও সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ আর লাফালাফি করে না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করে। সে ঈর্ষাপরায়ণা হয় না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করে না, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজে না এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করে না। সেরূপ কর্ম সম্পাদন হেতু তথা হতে মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যেই যেই স্থানে পুনর্জন্ম হোক না কেন অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।

মল্লিকে, এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, অত্যন্ত পাপী, দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়। এই হেতু ও প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী হয়; কিন্তু আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়। এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা হয়; কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়। আর এই হেতু ও এই প্রত্যয়ের কারণেই কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়।”

এরূপ উক্ত হলে মল্লিকাদেবী ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ক্রোধী ও উপায়াসবহুলী ছিলাম, সামান্য কিছু বললেই ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ করেছি আর দুর্বিনীত আচরণ করেছি, কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, যার দরুন আমি এখন দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও অত্যন্ত পাপী।

ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করেছি, যার দরুন এখন আমি আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগী।

ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না, অপরের লাভ-সৎকার-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করিনি, ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খুঁজিনি এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করিনি। যার দরুন এখন আমি প্রভাবশালী। ভন্তে, এই রাজকুলে ক্ষত্রিয় কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা ও গৃহপতি কন্যা আছে, তাদের আমি শাসন (অত্যাচার) করি। আজ হতে আমি অক্রোধী ও উপায়াসবিহীনা হবো, বহুকিছু বললেও ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে বিবাদ করব না, আর দুর্বিনীত আচরণ করব না; কোপ, দোষ (দ্বেষ) ও অসন্তোষও প্রকাশ করব না; শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপনীয় বস্তু, শয্যা, গৃহ ও প্রদীপাদি দান করব। আমি ঈর্ষাপরায়ণা হবো না, অপরের লাভ-সৎকার-গৌরব-সম্মান-বন্দনা ও পূজাদি প্রাপ্তিতে ঈর্ষা করব না। ঈর্ষাবশে আক্রোশ করে দোষ খোঁজব না এবং ঈর্ষাচিত্তও পোষণ করব না। ভন্তে, অতি সুন্দর, অতি মনোরম, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই ভগবানের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, তাঁর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগতা উপাসিকারূপে ধারণ করুন।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. অত্তন্তপসুত্তং–আত্মন্তপ সূত্র

১৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে চার প্রকার পুদ্‌গল বিদ্যমান। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্‌গল আত্মন্তপ (আত্মপীড়ক) ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়। কোনো কোনো পুদ্‌গল পরন্তপ (পরপীড়ক) ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়। কোনো কোনো পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়। আর কোনো কোনো পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না। যেই পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ নয়, সে ইহজন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শীতিভূত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্‌গল অচেলক (জৈন বা নগ্ন সম্প্রদায়) হয়, মুক্তাচার বা অসংযতচারী ও হস্তাবলেহনকারী হয়। 'ভদন্ত, আসুন বা স্থিত হোন' বলে সে কাউকেও অভিবাদন বা অভ্যর্থনা করে না। তার উদ্দেশে আনীত খাদ্য গ্রহণ করে না, সংকল্পিত (বা বিশেষ কারণে আনীত) খাদ্য আর নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে না। সে কুম্ভ হতে খাদ্য গ্রহণ করে না; বন্ধনপাত্র হতে, প্রবেশদ্বারে, লাঠির মধ্যে ও মুষলের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(মুদ্‌গরের) মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করে না। দুইজনে খাদ্য গ্রহণ করলে সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য, স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, এমনকি পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গকারীর খাদ্যও গ্রহণ করে না। সে মিশ্র সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ করে না; উপনীত স্থানে, মক্ষিকা বিচরণ স্থানে খাদ্য গ্রহণ করে না। মাছ ও মাংস ভক্ষণ করে না; মদ, মাদকদ্রব্য এবং সির্কা (টকজাতীয় রসবিশেষ), যাগুও পান করে না। সে মাত্র এক গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে, এক গ্রাস মাত্র আহার করে অথবা দুই গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে দুই গ্রাস আহার করে। তিনটি গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তিন গ্রাস, চারটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে চার গ্রাস, পাঁচটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে পাঁচ গ্রাস, ছয়টি গৃহ হতে সংগ্রহ করে ছয় গ্রাস এবং সাতটি গৃহ হতে সংগ্রহ করে সাত গ্রাস ভোজন করে। সে একদিনে একবার আহার করে জীবন ধারণ করে, দুই দিনে, তিন দিনে, চার দিনে, পাঁচ দিনে, ছয় দিনে এমনকি সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে জীবন ধারণ করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত খাদ্য এমনকি মাসান্তর প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করেই অবস্থান করে।

সে শাকসবজি, জোয়ার (গমজাতীয় শস্য), নীবার (উড়িধান্য), দদ্দুল (এক প্রকার চাউল), শৈবাল বা জলজ উদ্ভিদ, চাউলের গুঁড়া, ভাতের মাড়, তৈলবীজের ময়দা, তৃণ ও গোবর আহার করে এবং বনে পতিত ফল-মূল আহার করে জীবন ধারণ করে।

সে পাট দ্বারা প্রস্তুতকৃত মোটা বা নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে, মসাণ বস্ত্র (বিবিধ উপকরণে প্রস্তুত নিকৃষ্ট বস্ত্র), শববস্ত্র (মৃতদেহের বস্ত্র), আবর্জনা স্তূপের বস্ত্র, তিরীট বস্ত্র (লোধ্রবৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরী বস্ত্র), মৃগচর্মের বস্ত্র, চিতাবাঘচর্মের বস্ত্র, কুশতৃণের বস্ত্র, বল্কবস্ত্র, কাষ্ঠফলকের বস্ত্র, কেশ কম্বল, অশ্ব কেশের তৈরী কম্বল এবং পেঁচা পক্ষীর পালক দ্বারা প্রস্তুতকৃত পোশাক পরিধান করে। সে কেশ-শ্মশ্রু (গোঁফদাড়ি) উৎপাটনকারী হয় ও কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটনেও অনুযুক্ত হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আসন প্রত্যাখ্যান বা বসতে আপত্তি করে। সে উৎকুটিক হয়ে বসার চেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করে ও উৎকুটিক হয়ে বসে কণ্টকময় শয্যায় শয়নকারী হয়, কণ্টকময় শয্যায় শয়ন করে এবং সন্ধ্যাবেলায় তৃতীয়বার জলে নিমজ্জিত হয়ে অবস্থান করে। এভাবে সে বিভিন্ন উপায়ে দেহকে যন্ত্রণা ও পীড়ন করে অবস্থান করে। এরূপেই একজন পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্‌গল পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্‌গল ভেড়াঘাতক, শূকর হত্যাকারী, পাখিমারক, ব্যাধ, শিকারি, মৎস্যঘাতক (জেলে), চোর, চোরঘাতক, গোঘাতক (কসাই) ও জেলদারোগা হয় এবং কোনো কোনো জন নিষ্ঠুর চরিত্রের বা নিষ্ঠুরকর্মী হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপেই একজন পুদ্‌গল পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্‌গল মূর্ধাভিষিক্ত (রাজমুকুট পরিহিত) ক্ষত্রিয় রাজা হয় অথবা ব্রাহ্মণ মহাশাল (মহাধনী) হয়। তিনি পূর্বদিকের নগরে নূতন সন্থাগার (সভাগৃহ) তৈরি করায়ে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে অমসৃণ চর্মের পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক দেহে ঘৃত ও তেল মেখে মেঠোপথ দিয়ে পৃষ্ঠদেশ চুলকাতে চুলকাতে সেই নতুন সন্থাগারে মহর্ষি, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সাথে একত্রে প্রবেশ করে। অনন্তর তথায় তিনি সুবিধার্থে ভূমি হরিতচূর্ণ দ্বারা লেপন করে শয্যা প্রস্তুত বা উপযুক্ত করায়। একটি গাভী হতে বাছুরের জন্য একটি স্তনে যেই ক্ষীর (দুধ) উৎপন্ন হয় তা দ্বারা রাজা জীবন ধারণ করেন; দ্বিতীয় স্তনে উৎপন্ন ক্ষীর দিয়ে মহিষী, তৃতীয় স্তনের ক্ষীর দ্বারা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, চতুর্থ স্তনের ক্ষীর দিয়ে অগ্নিপূজা করে এবং অবশিষ্টাংশ বা উদ্বৃত ক্ষীর দ্বারা বৎসটি জীবন ধারণ করে। তিনি এরূপ আদেশ করেন, 'এত সংখ্যক বৃষভ (ষাঁড়), এত সংখ্যক বলদ, এত সংখ্যক গাভী, এত সংখ্যক ছাগল, এত সংখ্যক ভেড়া ও অশ্ব এত সংখ্যক যজ্ঞ বা বলীদানের জন্য হত্যা কর, এত সংখ্যক বৃক্ষ যূপকাষ্ঠের (ষজ্ঞস্তম্ভ) জন্য ছেদন কর এবং এত পরিমাণ যজ্ঞের জন্য তৃণ কর্তন কর।' যারা দাস, দূত ও কর্মচারী তারা দণ্ডের ভয়ে ভীত, ত্রাসিত ও অশ্রুমুখ হয়ে রোদন করতে করতে পরিকর্মাদি করে। এরূপেই একজন পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত হয় এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে একজন পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না, আর সেই পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ না হয়ে ইহজন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শান্ত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে? এ জগতে তথাগত পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে তিনি এই পৃথিবী, দেবলোক, মারভুবনসহ ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যগণকে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি যা ধর্মদেশনা করেন তা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ এবং শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র ও অন্যতর কুলে পুনর্জন্ম-প্রাপ্তজন সেই ধর্ম শ্রবণ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সে এরূপ চিন্তা করেI'গৃহীজীবন বাধাপূর্ণ ও রজঃপূর্ণ পথ আর প্রব্রজ্যা জীবন উন্মুক্ত; আগারে বসবাস করে একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ ও মসৃণ শঙ্খের ন্যায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করা অসম্ভব; তাহলে আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবো।' সে ভবিষ্যতে বা অন্য কোনো সময়ে অল্প ভোগস্কন্ধ (অল্পধন), বৃহৎ ভোগস্কন্ধ (বিপুল ধনভাণ্ডার), অল্প সংখ্যক জ্ঞাতি ও বহু সংখ্যক জ্ঞাতিমণ্ডল পরিত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়।

সে এরূপে প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষুগণের অভিন্ন শিক্ষানীতিতে সমাপন্ন হওত প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয় এবং দণ্ড, শস্ত্র নিক্ষেপ না করে লজ্জাশীল, দয়ালু ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী (হিতৈষী) হয়ে অবস্থান করে। অদত্তবস্তু পরিত্যাগ করে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, আর বদান্য বা প্রদত্তবস্তু গ্রহণে ইচ্ছুক হওত পরিশুদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করে, ধর্মত জীবনযাপন করে অধর্ম ও গ্রাম্যধর্ম (মৈথুন সেবন) হতে বিরত হয়। মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সত্যবাদী, সত্যসন্ধ (সত্য প্রতিজ্ঞ), বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী ও জগতের অবিসংবাদী হয়ে অবস্থান করে। পিশুন বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয় এবং একজন হতে শ্রবণ করে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে না ও অন্যের কাছ হতে শ্রবণ করে তার কাছে প্রকাশ করে না। পরস্পর ভিন্ন (অনৈক্য) জনকে একত্রিত করে, সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে দেয়; সন্ধিতে আনন্দিত, ঐক্যবদ্ধতায় রত ও মিত্রতায় সন্তুষ্ট হয় এবং মিত্রতাকরণ বাক্য ভাষণ করে। কর্কশ বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয়; এবং যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিপূর্ণ, মনোহর, শিষ্ট, বহুজনের আনন্দদায়ক ও বহুজনের মনোজ্ঞ সেরূপ বাক্যই ভাষণ করে। সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে প্রতিবিরত হয়; আর সে কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয় এবং উপযুক্ত সময়ে কারণ সম্বন্ধীয়, মঙ্গলজনক বাক্য বিবেচনা সহকারে প্রয়োজনানুরূপ ভাষণ করে।

সে বীজগ্রাম (বীজ দ্বারা সৃষ্ট বস্তু) ও ভূতগ্রাম[১] নষ্ট করা হতে প্রতিবিরত হয়। একাহারী হয়ে রাত্রে বা বিকালে ভোজন হতে প্রতিবিরত হয়। নৃত্য-গীত-বাদ্য-বাজনা দর্শন, মালা-সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হতে প্রতিবিরত হয়। উচ্চশয্যা, মহাশয্যা এবং সোনা, রুপা প্রতিগ্রহণ হতে বিরত হয়। অপক্কশষ্য, অপক্ক মাংস, স্ত্রীলোক ও কুমারী, দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব এবং ঘোটকী গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। সে ক্ষেত্র বা জমি গ্রহণ করে না, দূতকার্যে নিযুক্ত হয় না, ক্রয়-বিক্রয়ও করে না, তুলাকূট (ওজনে কম দেয়া),

---

[১] বুদ্ধঘোষের মতে 'মূলবীজং, খন্ধবীজং, ফলবীজং, অগ্গবীজং ও বীজবীজং'—এই পঞ্চবিধ বীজ হতে উৎপন্ন গাছ-গাছড়াদি উদ্ভিদকে "ভূতগ্রাম" বলে। পালি বাংলা অভিধান, পৃ. ১২০২, ২য় খণ্ড, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কংসকূট (টাকা পয়সা আদান প্রদানে প্রবঞ্চনা), মানকূট (পরিমাপে প্রবঞ্চনা) আর উৎকোচও (ঘুষ) গ্রহণ করে না, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও কপটতাকরণ হতে প্রতিবিরত হয়। আর ছেদন, বধ, বন্ধন, ডাকাতি এবং দিনের বেলায় গ্রাম আক্রমণ করে ডাকাতি, লুণ্ঠন করে না।

সে দেহরক্ষাকারী চীবরে ও জীবন রক্ষাকরণ পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়। যেভাবে প্রস্থান করা উচিত তদনুরূপে প্রস্থান করে। শকুনপক্ষী যেমন যেইভাবে উড্ডয়ন করে, পাখাদ্বয়ের ভারের দ্বারাই উড্ডয়ন করে; তদ্রূপভাবেই ভিক্ষুও দেহরক্ষাকারী চীবরে ও জীবন রক্ষাকারী পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হয়। যেভাবে প্রস্থান করা উচিত তদনুরূপে প্রস্থান করে। সে এই আর্যশীলস্কন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অধ্যাত্মভাবে অনবদ্য সুখ অনুভব করে।

সে চক্ষু দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু চক্ষু সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কর্ণ দিয়ে শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কর্ণ সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কর্ণ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী নাসিকা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু নাসিকা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু জিহ্বা সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। কায় দিয়ে স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী কায় ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু কায় সংবরণে অভিনিবিষ্ট থাকে, কায় ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, কায় ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। মন দিয়ে ধর্ম জেনে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। এ হেতুতে সামান্য অসংযতভাবে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়কে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদি অকুশল পাপধর্ম আক্রমণ করলেও আচ্ছন্ন করতে পারে না। যেহেতু ভিক্ষু মন সংবরণে অভিনিবিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে, মন ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, মন ইন্দ্রিয়ে সংবরণ উৎপন্ন করে। সে এই আর্য ইন্দ্রিয়সংবর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অধ্যাত্মভাবে বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করে। সে গমনাগমন করার সময় সম্প্রজ্ঞানী হয়। অবলোকন, নিরীক্ষণ ও হস্তপদ সংকোচন-প্রসারণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সংঘাটি, পাত্র ও চীবর ধারণকালে, ভোজনে, পানাহারে ও আস্বাদনকালে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগে, গমনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে এবং মৌনাবলম্বনেও সম্প্রজ্ঞানী হয়।

সে এই আর্যশীলস্কন্ধ, আর্য সন্তুষ্ট, আর্য ইন্দ্রিয়সংবর ও আর্য স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্ত স্থানে, তৃণস্তূপে ও নির্জন স্থানে গমন করে। সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্তন করে ভোজনের পর দেহকে সোজা করে লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। সে লোকে (দেহে) অভিধ্যা পরিত্যাগ করে অভিধ্যা বিগত চিত্তে অবস্থান করে এবং অভিধ্যা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে দ্বেষমুক্ত চিত্তে সব প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে ব্যাপাদ-প্রদোষ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য-তন্দ্রা পরিত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোকসংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিত্যাগ করে অনুদ্ধত ও অধ্যাত্ম্য প্রশান্ত চিত্ত হয়ে অবস্থান করে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে বিচিকিৎসা ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশল ধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে চিত্তে উপক্লেশ ও প্রজ্ঞা দুর্বলকারী এই পঞ্চনীবরণ পরিহার করে কাম (কামনা) ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে; যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

সে এইরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত উপক্লেশ, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত ও আনেঞ্জা (শূন্যতা) প্রাপ্ত হয়ে পূর্বনিবাস স্মৃতিজ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে চিত্তকে নিয়োজিত করে। বিভিন্ন উপায়ে সে পূর্ব পূর্ব জন্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুস্মরণ করে, যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্তকল্প, বহু বিবর্তকল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে 'অমুকজন্মে আমার এ নাম, এ গোত্র, এ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এ পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি।' এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে 'অমুক জন্মে তার এ নাম, এ গোত্র, এ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে। এরূপে সে আকার ও গতিসহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে। এবং সে এরূপ সমাহিত চিত্তে, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত উপক্লেশ, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত ও আনেঞ্জা (শূন্যতা) প্রাপ্ত হয়ে আস্রবক্ষয় জ্ঞানের জন্য চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে 'এটি দুঃখ', 'এটি দুঃখ সমুদয়', 'এটি দুঃখ নিরোধ', ও 'এটি দুঃখ নিরোধের উপায়' বলে যথার্থরূপে জানে। 'এটি আস্রব', 'এটি আস্রব সমুদয়', 'এটি আস্রব নিরোধ', 'এটি আস্রব নিরোধের উপায়' বলেও যথার্থরূপে জানে। এরূপে অবগত ও দর্শনের দরুন কামাস্রব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব হতেও তার চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'জন্মক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই কোনো কোনো পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও আত্মপরিতাপনানুযুক্ত এবং পরন্তপ ও পরপরিতাপনানুযুক্ত হয় না। আর সেই পুদ্‌গল আত্মন্তপ ও পরন্তপ না হয়ে এ জন্মে অনাসক্ত, নির্বৃত, শীতিভূত ও সুখানুভবকারী হয়ে ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার পুদ্‌গল পৃথিবীতে বিদ্যমান।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. তণ্হাসুত্তং–তৃষ্ণা সূত্র

১৯৯. ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায় বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা সম্বন্ধে দেশনা করব, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জ ঘাসের ন্যায় মোচড়ানো এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও সংসার চক্র অতিক্রম করা যায় না। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ, ভন্তে" বলে সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, সেই জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিস্তৃত এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা কীরূপ, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জঘাসের ন্যায় মোচড়ানো, এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও সংসার চক্র অতিক্রম করা যায় না? ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত (ভ্রমিত) আঠারো প্রকার চিন্তা এবং বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা।

ভিক্ষুগণ, আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা কী কী? ভিক্ষুগণ, যথা :'আমি নিজ হই, 'আমি' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে 'আমিই এই জগতে,' 'আমি এরূপ,' 'আমি অন্যরূপ,' 'আমি নই,' 'আমি নিত্য,' 'আমি আছি,' 'আমি এ জগতের মাঝে আছি,' 'আমি এরূপ আছি,' 'আমি অন্যরূপ আছি,' 'আমি হই,' 'আমি এ জগতের মাঝে হই,' 'আমি এরূপ হই,' 'আমি অন্যথা হই,' 'আমি হবো,' 'আমি এ জগতে হবো,' 'আমি এরূপ হবো,' 'আমি অন্যরূপ হবো।' এই আঠারো প্রকার চিন্তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত।

ভিক্ষুগণ, বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা কী কী? যথা : 'এটির দ্বারা[১] আমি' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে 'এটির দ্বারা আমিই এই জগতে,' 'এটির দ্বারা এরূপ,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ,' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য,' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য নই', 'এটির দ্বারা আমি আছি,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতের মাঝে আছি,' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ আছি,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথারূপ আছি,' 'এটির দ্বারা আমি হই,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হই, এটির দ্বারা আমি এরূপ হই,' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা হই,' 'এটির দ্বারা আমি হবো,' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো,' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো,' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো,' এই আঠারো প্রকার চিন্তা হচ্ছে বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত।"

"এটিই আধ্যাত্মিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা এবং বাহ্যিক অনুসারে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত আঠারো প্রকার চিন্তা।

ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই বলা হয় তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা। অনুরূপভাবে অতীতে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা, অনাগতে তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তা এবং বর্তমানেও তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত ছত্রিশ প্রকার চিন্তাÍGiƒ‡cই একশত আট প্রকার চিন্তা তৃষ্ণা দ্বারা বিচরিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এটাই সেই জালসদৃশ, সংসারান্তরে প্রবহমান নদীসদৃশ, জালের ন্যায় বিস্তৃত এবং দৃঢ় সংলগ্নতারূপ তৃষ্ণা, যাতে এই জগৎ আক্রান্ত, আবৃত, দড়ির

[১] এটির দ্বারা বলতে এক্ষেত্রে রূপকায়, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে (অর্থকথা)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোলকের ন্যায় জড়িত, ব্রণে আচ্ছাদিত, মুঞ্জ ঘাসের ন্যায় মোচড়ানো এবং যদ্দরুন অপায় দুর্গতি-বিনিপাত ও সংসার চক্র অতিক্রম করা যায় না।” (নবম সূত্র)

১০. পেমসুত্তং–প্রেম সূত্র

২০০. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকারে প্রেম উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রেম হতে দ্বেষ বা হিংসা উৎপন্ন হয়, দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন এবং দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত হয়। অন্যরাও সেই ব্যক্তির সাথে ইষ্ট, কান্ত, মনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়Í‘যে আমার ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত; অন্যরাও তার সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত আচরণ করছে’। তাই সে তাদের প্রতি প্রীতিভাব উৎপাদন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

কিরূপে প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত হয়। কিন্ত অন্যরা সেই ব্যক্তির সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়Í ‘যে আমার ইষ্ট কান্ত ও মনঃপূত; অন্যরা তার সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করছে’। তাই সে তাদের প্রতি দ্বেষ বা হিংসাভাব উৎপাদন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

কিরূপে দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত হয়। অন্যরাও সেই ব্যক্তির সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়Í‘যে আমার অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত; অন্যরাও তার সাথে অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত আচরণ করছে’। তাই সে তাদের প্রতি প্রীতিভাব উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত হয়। কিন্তু অন্যরা সেই ব্যক্তির সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত আচরণ করে। তখন প্রথম ব্যক্তির এমন চিন্তা হয়Í‘যে আমার অনিষ্ট, অকান্ত ও অমনঃপূত; অন্যরা তার সাথে ইষ্ট, কান্ত ও মনঃপূত আচরণ করছে’। তাই সে তাদের প্রতি দ্বেষভাব উৎপন্ন করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকারেই প্রেম উৎপন্ন হয়।”

“ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে ভিক্ষু কাম সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশল চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজ প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অবস্থান করে; সেই সময়ে তার নিকট পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না; পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না এবং পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।"

যেই সময়ে ভিক্ষু বির্তক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সেই সময়ে তার নিকট পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না ও পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

যেই সময়ে ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষাভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখ বিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সেই সময় তার পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না এবং পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

যে-সময়ে ভিক্ষু দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, সুখ-দুঃখহীন বা উপেক্ষাভাবে ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, সেই সময়ে তার পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় প্রেম হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে প্রেম উৎপন্ন হয় না ও পূর্বের ন্যায় দ্বেষ হতে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

যেই সময়ে ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয় করে অনাস্রব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করে। যার কারণে প্রেম হতে উৎপন্ন প্রেম প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। প্রেম হতে উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। দ্বেষ হতে উৎপন্ন প্রেম প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। দ্বেষ হতে উৎপন্ন দ্বেষ প্রহীন হয়; তা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ভিক্ষুর নিজেকে আকর্ষণ না করা, নিজেকে বৈরীভাবাপন্ন না করা, নিজেকে ধূমায়িত না করা, নিজেকে প্রজ্বলিত না করা, নিজেকে হতবুদ্ধি না করা।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে? এ জগতে ভিক্ষু রূপকে আত্মা মনে করে; আত্মাকে রূপ, আত্মার মধ্যে রূপ, রূপের মধ্যে আত্মাকে মনে করে, বেদনাকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে বেদনা, আত্মার মধ্যে বেদনা, ও বেদনার মধ্যে আত্মাকে মনে করে; সংজ্ঞাকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে সংজ্ঞা, আত্মার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার মধ্যে আত্মাকে মনে করে; সংস্কারকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে সংস্কার, আত্মার মধ্যে সংস্কার এবং সংস্কারের মধ্যে আত্মাকে মনে করে ও বিজ্ঞানকে আত্মা মনে করে, আত্মাকে বিজ্ঞান, আত্মার মধ্যে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মধ্যে আত্মাকে মনে করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে নিজেকে আকর্ষণ করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে না (ন উস্সেনতি)? এ জগতে ভিক্ষু রূপকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে রূপ মনে করে না, রূপকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে রূপের মধ্যে মনে করে না; বেদনাকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে বেদনা মনে করে না, বেদনাকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে বেদনার মধ্যে মনে করে না; সংজ্ঞাকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে সংজ্ঞা মনে করে না, সংজ্ঞাকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, ঐ আত্মাকে সংজ্ঞার মধ্যে মনে করে না; সংস্কারকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে সংস্কার মনে করে না, সংস্কারকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে সংস্কারের মধ্যে মনে করে না; বিজ্ঞানকে আত্মা মনে করে না, আত্মাকে বিজ্ঞান মনে করে না, বিজ্ঞানকে আত্মার মধ্যে মনে করে না, আত্মাকে বিজ্ঞানের মধ্যে মনে করে না। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে আকর্ষণ করে না (ন উস্সেনেতি)।

কিরূপে ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয়? (পটিসেনেতি)। এ জগতে ভিক্ষু আক্রোশকারীকে প্রতিআক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে এবং কলহকারীকে প্রতিকলহ করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয় না? (ন পটিসেনেতি) এ জগতে ভিক্ষু আক্রোশকারীকে প্রতিআক্রোশ করে না, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে না এবং কলহকারীকে প্রতিকলহ করে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু বৈরীভাবাপন্ন হয় না।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত (ধুপাযতি) করে? এ জগতে ভিক্ষুর 'আমি' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে 'আমিই এই জগতে;' 'আমি এরূপ;' 'আমি অন্যরূপ;' 'আমি নিত্য নই;' 'আমি নিত্য;' 'আমি আছি;' 'আমি এ জগতের মাঝে আছি;' 'আমি এরূপ আছি;' 'আমি অন্যরূপ আছি;' 'আমি হই;' 'আমি এ জগতের মাঝে হই;' 'আমি এরূপ হই;' 'আমি অন্যথা হই;' 'আমি হবো;' 'আমি এ জগতে হবো;' 'আমি এরূপ হবো;' 'এবং 'আমি অন্যরূপ হবো'। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধুমায়িত করে না? (না ধূপাযতি) এ জগতে ভিক্ষুর 'আমি এরূপ' ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে 'আমিই এই জগতে নই;' 'আমি এরূপ নই;' 'আমি অন্যরূপ নই;' 'আমি অনিত্য নই;' 'আমি নিত্য নই;' 'আমি নই;' 'আমি এ জগতের মাঝে নই;' 'আমি এরূপ নই;' 'আমি অন্যরূপ নই;' ' আমি হই না;' 'আমি এ জগতের মাঝে হই না;' 'আমি এরূপ হই না;' 'আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যথা হই না;' 'আমি হবো না;' 'আমি এ জগতে হবো না;' 'আমি এরূপ হবো না;' এবং আমি অন্যরূপ হবো না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে ধূমায়িত করে না।

কিরূপে নিজেকে প্রজ্বলিত করে (পজ্জলতি)? এ জগতে ভিক্ষুর 'এটির দ্বারা আমি' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে, 'এটির দ্বারা আমি এই জগতে;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ;' 'এটির দ্বারা অন্যরূপ;' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য নই;' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য;' 'এটির দ্বারা আছি;' 'এটির দ্বারা এ জগতের মাঝে আছি;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ আছি;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ আছি;' 'এটির দ্বারা আমি হই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা হই;' 'এটির দ্বারা আমি হবো;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো;' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে।

কিরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে না (ন পজ্জলতি)? এ জগতে ভিক্ষুর 'এটির দ্বারা আমি নই' এরূপ ধারণা হেতু এমন চিন্তা জাগে যে 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে নই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অনিত্য নই;' 'এটির দ্বারা আমি নিত্য নই;' 'এটির দ্বারা আমি নই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে নই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ নই;' 'এটির দ্বারা আমি না হই;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে না হই;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ না হই;' 'এটির দ্বারা আমি অন্যথা না হই;' 'এটির দ্বারা আমি হবো না;' 'এটির দ্বারা আমি এ জগতে হবো না;' 'এটির দ্বারা আমি এরূপ হবো না;' এবং 'এটির দ্বারা আমি অন্যরূপ হবো না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু নিজেকে প্রজ্বলিত করে না।

কিরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয় (সম্পজ্ঝায়তি)? ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি ধর্ম উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভিক্ষুর আমিত্ববোধ প্রহীন হয় না। এরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে হতবুদ্ধি হয় না (ন সম্পজ্ঝায়তি)? ভবিষ্যতে অনুৎপত্তি ধর্ম উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় ভিক্ষুর আমিত্ববোধ প্রহীন হয়। এরূপে ভিক্ষু হতবুদ্ধি হয় না। (দশম সূত্র)

(মহাবর্গ সমাপ্ত)

স্মারকগাথা :

শ্রোতানুগত, বিষয়, ভদ্রিয়, সামুগিয়, বপ্প ও সাল্‌হ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মল্লিকাদেবী, আত্মন্তপ, তৃষ্ণা ও প্রেম সূত্র দশ।
চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত।

৫. পঞ্চমপন্নাসকং–পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. সপ্পুরিসবগ্গো–সৎপুরুষ বর্গ

১. সিক্খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র

২০১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যাকামাচারী, মিথ্যাভাষী ও সুরা-মদ্যপায়ী বা সেবনকারী হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয় এবং অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচারী হয় এবং অপরকেও মিথ্যাকামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণকারী হয় এবং অপরকেও মিথ্যাভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সুরা-মদ্যপায়ী হয় আর অপরকেও সুরা-মদ্যপানে উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয় এবং অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয় এবং অপরকেও মিথ্যাভাষণ হতে বিরত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয় এবং অপরকেও সুরা-মদ্যপান হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (প্রথম সূত্র)

২. অসদ্ধসুত্তং–অশ্রদ্ধা সূত্র

২০২. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমার তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়; পাপের প্রতি নির্লজ্জী, পাপের প্রতি নির্ভীক, অল্পশ্রুত হয়; এবং আলস্যপরায়ণ, বিস্মৃতিসম্পন্ন ও দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি নির্লজ্জী হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি নির্লজ্জী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজেই পাপের প্রতি নির্ভীক হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি নির্ভীক হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অল্পশ্রুত হয়ে অপরকেও অল্পশ্রুত হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে আলস্যপরায়ণ হয়ে অপরকেও আলস্যপরায়ণ হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে বিস্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও বিস্মৃতিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে দুষ্প্রাজ্ঞ হয়ে অপরকেও দুষ্প্রাজ্ঞ হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, পাপের প্রতি লজ্জাশীল, পাপের প্রতি ভয়শীল, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিমান এবং প্রজ্ঞাবান হয়। একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি লজ্জাশীল হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পাপের প্রতি ভয়শীল হয়ে অপরকেও পাপের প্রতি ভয়শীল হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে বহুশ্রুত হয়ে অপরকেও বহুশ্রুত হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়ে অপরকেও আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রজ্ঞাবান হয়ে অপরকেও প্রজ্ঞাবান হবার জন্য উৎসাহিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সত্তকম্মসুত্তং–সপ্তকর্ম সূত্র

২০৩. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যাকামাচারী, মিথ্যাভাষী, পিশুনবাক্যভাষী, কর্কশবাক্যভাষী এবং সম্প্রলাপভাষী হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্যভাষী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য বলার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্যভাষী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপভাষী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়। একে বলে সৎপুরুষ।

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।” (তৃতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. দসকম্মসুত্তং–দশকর্ম সূত্র

২০৪. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণীহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যাকামাচারী, মিথ্যাভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী, লোভী, প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।

অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণ করে অপরকেও মিথ্যাভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ করে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ করে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও প্রদুষ্ট চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।

সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।"

সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. অট্‌ঠঙ্গিকসুত্তং—অষ্টাঙ্গিক সূত্র

২০৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত," বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।"

"অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্মসম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।"

"সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যকসমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।"

"সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যকসংকল্পী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্যভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. দসমগ্গসুত্তং–দশমার্গ সূত্র

২০৬. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অসৎপুরুষ, অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ, সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে অসৎপুরুষ।"

"অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকা সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়াম বা মিথ্যা প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়াম করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিতে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও মিথ্যা জ্ঞানী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে অসৎপুরুষের চেয়েও অসৎপুরুষতর।”

“সৎপুরুষ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে সৎপুরুষ।”

“সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসংকল্পকারী হয়ে অপরকেও সম্যকসংকল্পকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক বিমুক্তিতে উন্নীত হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিতে উন্নীত হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে সৎপুরুষের চেয়েও সৎপুরুষতর।”

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পঠমপাপধম্মসুত্তং–পাপধর্ম সূত্র (প্রথম)

২০৭. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপ, পাপের চেয়েও মহাপাপ এবং কল্যাণ, কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, পাপ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যাকামাচারী, মিথ্যাভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী, লোভী, প্রদুষ্ট চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপ।

পাপের চেয়েও মহাপাপ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজে মিথ্যাকামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে হিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও হিংসা চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপের চেয়েও মহাপাপ।

কল্যাণ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, অহিংসা চিত্তসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণ।

কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ।" (সপ্তম সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. দুতিযপাপধম্মসুত্তং–পাপধর্ম সূত্র (দ্বিতীয়)

২০৮. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপ, পাপের চেয়েও মহাপাপ এবং কল্যাণ, কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।" "হ্যাঁ ভদন্ত", বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, পাপ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপ।"

"পাপের চেয়েও মহাপাপ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও মিথ্যা জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপের চেয়েও মহাপাপ।"

"কল্যাণ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণ।"

"কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যকসংকল্পী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যকসমাধিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবিষ্ট হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণের চেয়েও মহাকল্যাণ।” (অষ্টম সূত্র)

৯. ততিযপাপধম্মসুত্তং–পাপধর্ম সূত্র (তৃতীয়)

২০৯. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপধর্ম, পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর এবং কল্যাণধর্ম, কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত”, বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, পাপধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যাকামাচারী, মিথ্যাভাষণকারী, পিশুনবাক্য ভাষণকারী, কর্কশবাক্য ভাষণকারী, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী; লোভী, হিংসা চিত্তসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপধর্ম।

পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয় এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচারী হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচারে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে লোভী হয়ে অপরকেও লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে হিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও হিংসা চিত্তসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর।

কল্যাণধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়; অহিংসা চিত্তসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণধর্ম।

কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়ে অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে নির্লোভী হয়ে অপরকেও লোভহীন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকেও অহিংসা চিত্তসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। এবং নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণধর্মের চেয়েও কল্যাণধর্মতর।” (নবম সূত্র)

১০. চতুত্থপাপধম্মসুত্তং–পাপধর্ম সূত্র (চতুর্থ)

২১০. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পাপধর্ম, পাপধর্মের চেয়েও পাপধর্মতর বা মহাপাপধর্ম এবং কল্যাণধর্ম, কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি দেশনা করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত”, বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

“ভিক্ষুগণ, পাপধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। একে বলে পাপধর্ম।”

“পাপধর্মের চেয়েও মহাপাপধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সংকল্পী হয়ে অপরকেও মিথ্যা সংকল্পে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা বাক্যভাষী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ভাষণে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা কর্মসম্পাদনকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা কর্মে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা জীবিকায় উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা ব্যায়ামকারী হয়ে অপরকেও মিথ্যা ব্যায়ামে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হয়ে অপরকেও মিথ্যা সমাধিপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। নিজে মিথ্যা জ্ঞানী হয়ে অপরকেও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যা জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। ভিক্ষুগণ, একে বলে পাপধর্মের চেয়েও মহাপাপধর্ম।"

"কল্যাণধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যকসমাধিসম্পন্ন হয়। একে বলে কল্যাণধর্ম।"

"কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসংকল্পী হয়ে অপরকেও সম্যকসংকল্পী হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক বাক্য ভাষণকারী হয়ে অপরকেও সম্যক বাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক কর্ম সম্পাদন করে অপরকেও সম্যক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক জীবিকাসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টাকারী হয়ে অপরকেও সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক স্মৃতিমান হয়ে অপরকেও সম্যক স্মৃতিমান হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হয়ে অপরকেও সম্যকসমাধিতে নিবিষ্ট হবার জন্য উৎসাহিত করে। নিজে সম্যক জ্ঞানী হয়ে অপরকেও সম্যক জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করে, নিজে সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হয়ে অপরকেও সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উৎসাহিত করে। একে বলে কল্যাণধর্মের চেয়েও মহাকল্যাণধর্ম।"

(দশম সূত্র)
সৎপুরুষ বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

শিক্ষাপদ, অশ্রদ্ধা, সপ্তকর্ম, দশকর্ম,
অষ্টাঙ্গিক, দশমার্গ, বাকী চার পাপধর্ম।

(২২) ২. পরিসাবগ্গো–পরিষদ বর্গ

১. পরিসাসুত্তং–পরিষদ সূত্র

২১১. "হে ভিক্ষুগণ, অপরিশুদ্ধ পরিষদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দুঃশীল, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ ভিক্ষুপরিষদ; দুঃশীলা, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুণীপরিষদ; দুঃশীল, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ উপাসকপরিষদ এবং দুঃশীলা, পাপধর্মে অপরিশুদ্ধ উপাসিকাপরিষদ। একে বলে চার প্রকার অপরিশুদ্ধ পরিষদ।”

“হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ পরিষদ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শীলবান, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুপরিষদ; শীলবতী, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুণীপরিষদ; শীলবান, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ উপাসকপরিষদ এবং শীলবতী, কল্যাণধর্মে পরিশুদ্ধ উপাসিকাপরিষদ। একে বলে চার প্রকার পরিশুদ্ধ পরিষদ।” (প্রথম সূত্র)

২. দিট্ঠিসুত্তং–দৃষ্টিসূত্র

২১২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বা পতিত হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত ও সম্যক দৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।” (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অকতঞ্ঞুতাসুত্তং–অকৃতজ্ঞতা সূত্র

২১৩. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও অকৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বা পতিত হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনঃসুচরিত ও কৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।” (তৃতীয় সূত্র)

৪. পাণাতিপাতীসুত্তং–প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২১৪. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার ও মিথ্যাভাষণ। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেন। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত এবং মিথ্যাভাষণ হতে বিরত। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পঠমমগ্গসুত্তং–মার্গ সূত্র (প্রথম)

২১৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য ভাষণ ও মিথ্যা কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য ভাষণ এবং সম্যক কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিযমগ্গসুত্তং–মার্গ সূত্র (দ্বিতীয়)

২১৬. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যকসমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পঠমবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (প্রথম)

২১৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টে দৃষ্ট, অশ্রুতকে শ্রুত, অনুপলব্ধকে উপলব্ধ ও অজ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টকে অদৃষ্ট, অশ্রুতকে অশ্রুত, অনুপলব্ধকে অনুপলব্ধ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।” (সপ্তম সূত্র)

৮. দুতিযবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়)

২১৮. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টকে অদৃষ্ট, শ্রুতকে অশ্রুত, উপলব্ধকে অনুপলব্ধ ও জ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুতকে শ্রুত, উপলব্ধকে উপলব্ধ ও জ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।” (অষ্টম সূত্র)

৯. অহিরিকসুত্তং–অহ্রী সূত্র

২১৯. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, পাপের প্রতি লজ্জাহীনতা ও পাপের প্রতি ভয়হীনতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, পাপের প্রতি লজ্জা ও পাপের প্রতি ভয়। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।” (নবম সূত্র)

১০. দুস্সীলসুত্তং–দুঃশীল সূত্র

২২০. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে পতিত হয়। এই চার প্রকার কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীল, হীন বীর্য ও দুষ্প্রাজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত বা পতিত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, আরব্ধবীর্য ও প্রজ্ঞা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।”

(দশম সূত্র)

পরিষদবর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারকগাথা :

পরিষদ, দৃষ্টি, অকৃতজ্ঞতা এবং প্রাণিহত্যাকারী,
মার্গ দুই, দুই বোহারপথ, অহ্রী ও দুঃশীল।

(২৩) ৩. দুচ্চরিতবগ্গো–দুশ্চরিত বর্গ

১. দুচ্চরিতসুত্তং–দুশ্চরিত সূত্র

২২১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) । এই চার প্রকার বাক্য দুশ্চরিত।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাক্য সুচরিত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সত্য বাক্য, অপিশুন বাক্য বা অহিংসা বাক্য, কোমল বাক্য বা নম্র বাক্য ও সার বাক্য। এই চার প্রকার বাক্য সুচরিত।" (প্রথম সূত্র)

২. দিট্ঠিসুত্তং–দৃষ্টি সূত্র

২২২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত ও বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য বা অকুশল উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত ও বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : কায়সুচরিত, বাক্সুচরিত, মনঃসুচরিত ও সম্যক দৃষ্টি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. অকতঞ্ঞুতাসুত্তং–অকৃতজ্ঞতা সূত্র

২২৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজেকে ক্ষত, বিক্ষত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও অকৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত ও কৃতজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. পাণাতিপাতীসুত্তং–প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২২৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার ও মিথ্যাভাষণ। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত এবং মিথ্যাভাষণ হতে বিরত। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।"

(চতুর্থ সূত্র)

৫. পঠমমগ্গসুত্তং–মার্গসূত্র (প্রথম)

২২৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য বা অকুশল উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা ভাষণ এবং মিথ্যা কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমন্বিত মূর্খ অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য ভাষণ এবং সম্যক কর্ম সম্পাদন। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।"

(পঞ্চম সূত্র)

৬. দুতিযমগ্গসুত্তং–মার্গসূত্র (দ্বিতীয়)

২২৬. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি এবং মিথ্যা সমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যকসমাধি। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।"

(ষষ্ঠ সূত্র)

৭. পঠমবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (প্রথম)

২২৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অদৃষ্টতে দৃষ্টবাদী, অশ্রুতে শ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অদৃষ্টতে অদৃষ্টবাদী, অশ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে অনুপলব্ধবাদী এবং অজ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী হওয়া। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. দুতিযবোহারপথসুত্তং–বোহারপথ সূত্র (দ্বিতীয়)

২২৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : দৃষ্টতে অদৃষ্টবাদী, শ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং জ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : দৃষ্টে দৃষ্টবাদী, শ্রুতে শ্রুতবাদী, উপলব্ধে উপলব্ধবাদী এবং জ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী হওয়া। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অহিরিকসুত্তং–নির্লজ্জ সূত্র

২২৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, পাপের প্রতি লজ্জাহীনতা এবং পাপের প্রতি ভয়হীনতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।"

"ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, পাপের প্রতি লজ্জাশীলতা এবং পাপের প্রতি ভয়শীলতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।” (নবম সূত্র)

১০. দুপ্পঞ্ঞসুত্তং–দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্র

২৩০. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, দুঃশীলতা, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অসৎপুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক দোষযুক্ত, নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।”

“ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী, অনিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শ্রদ্ধা, শীল, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞা। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত করে এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক নির্দোষী ও প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।” (দশম সূত্র)

১১. কবিসুত্তং–কবি সূত্র

২৩১. “হে ভিক্ষুগণ, কবি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কবি কী কী? যথা : চিত্ত কবি, শ্রুত কবি, অর্থ কবি ও প্রতিভান কবি। এসবই চার প্রকার কবি।” (একাদশ সূত্র)

দুশ্চরিত বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

দুশ্চরিত, দৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, প্রাণিহত্যাকারী এবং মার্গ দু’মিলে ছয়,
দুই বোহারপথ, নির্লজ্জ, দুষ্প্রাজ্ঞ ও কবি মিলে এগার হয়।

(২৪) ৪. কম্মবগ্গো–কর্মবর্গ

১. সংখিত্তসুত্তং–সংক্ষিপ্ত সূত্র

২৩২. “হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল বা কৃষ্ণ কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল বা শুক্ল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুশলাকুশল বা কৃষ্ণ ও শুক্ল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী এবং অকুশলও নয়, কুশলও নয় বা কৃষ্ণও নয়, শুক্লও নয় (উপেক্ষা) কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়। এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (প্রথম সূত্র)

২. বিত্থারসুত্তং–বিস্তার সূত্র

২৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল বা কৃষ্ণ কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল বা শুক্ল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশলাকুশল বা কৃষ্ণ ও শুক্ল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী এবং কুশলও নয়, অকুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসাযুক্ত (ব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে দুঃখ অনুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, একে বলে অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো ব্যক্তি অহিংসাযুক্ত (অব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে সুখ অনুভব করে এবং স্বর্গের দেবগণের ন্যায় একান্তই সুখ ভোগ করে থাকে। একে বলে কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসাযুক্ত ও অহিংসাযুক্ত (ব্যাপাদ ও অব্যাপাদ) কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ-সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটাই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক।

কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিলক্ষিত হয়? তথায় কৃষ্ণকর্ম ও কৃষ্ণবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার শুক্লকর্ম ও শুক্লবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কৃষ্ণ-শুক্লকর্ম কৃষ্ণ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শুক্ল বিপাক প্রহানের জন্যও সাদৃশ চেতনা বিদ্যমান, তাকেই বলা হয় অকুশলও নয়, কুশলও নয় কর্ম এবং ফল, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সোণকাযনসুত্তং–শোণকায়ন সূত্র

২৩৪. একসময় শিখামৌদ্‌গলায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর প্রীতিপূর্ণ কুশল আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট শিখামৌদ্‌গলায়ন ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"মাননীয় গৌতম, কয়েকদিন পূর্বে শোণকায়ন মানব আমার নিকট গিয়ে এরূপ বললেন, 'শ্রমণ গৌতম সর্ববিধ কর্মের অক্রিয়া প্রজ্ঞাপন করেন। সর্ববিধ কর্মের অক্রিয়া প্রজ্ঞাপনকালে তিনি জগতের উচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রচার করেন। আরে মহাশয়, এই জগৎ তো কর্মসত্য ও কর্ম তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত'।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি শোণকায়ন মানবের দর্শনও জানি না; কোথায় আর এরূপ বাক্যালাপ হবে, ব্রাহ্মণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং কুশলও নয়, অকুশলও নয় কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ব্রাহ্মণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি ব্যাপাদ বা হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে দুঃখানুভব করে এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ ভোগ করে থাকে। একে বলে অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অব্যাপাদ বা অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে সুখ অনুভব করে। এবং স্বর্গীয় দেবগণের ন্যায় একান্তই সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। তথায় কৃষ্ণকর্ম ও কৃষ্ণ বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার শুক্লকর্ম ও শুক্লবিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কুশলাকুশলকর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও সাদৃশ্য চেতনা বিদ্যমান, তাকেই বলা হয় অকুশলও নয় কুশলও নয় কর্মে অকুশলও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. পঠমসিক্‌খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র (প্রথম)

২৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশলবিপাক এবং কুশলও নয় অকুশলও নয় বা উপেক্ষা কর্ম, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যাকামাচারী হয়, মিথ্যাভাষী হয় এবং সুরা-মদ্যপায়ী হয়। এটিই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, চুরি হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মদ্যপান হতে বিরত হয়। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। এবং নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? তথায় অকুশল ও অকুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার কুশল কর্ম ও কুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, এবং কুশলাকুশল কর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও সাদৃশ্য চেতনা বিদ্যমান; তাকে বলা হয় কুশলও নয় অকুশলও নয় কর্মে কুশলও নয় অকুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. দুতিযসিক্‌খাপদসুত্তং–শিক্ষাপদ সূত্র (দ্বিতীয়)

২৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, এ চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হযেছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কৃষ্ণ বা অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং অকুশলও নয় কুশলও নয় কর্মে অকুশল ও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্ম ক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি মাতৃ-হত্যাকারী হয়, পিতৃ-হত্যাকারী হয়, অর্হৎ হত্যাকারী হয়, হিংসাচিত্তে বুদ্ধের রক্তপাতকারী হয় এবং সংঘভেদকারী হয়। এটিই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কুশল কর্মে কুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, নির্লোভী হয়, অহিংসাযুক্ত চিত্ত ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এটিই কুশল কর্মে কুশল বিপাক।

কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক কীরূপ? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসা ও অহিংসাযুক্ত কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে দুঃখপূর্ণ ও সুখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। তথায় উৎপন্ন হয়ে সে কখনো দুঃখ, কখনো সুখ অনুভব করে। নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় দুঃখ ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় সুখ ভোগ করে থাকে। এটিই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? তথায় অকুশল কর্ম ও কুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা, আবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুশল কর্ম ও অকুশল বিপাক প্রহানের জন্য যেরূপ চেতনা এবং কুশলাকুশল কর্ম ও কুশলাকুশল বিপাক প্রহানের জন্যও সাদৃশ্য চেতনা বিদ্যমান, এটিই অকুশলও নয়, কুশলও নয় কর্মে অকুশলও নয় কুশলও নয় বিপাক, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. অরিযমগ্গসুত্তং–আর্যমার্গ সূত্র

২৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক, কুশল কর্মে কুশল বিপাক, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক এবং কর্ম ও বিপাক অকুশলও নয় কুশলও নয় যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসাভরা জগতে বা নরকে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক।

ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে কুশল বিপাক কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অহিংসামূলক বা অব্যাপাদ কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে অহিংসায় ভরা জগতে বা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় স্পর্শ পায়। অব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী।"

ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসায় ও অহিংসায় ভরা জগতে বা নরকে ও স্বর্গে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় ও অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্ত দুঃখ ও সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যকসমাধি। ভিক্ষুগণ, এই কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বোজ্ঝঙ্গসুত্তং–বোধ্যঙ্গ সূত্র

২৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই চার কী কী? যথা : অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক আছে, কুশল কর্মে কুশল বিপাক আছে, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক আছে এবং কর্ম ও ফল অকুশলও নয়, কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসাভরা জগতে বা নরকে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই দুঃখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই অকুশল কর্মে অকুশল বিপাক।

ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মে কুশল বিপাক কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি অহিংসামূলক বা অব্যাপাদ কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে অহিংসায় ভরা জগতে বা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় স্পর্শ পায়। অব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্তই সুখ অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশল কর্মে কুশলবিপাক বা ফলপ্রদায়ী।"

"ভিক্ষুগণ, কুশলাকুশল কর্মে কুশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী কীরূপ? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে। সে হিংসামূলক ও অহিংসামূলক কায়সংস্কার, বাক্সংস্কার ও মনঃসংস্কার সম্পাদন করে হিংসায় ও অহিংসায় ভরা জগতে বা নরকে ও স্বর্গে উৎপন্ন হয়। ব্যাপাদময় ও অব্যাপাদময় জগতে উৎপন্ন হয়ে সে অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শ পায় এবং অব্যাপাদময় ও ব্যাপাদময় স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়ে নারকীয় ও স্বর্গীয় সত্ত্বগণের ন্যায় একান্ত দুঃখ ও সুখ অনুভব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। ভিক্ষুগণ, এটাই কুশলাকুশল কর্মে কশলাকুশল বিপাক বা ফলপ্রদায়ী।

ভিক্ষুগণ, কীরূপ কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়? যথা : স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য- সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ বা প্রশান্তি, সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই কর্ম ও ফল অকুশলও নয় কুশলও নয়, যা কর্মক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার কর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।" (সপ্তম সূত্র)

৮. সাবজ্জসুত্তং–হিংসাযুক্ত সূত্র

২৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : হিংসা বা ব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও ব্যাপাদ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেন। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : অহিংসা বা অব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও অহিংসা দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. অব্যাবজ্ঝসুত্ত–অব্যাপাদ সূত্র

২৪০. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : হিংসাযুক্ত কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, মনঃকর্ম ও ব্যাপাদ দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার কী কী? যথা : অহিংসাযুক্ত বা অব্যাপাদ কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম মনঃকর্ম ও অহিংসাত্মক দৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (নবম সূত্র)

১০. সমণসুত্তং–শ্রমণ সুত্র

২৪১. "হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ রয়েছে, যারা অন্যের সাথে নির্জনে বাদানুবাদ করে। এবং এরূপে তারা উত্তমরূপে সিংহের ন্যায় গর্জন বা উল্লাস করে।

ভিক্ষুগণ, প্রথম শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু তিনটি সংযোজন ক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন হয়। এটিই প্রথম শ্রমণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু তিনটি সংযোজন ক্ষয় করে রাগ, দ্বেষ ও মোহের লঘুকরণে সকৃদাগামী হয়।
তিনি শুধুমাত্র একবার জন্ম ধারণ করে দুঃখান্ত সাধন করে। এটিই দ্বিতীয় শ্রমণ।

তৃতীয় শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়। পুনরায় অন্যত্র উৎপন্ন হয় না, সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে। এটিই তৃতীয় শ্রমণ।

চতুর্থ শ্রমণ কী? এ জগতে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি, লাভ করে অবস্থান করে। এটিই চতুর্থ শ্রমণ।

ভিক্ষুগণ, এটিই প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ ও চতুর্থ শ্রমণ। যারা অন্যের সাথে নির্জনে বাদানুবাদ করে এবং এরূপেই তারা উত্তমরূপে সিংহের ন্যায় গর্জন বা উল্লাস করে।” (দশম সূত্র)

১১. সপ্পুরিসানিসংসসুত্তং–সৎপুরুষের আনিশংস সূত্র

২৪২. “হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষকে নিশ্রয় করে চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়। সেই চার কী কী? যথা : আর্যশীল, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা ও আর্যবিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষকে নিশ্রয় করে এই চার প্রকার আনিশংস প্রত্যাশা করা যায়।”

(একাদশ সূত্র)
কর্ম বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

সংক্ষিপ্ত, বিস্তার, শোণকায়ন দুই শিক্ষাপদ, আর্যমার্গ, বোধ্যঙ্গ,
ব্যাপাদ, অব্যাপাদ, শ্রমণ এবং সৎপুরুষের আনিশংস হয়।

(২৫) ৫. আপত্তিভযবগ্গো–আপত্তিভয় বর্গ

১. সঙ্ঘভেদকসুত্তং–সংঘভেদ সূত্র

২৪৩. একসময় ভগবান কোশাম্বীস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন, ‘‘হে আনন্দ, এখনও কি সেই কলহ উপশম হয়নি?” ‘‘ভন্তে, কী করে সেই কলহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপশম হবে, কারণ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের বাহিয়ো নামক সহবিহারী দীর্ঘদিন ধরে সংঘভেদে জড়িত আছে। তাছাড়া আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ তাকে একটি বাক্যও বলা উচিত মনে করে না।" "আনন্দ, কেন অনুরুদ্ধ সংঘের মধ্যে সেই কলহ উত্থাপন করেনি, কোনো কলহ বা বিবাদ উৎপন্ন হলে অবশ্যই তোমরা সারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়নের সাথে তা সমাধান করিও।

আনন্দ, চারটি কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে। সেই চারটি কী কী? যথা : এ জগতে পাপী ভিক্ষু দুঃশীল, কলুষিত, পাপধর্মী, পাপাচারী, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ, শ্রমণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, অব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, দুশ্চরিত্র, কামুক ও অপবিত্র বা নিন্দনীয় হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়I 'যদি ভিক্ষুগণ আমাকে বা আমার সম্বন্ধে জানে যে, 'আমি দুঃশীল, কলুষিত, পাপধর্মী, পাপাচারী, গোপনে পাপকর্মকারী, অশ্রমণ, শ্রমণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, অব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের মিথ্যাগুণ বর্ণনাকারী, দুশ্চরিত্র, কামুক ও নিন্দনীয়। তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে, কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই প্রথম কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও কুলপ্রথানুরূপ মতবাদে সমন্বিত হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়I'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও কুলপ্রথানুরূপ মতবাদে সমন্বিত; তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে। কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই দ্বিতীয় কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু মিথ্যা জীবিকাসম্পন্ন হয় এবং মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়I'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি মিথ্যা জীবিকা সম্পন্ন ও মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করি। তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমার সুখ হরণ করবে; কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে কিছু করতে পারবে না।' এই তৃতীয় কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।

পুনঃ, পাপী ভিক্ষু লাভ-সৎকারকামী ও নির্বাণ লাভে অনিচ্ছাকামী হয়। তখন তার এরূপ চিন্তা হয়I'যদি ভিক্ষুগণ আমার সম্বন্ধে জানে যে, আমি লাভ-সৎকারকামী ও নির্বাণ লাভে অনিচ্ছাকামী, তাহলে একতাবদ্ধ শীলবান সংঘ আমাকে সৎকার করবে না, গৌরব করবে না, শ্রদ্ধা করবে না এবং পূজাও করবে না; কিন্তু সংঘ বিভক্ত হলে আমাকে সৎকার করবে, গৌরব-শ্রদ্ধা-পূজা করবে।' এই চতুর্থ কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে। আনন্দ, এই চার প্রকার কারণ দেখতে পেয়ে পাপী ভিক্ষু সংঘভেদে ইচ্ছা পোষণ করে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(প্রথম সূত্র)

২. আপত্তিভযসুত্তং–আপত্তিভয় সূত্র

২৪৪. ''হে ভিক্ষুগণ, আপত্তি ভয় চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যেমন দোষী চোরকে বেঁধে রাজার নিকট উপস্থিত করে বলে যে 'হে দেব, এই ব্যক্তি দোষী, চোর। একে দণ্ড বিধান করুন।' তখন রাজা এরূপ বলে যে, 'যাও, একে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া করে হস্তবন্ধন করে মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যাও। তারপর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন কর।' অতঃপর রাজার লোকেরা তাকে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া করে বন্ধন করে মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে গেল। তারপর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন করল। তখন স্থানীয় জনতাদের এরূপ চিন্তা হয়I'সত্যিই এই ব্যক্তি নিন্দার্হ ও শিরশ্ছেদনীয় পাপ কার্য করেছে। যে কারণে রাজার লোকেরা কাউকে দৃঢ় রশিতে শক্তভাবে পিছমোড়া হস্ত বন্ধন করে মস্তক মুণ্ডিত করে বিকট শব্দে ভেরি বাজিয়ে এক পথ হতে আরেক পথে এবং চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যাবে। তারপর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে তার মস্তক ছেদন করবে। সেরূপ নিন্দার্হ, শিরশ্ছেদনীয় পাপকার্য আমি কখনও করব না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পারাজিকা ধর্মসমূহের প্রতি তীব্র ভয় সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পারাজিকা অপরাধ করবে না। আর পারাজিকা অপরাধে দোষী হলে যে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে মুষল (লৌহদণ্ড) কাঁধে নিয়ে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে 'মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয় পাপকার্য করেছি।' আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়Iসত্যিই, এই ব্যক্তি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয় পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো মুষল কাঁধে নিয়ে মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যেIমহাশয়, আমি নিন্দার্হ, দণ্ডনীয়, পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন; সেরূপ নিন্দার্হ, দণ্ডনীয়, পাপকার্য আমি কখনও করব না।' ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট সংঘাদিশেষ ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ তীব্র ভয় সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটিই প্রত্যাশিত যে, সে সংঘাদিশেষ অপরাধ করবে না। আর সংঘাদিশেষ অপরাধে দোষী হলে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে ছাইপূর্ণ বস্তা কাঁধে নিয়ে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে 'মহাশয়, আমি নিন্দার্হ, (ভস্মপুট) অকরণীয় পাপকার্য করেছি। আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন।' তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়Ï'সত্যিই এই ব্যক্তি নিন্দার্হ, অকরণীয়, পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো চুলে ছাইপূর্ণ বস্তা নিয়ে মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যেÏমহাশয়, আমি নিন্দার্হ, অকরণীয় পাপকার্য করেছি। আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। সেরূপ নিন্দার্হ, অকরণীয়, পাপকার্য অবশ্যই আমি কখনও করব না।' ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পাচিত্তিয় ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ ভয় সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তার প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পাচিত্তিয় অপরাধ করবে না। আর পাচিত্তিয় অপরাধে দোষী হলে সে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

পুনঃ, কোনো ব্যক্তি কালো বস্ত্র পরিধান করে এলোমেলো চুলে মহাজনতার কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে 'মহাশয়, আমি ঘৃণার্হ বা হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন।' তখন অন্য স্থানীয় ব্যক্তির এরূপ চিন্তা হয়Ï'সত্যিই এই ব্যক্তি হীন বা ঘৃণার্হ, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছে। যেরূপ কার্য করলে কোনো ব্যক্তি এরূপ কালো বস্ত্র পরে এলোমেলো মহাজনতার নিকট এসে এরূপ বলবে যে, মহাশয়, আমি হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য করেছি, আপনারা ইচ্ছামতো আমাকে শাস্তি দিন। সেরূপ হীন, নিন্দনীয় পাপকার্য কখনও করব না। ঠিক তদ্রূপ যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট পাটিদেসনীয় ধর্মসমূহের প্রতি এরূপ তীব্র ভয় সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, তাদের প্রতি এটাই প্রত্যাশিত যে, সে পাটিদেসনীয় অপরাধ করবে না। আর পাটিদেসনীয় অপরাধে দোষী হলে নিয়মানুযায়ী প্রতিকার করবে।

ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে চার প্রকার আপত্তি ভয়।" (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সিক্খানিসংসসুত্তং–শিক্ষানিশংস সূত্র

২৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, বিমুক্তিসার ও প্রধান মনোযোগিতার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়।

শিক্ষানিশংস কীরূপ? এ জগতে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য এবং প্রসন্নদের আরও অধিকতর প্রসন্নতার দরুন আমা কর্তৃক শ্রাবকদের জন্য অভিসমাচারিক বা উপযুক্ত শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। অপ্রসন্নদের প্রসন্নতার জন্য এবং প্রসন্নদের আরও অধিকতর প্রসন্নতার দরুন আমা কর্তৃক যেভাবে যেভাবে শ্রাবকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে; সেভাবে সেভাবে তারা সেই শিক্ষার অখণ্ডকারী, অচ্ছিদ্রকারী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসবলকারী ও সামঞ্জস্যকারী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে।

পুনঃ, ভিক্ষুগণ, সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট আদি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট যেভাবে যেভাবে আদি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে, সেভাবে সেভাবে তারা সেই শিক্ষার অখণ্ডকারী, অচ্ছিদ্রকারী, অসবলকারী ও সামঞ্জস্যকারী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। এরূপেই শিক্ষানিশংস হয়।

কিরূপে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভ হয়? এ জগতে সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য যেভাবে যেভাবে আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট যে ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে; সেভাবে সেভাবে সেই ধর্মসমূহ তাদের কর্তৃক প্রজ্ঞা দ্বারা পর্যবেক্ষণ বা ধারণ করা হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভ হয়।

কিরূপে বিমুক্তিসার লাভ হয়? এ জগতে সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য আমা কর্তৃক শ্রাবকদের নিকট ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে। সম্যকরূপে সমস্ত দুঃখক্ষয়ের জন্য যেভাবে যেভাবে আমা কর্তৃক যে ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে, সেভাবে সেভাবে সেই ধর্মসমূহ তাদের কর্তৃক বিমুক্তি দ্বারা স্পর্শিত হয় বা (অনুভূত হয়)। ভিক্ষুগণ, এরূপেই বিমুক্তিসার লাভ হয়।

কিরূপে প্রবল মনোযোগিতা সম্পন্ন হয়? 'আমি অপরিপূর্ণ এরূপ উপযুক্ত শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করব এবং পরিপূর্ণ উপযুক্ত শিক্ষাকে তথায় তথায় অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'Íএরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'অপরিপূর্ণ এরূপ আদি ব্রহ্মচর্য শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করব এবং পরিপূর্ণ আদি ব্রহ্মচর্য শিক্ষাকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'Íএরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ হয়। 'অননুশীলন এরূপ ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুশীলন বা ধারণ করব এবং অনুশীলিত ধর্মকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত বা প্রদর্শন করব'Íএরূপে আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ হয়। 'অননুভূত এরূপ ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুভূত বা স্পর্শ করব' এবং অনুভূত বা স্পর্শিত ধর্মকে তথায় তথায় প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগৃহীত করব'Íএরূপেও আধ্যাত্মিক চিত্ত সমাধিস্থ হয়। এরূপেই প্রবল বা প্রধান মনোযোগিতাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, শিক্ষানিশংস, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, বিমুক্তসার ও প্রবল মনোযোগিতার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয় (এরূপে যা বলা হয়েছে তা একেই ভিত্তি করে কথিত)।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. সেয্যাসুত্তং–শয়ন সূত্র

২৪৬. ''হে ভিক্ষুগণ, শয়ন বা শয্যা চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা : প্রেত শয়ন, কামভোগী শয়ন, সিংহ শয়ন ও তথাগত শয়ন।

প্রেত শয়ন কীরূপ? প্রেতগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত হয়ে শয়ন করে। একে বলে প্রেত শয়ন।

কামভোগী শয়ন কীরূপ? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কামভোগীরা বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করে। একে বলে কামভোগী শয়ন।

সিংহ শয়ন কীরূপ? পশুরাজ সিংহ দক্ষিণ পার্শ্ব করে শয়নে অবস্থান করে এবং পায়ের উপর পা রেখে দুই ঊরু মাঝখানে লেজ স্থাপন করে। সে জাগ্রত হয়ে প্রথমে দেহকে খাড়াভাবে রাখে এবং পরে অবলোকন করে। পশুরাজ সিংহ যদি দেহের কিঞ্চিন্মাত্র বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত দেখে, তখন সে নিরানন্দিত হয়। আর পশুরাজ সিংহ যদি কিঞ্চিন্মাত্র দেহের বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত না দেখে, তখন সে আনন্দিত হয়। একেই বলে সিংহ শয়ন।

তথাগত শয়ন কীরূপ? এ জগতে তথাগত সুখ-দুঃখের পরিত্যাগ এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পরিহারপূর্বক সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। একে বলে তথাগত শয়ন।

ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার শয়ন বা শয্যা।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. থূপারহসুত্তং–স্মৃতিস্তম্ভ সূত্র

২৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিস্তম্ভ চার প্রকার । সেই চার প্রকার কী কী? যথা : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, পচ্চেক বুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, তথাগত শ্রাবকের স্মৃতিস্তম্ভ ও চক্রবর্তী রাজার স্মৃতিস্তম্ভ। এগুলোই হচ্ছে চার প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. পঞ্ঞাবুদ্ধিসুত্তং–প্রজ্ঞাবৃদ্ধি সূত্র

২৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সৎপুরুষের সেবা, সদ্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞানযোগে চিন্তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মাচরণ। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত হয়।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. বহুকারসুত্তং–বহু উপকার সূত্র

২৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্ম দেব-মানবের বহু উপকার করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : সৎপুরুষের সেবা, সদ্ধর্ম শ্রবণ, জ্ঞানযোগে চিন্তা ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপালন। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্ম দেব-মানবের বহু উপকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে।” (সপ্তম সূত্র)

৮. পঠমবোহারসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (প্রথম)

২৫০. “হে ভিক্ষুগণ, অনার্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টতে দৃষ্টবাদী, অশ্রুতে শ্রুতবাদী, অননুভূতে অনুভূতবাদী ও অজ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার অনার্য লক্ষণ।”

(অষ্টম সূত্র)

৯. দুতিযবোহরসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (দ্বিতীয়)

২৫১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অদৃষ্টতে অদৃষ্টবাদী, অশ্রুতে অশ্রুতবাদী, অননুভূতে অননুভূতবাদী ও অজ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য লক্ষণ।” (নবম সূত্র)

১০. ততিযবোহরসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (তৃতীয়)

২৫২. “হে ভিক্ষুগণ, অনার্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টতে অদৃষ্টবাদী, শ্রুতে অশ্রুতবাদী, অনুভূতে অননুভূতবাদী এবং জ্ঞাতে অজ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার অনার্য লক্ষণ।”

(দশম সূত্র)

১১. চতুত্থবোহারসুত্তং–লক্ষণ সূত্র (চতুর্থ)

২৫৩. “হে ভিক্ষুগণ, আর্য লক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার প্রকার কী কী? যথা : দৃষ্টতে দৃষ্টবাদী, শ্রুতে শ্রুতবাদী, অনুভূতে অনুভূতবাদী এবং জ্ঞাতে জ্ঞাতবাদী। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য লক্ষণ।”

(একাদশ সূত্র)

আপত্তিভয় বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

ভেদ, আপত্তি, শিক্ষা, শয্যা, স্তম্ভ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি,
বহূপকার ও চার লক্ষণে স্থিত।

পঞ্চম পঞ্চাশক সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৬) ৬. অভিঞ্ঞাবগ্গো–অভিজ্ঞা বর্গ

১. অভিঞ্ঞাসুত্তং–অভিজ্ঞা সূত্র

২৫৪. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য ধর্ম, অভিজ্ঞা দ্বারা ভাবনীয় বা অনুশীলনীয় ধর্ম এবং অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম কীরূপ? পঞ্চুপাদান স্কন্ধ।এদের বলে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞেয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য ধর্ম কীরূপ? অবিদ্যা ও তৃষ্ণা।এদের বলে অভিজ্ঞা দ্বারা পরিত্যাগযোগ্য বা প্রহানীয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা ভাবনীয় বা অনুশীলনীয় ধর্ম কীরূপ? শমথ ও বিদর্শন।এদের বলে অভিজ্ঞা দ্বারা অনুশীলনীয় ধর্ম।

অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য বা লাভনীয় ধর্ম কীরূপ? বিদ্যা ও বিমুক্তি।এদের বলে অভিজ্ঞা দ্বারা লাভের যোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার ধর্ম।’’ (প্রথম সূত্র)

২. পরিযেসনাসুত্তং–পর্যবেক্ষণ সূত্র

২৫৫. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, অনার্য পর্যবেক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের জরাধর্মকে জরাধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে, নিজের ব্যাধিধর্মকে ব্যাধিধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে, নিজের মরণধর্মকে মরণধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সংক্লেশধর্মকে সমান সংক্লেশধর্মরূপেই পর্যবেক্ষণ করে। এগুলোই চার প্রকার অনার্য পর্যবেক্ষণ।

ভিক্ষুগণ, আর্য পর্যবেক্ষণ চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের জরাধর্মকে জরাধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে অজর, অনুত্তর যোগক্ষেম বা অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে। নিজের ব্যাধিধর্মকে ব্যাধিধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে অব্যাধি, অনুত্তর যোগক্ষেম বা অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে, নিজের মরণধর্মকে মরণধর্মের আদীনবসদৃশ জ্ঞাত হয়ে আমরণ বা অমৃত, অনুত্তর অর্হৎ ও নির্বাণ পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সংক্লেশকে সংক্লেশধর্মের আদীনব সদৃশ জ্ঞাত হয়ে অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর যোগক্ষেম ও নির্বাণকে পর্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এগুলোই চার প্রকার আর্য পর্যবেক্ষণ।’’ (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. সঙ্গহবত্থুসুত্তং–সংগ্রহ বস্তু সূত্র

২৫৬. ‘‘হে ভিক্ষুগণ, সংগ্রহ বস্তু চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্যা বা উপকার ও সমদর্শিতা। এগুলোই চার প্রকার সংগ্রহ বস্তু বা বিষয়।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. মালুক্যপুত্তসুত্তং–মালুক্যপুত্র সূত্র

২৫৭. একসময় আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন :

''উত্তম, ভন্তে, আপনি আমাকে সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন, যাতে আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করে একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে পারি।" "হে মালুক্যপুত্র, তোমার মতো জরা-জীর্ণ-বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যদি তথাগতের নিকট সংক্ষিপ্ত দেশনা প্রার্থনা করে, তাহলে যারা এখনো নবীন ভিক্ষু তাদের কি বা বলব,"

''ভন্তে, আমাকে সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। হে সুগত, সংক্ষিপ্তরূপে ধর্মদেশনা প্রদান করুন। অল্প হলেও আমি ভগবানের ভাষিত অর্থ বুঝতে পারব এবং ভগবানের ভাষণ কিঞ্চিৎ হলেও আমার জন্য উপকার হবে।''

''হে মালুক্যপুত্র, চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : চীবরের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, পিণ্ডপাতের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, শয়নাসনের কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং 'অমুক স্থানে উৎপন্ন হবো', 'অমুক স্থানে হবো না' Iএরূপ হেতুতে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মালুক্যপুত্র, এই চার প্রকারে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, যাতে বা যে কারণে ভিক্ষুর উৎপন্নশীল তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মালুক্যপুত্র, যখন হতে ভিক্ষুর তৃষ্ণা উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় প্রহীন হয়, ভবিষ্যতে আর পুনরুৎপত্তি হয় না; মালুক্যপুত্র, তখন এরূপ বলা হয়, 'ভিক্ষু তৃষ্ণা ক্ষয় করেছে, সংযোজন রুদ্ধ এবং সম্যকরূপে মান-অভিমান জ্ঞাত হয়ে দুঃখের অন্তঃসাধন করেছে'।"

আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র ভগবান কর্তৃক এরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল। অতঃপর আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসানে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয়কৃত হয়েছে এবং আস্রব ক্ষয়ের নিমিত্তে আর অন্য কোনো করণীয় নাই।' আয়ুষ্মান মালুক্যপুত্র অন্যতর অর্হৎ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলেন।

(চতুর্থ সূত্র)

৫. কুলসুত্তং–কুল সূত্র

২৫৮. ''হে ভিক্ষুগণ, যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, সেই সব কুলের চারটি কারণে ভোগ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। সেই চারটি কারণ কী কী? যথা : বিনষ্ট (বা বিনষ্টের কারণ) অন্বেষণ করে না, জীর্ণ সংস্কার করে না, অপরিমিত ভোজনকারী হয় এবং দুঃশীল স্ত্রী বা পুরুষকে উচ্চপদ মর্যাদায় নিয়োগ করে। যেসব কুল মহাভোগ প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, সেই সব কুলের এই চারটি কারণে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

''ভিক্ষুগণ, যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত এবং তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয়, সেই সব কুলের চারটি কারণে ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। সেই চারটি কারণ কী কী? যথা : বিনষ্ট অন্বেষণ করে, জীর্ণ সংস্কার করে, পরিমিত ভোজনকারী হয় এবং শীলবান স্ত্রী বা পুরুষকে উচ্চপদ মর্যাদায় নিয়োগ করে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটি কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাদের সেই ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। যেসব কুল বা গৃহী মহাভোগ প্রাপ্ত এবং তাদের ভোগ চিরস্থায়ী হয়।'' (পঞ্চম সূত্র)

৬. পঠম আজানীযসুত্তং–আজানীয় সূত্র (প্রথম)

২৫৯. ''হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : রাজার ভদ্র আজানেয় অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (দীর্ঘ ও বিস্তৃত) সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজারযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : এ জগতে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, গতি বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং আরোহ পরিণাহ (বা লাভে আরোহী) সম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়। সামান্য দোষেও ভয় প্রদর্শন করে এবং শিক্ষাপদসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে। এরূপেই ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হয়ে বাস করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে এবং কুশল ধর্মসমূহ গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমী ও কুশল ধর্মের কার্যভার অপরিত্যাগী হয়। এরূপেই ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু গতিবান হয়? এ জগতে ভিক্ষু যথাযথভাবে জানেI'এটি দুঃখ, এটি দুঃখ সমুদয়, এটি দুঃখ নিরোধ এবং এটি দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'। এভাবেই ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ বা লাভে আরোহী সম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্য লাভী হয়। এরূপেই ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজারযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. দুতিয আজানীযসুত্তং–আজানীয় সূত্র (দ্বিতীয়)

২৬০. "হে ভিক্ষুগণ, চারটি গুণে গুণান্বিত ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, রাজার ভদ্র অশ্ব বর্ণসম্পদে সমৃদ্ধ, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (দীর্ঘ বিস্তৃত) সম্পন্ন হয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে ভদ্র আজানেয় অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজার অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রূপ চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু ভক্তি বা পূজার যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই চার প্রকার কী কী? এ জগতে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, গতিসম্পন্ন ও আরোহ পরিণাহ (লাভে আরোহী) সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু শীলবান, উত্তম আচার অনুশীলনে দক্ষ হয়। সামান্য দোষেও ভয় প্রদর্শন করে এবং শিক্ষাপদসমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা করে। এরূপেই ভিক্ষু বর্ণসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু আরব্ধবীর্য সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে এবং কুশল ধর্মসমূহ গ্রহণে নিয়ত বীর্যবান, দৃঢ় পরাক্রমশালী হয়ে কুশল ধর্মের কার্যভার অপরিত্যাগী হয়। এভাবেই ভিক্ষু বলসম্পন্ন হয়।

কীভাবে ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়? এ জগতে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে এ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি করে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু গতিবান বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

কিরূপে ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ সম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু চীবর-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্য লাভী হয়। এভাবেই ভিক্ষু আরোহ পরিণাহ সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ভক্তি বা পূজার যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দানের যোগ্য, অঞ্জলির যোগ্য এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" (সপ্তম সূত্র)

৮. বলসুত্তং–বল সূত্র

২৬১. "হে ভিক্ষুগণ, বল চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। এগুলোই চার প্রকার বল।"

(অষ্টম সূত্র)

৯. অরঞ্ঞসুত্তং–অরণ্য সূত্র

২৬২. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয্যাসন পরিভোগের জন্য অনুপযুক্ত। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : কামচিন্তা, হিংসা চিন্তা, অহিতকর চিন্তা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা, মূর্খতা (জলো এলমূগো)। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয্যাসন পরিভোগের অনুপযুক্ত।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তে শয়নস্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত। সেই চারটি কী কী? যথা : ব্রহ্মচর্য বা নৈষ্ক্রম্য চিন্তা, অহিংসা চিন্তা, হিতকর চিন্তা এবং প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্যতা (অজলো অনেলমূগো)। ভিক্ষুগণ, এই চার ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অরণ্যে বনপ্রান্তেশয্যাসন পরিভোগের জন্য উপযুক্ত।" (নবম সূত্র)

১০. কম্মসুত্তং–কর্ম সূত্র

২৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎ পুরুষ নিজেকে ক্ষত, উপহত করে এবং বিজ্ঞজনের নিকট দোষনীয় ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : নিন্দার্হ কায়কর্ম, নিন্দার্হ বাক্যকর্ম, নিন্দার্হ মনঃকর্ম ও নিন্দার্হ মিথ্যাদৃষ্টি।

এই চার ধর্মে সমন্বিত মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অসৎ পুরুষ নিজেকে ক্ষত উপহত করে রাখে এবং বিজ্ঞজনের নিকট দোষী ও নিন্দনীয় হয়ে বহু অপুণ্য উৎপন্ন করে।

এই চার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত, অনাহত রাখে এবং বিজ্ঞজনের নিকট অনিন্দনীয়, প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য প্রসব করে। সেই চার ধর্ম কী কী? যথা : অবর্জনীয় বা নির্দোষ কায়কর্ম, অবর্জনীয় বাক্যকর্ম, অবর্জনীয় মনঃকর্ম ও অবর্জনীয় সম্যক দৃষ্টি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই চার ধর্মে সমন্বিত পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও সৎপুরুষ নিজেকে অক্ষত ও অনাহত রাখে এবং বিজ্ঞগণের নিকট নির্দোষী, প্রশংসনীয় হয়ে বহু পুণ্য উৎপন্ন করে।" (দশম সূত্র)

অভিজ্ঞা বর্গ সমাপ্ত

স্মারকগাথা :

অভিজ্ঞা, পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও মালুক্যপুত্র,
কুল এবং দুই আজানীয়, বল, অরণ্য, কর্ম সূত্র।

(২৭) ৭. কম্মপথবগ্গো–কর্মপথ বর্গ

১. পাণাতিপাতীসুত্তং–প্রাণিহত্যাকারী সূত্র

২৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অপরকেও প্রাণিহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে, প্রাণিহত্যার অনুমোদনকারী হয় এবং প্রাণিহত্যার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অপরকেও প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার অনুমোদনকারী বা সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (প্রথম সূত্র)

২. অদিন্নাদাযীসুত্তং–অদত্তবস্তুগ্রহণকারী সূত্র

২৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করার জন্য অনুমোদনকারী হয় এবং অদত্তবস্তু গ্রহণ করার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। (দ্বিতীয় সূত্র)

৩. মিচ্ছাচারীসুত্তং–মিথ্যাচারী সূত্র

২৬৬. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাকামাচারী হয়, অপরকেও মিথ্যাকামাচারে উৎসাহিত করে, মিথ্যাকামাচারে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যাকামাচারের গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হওয়ার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (তৃতীয় সূত্র)

৪. মুসাবাদীসুত্তং–মিথ্যাবাদী সূত্র

২৬৭. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাবাদী হয়, অপরকেও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যাবাদে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যা বলার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার সম্মতি দানকারী হয় এবং মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (চতুর্থ সূত্র)

৫. পিসুনবাচাসুত্তং–পিশুনবাক্য সূত্র

২৬৮. ''হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে পিশুনবাক্যভাষী হয়, অপরকেও পিশুনবাক্য বলার জন্য উৎসাহিত করে, পিশুনবাক্য বলার সম্মতি প্রদানকারী হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং পিশুনবাক্য বলার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার উৎসাহিত করে, পিশুনবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও পিশুনবাক্য হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (পঞ্চম সূত্র)

৬. ফরুসবাচাসুত্তং—কর্কশবাক্য সূত্র

২৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে কর্কশবাক্যভাষী হয়, অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে, কর্কশবাক্য ভাষণে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং কর্কশবাক্য বলার গুণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার উৎসাহিত করে, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (ষষ্ঠ সূত্র)

৭. সম্ফপ্পলাপসুত্তং—সম্প্রলাপ সূত্র

২৭০. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষী হয়, অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ করার জন্য উৎসাহিত করে, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণে সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণের গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) ভাষণ হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।"

(সপ্তম সূত্র)

৮. অভিজ্ঝালুসুত্তং–লোলুপ সূত্র

২৭১. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে লোভী হয়, অপরকে লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, লোভী হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও লোভী হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে নির্লোভী হয়, অপরকেও নির্লোভী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, নির্লোভী হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় ও নির্লোভী হওয়ার গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (অষ্টম সূত্র)

৯. ব্যাপন্নচিত্তসুত্তং–হিংসাচিত্ত সূত্র

২৭২. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে দ্বেষ বা হিংসাপরায়ণ হয়, অপরকেও হিংসাপরায়ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, হিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও হিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হয়, অপরকেও অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, অহিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও অহিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (নবম সূত্র)

১০. মিচ্ছাদিট্ঠিসুত্তং–মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র

২৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অপরকেও মিথ্যাদৃষ্টিতে উৎসাহিত করে বা আকৃষ্ট করে, মিথ্যাদৃষ্টিতে সম্মতি প্রদানকারী হয় ও মিথ্যাদৃষ্টির গুণ ভাষণ করে। এ চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিরয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিক্ষিপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অপরকেও সম্যক দৃষ্টিতে উৎসাহিত করে, সম্যক দৃষ্টিতে সম্মতি প্রদানকারী হয় ও সম্যক দৃষ্টির গুণ ভাষণ করে। এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।" (দশম সূত্র)

কর্মপথ বর্গ সমাপ্ত

(২৮) ৮. রাগপেয্যাল–রাগপেয়্যাল বর্গ

১. সতিপট্‌ঠানসুত্তং–স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র

২৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই চারটি বিষয় কী কী? এ জগতে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দূরীভূত করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দূরীভূত করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি বিষয় বা ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।" (প্রথম সূত্র)

২. সম্মপ্পধানসুত্তং–সম্যক প্রধান সূত্র

২৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই চারটি ধর্ম কী কী? এ জগতে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মসমূহ অনুৎপত্তির জন্য চেষ্টা করে। উৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা করে। অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে। এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

(দ্বিতীয় সূত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. ইদ্ধিপাদসুত্তং–ঋদ্ধিপাদ সূত্র

২৭৬. ''হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য চারটি ধর্ম ভাবা, ভাবনা করা উচিত। সেই চারটি কী কী? ভিক্ষুগণ, এ জগতে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সমাধি প্রধান সংস্কারযুক্ত চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে এবং ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এ চারটি ধর্ম ভাবা উচিত।''

(তৃতীয় সূত্র)

৪-৩০. পরিঞ্ঞাদিসুত্তানি–পরিজ্ঞাদি সূত্র

২৭৭-৩০৩. ''হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, প্রহানের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য ও বিসর্জনের জন্য চারটি ধর্ম ভাবনা করা উচিত।'' (তিংসতিমং)

৩১-৫১০. দোস অভিঞ্ঞাদিসুত্তানি

দ্বেষ-অভিজ্ঞাদি সূত্র

৩০৪-৭৮৩. ''দ্বেষ-মোহ-ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ্য, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা, একগুয়েমি, ঘৃণা, মান, অতিমান, অহংকার, প্রমাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জনের জন্য এ চারটি ধর্ম ভাবনা করা উচিত।'' (দসুত্তরপঞ্চসতিমং)

রাগপেয়্যাল সমাপ্ত

[চতুষ্ক নিপাত সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com